ভারতবিদ্যাবিহার গ্রন্থমালা-১৩

প্রথম প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৬৭

প্রকাশক শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত

৪১ সি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬

মুদ্রাকর শ্রীঅজিতকুমার বসু

শক্তি প্রেস

২৭।৩বি, হরি ঘোষ স্ট্রীট,

কলিকাতা-৬

সূচি

নিবেদন

সংস্কৃত কথাসাহিত্যের শিরোভূষণ এই গ্রন্থটি আধুনিক উচ্চশিক্ষিতদের অভিনিবেশ ও বিস্তৃত দৃষ্টিসহ পাঠযোগ্য মনে করি। যুগোপযোগী সংক্ষেপ করিয়া নাটকরচনা-নিপুণ কেহ যদি ইহার classical ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অভিনয় আয়োজন করেন তবে সুখী হই। পাশ্চাত্যদেশে যেমন বিশালগৃহে বহুলোকপ্রিয় নাটকের, তেমনি শুধু রসামোদীদের জন্য স্বল্পায়তন স্থানে art ও intellectual শ্রেণীর নাটকও অভিনয় হয়।

আমার অনুরোধে যাঁহারা এই পুস্তকের কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোকের বাংলা অনুবাদ (পৃ ২৯, ৭৫, ৭৭ ও ১১৭) করিয়া দিয়াছেন, টিপ্পনীতে যথাযথাস্থানে তাঁহাদের নামোল্লেখ করিয়াছি। শ্রীমতী সীতা সেন পাণ্ডুলিপি-প্রণয়ন ও প্রুফ-সংশোধনে সহায়তা করিয়াছেন। ভারতীয়চিত্রকলাবিৎ অধ্যাপক শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য, মুদ্রণশিল্পী শ্রীচারু খাঁ ও গ্রন্থপ্রকাশক শ্রীবিভাস ভট্টাচার্য মলাটের পরিকল্পনা করিয়াছেন। ইঁহাদের সকলের প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। মলাটের চিত্রটি গোয়ালিয়রের গ্যারসপুরে প্রাপ্ত, অনুমান ১০ শতকের একটি বৃক্ষদেবতার প্রস্তরমূর্তির।

অমূল্যচন্দ্র সেন

ভূমিকা

১. কালিদাসের জীবনকাল ও যুগ

মহাকবি কালিদাস ৪-৫ শতকের লোক ছিলেন। একদল ভারতীয় পণ্ডিত কিন্তু তাঁহাকে ঐ যুগেরও প্রায় ৪-৫ শতক পূর্ববর্তী কালের লোক বলিয়া মনে করেন। তাহা যদি সত্য হইত তবে ইহার ব্যাখ্যা কি, যে তাঁহার মত অতবড় প্রতিভাবান ও যশস্বী কবির সম্বন্ধে অপরে দীর্ঘকাল কোনও উল্লেখই করিলেন না?

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে দেখা যায় কোনও গ্রন্থকারের বা গ্রন্থের খ্যাতি অপরকর্তৃক স্বীকৃত হইতে অন্যূন এক শতাব্দী লাগিত। অতএব কালিদাস যদি খ্রীষ্টপূর্ব ১ শতক হইতে খ্রীষ্টপর ১ শতকের মধ্যের লোক হইতেন, তবে ইহা কিরূপে ঘটিল যে তাঁহার নাম সর্বপ্রথমে দেখা গেল কাদম্বরী কাব্যের রচয়িতা কবি বাণভট্টের হর্ষচরিতে (৬২০ খ্রী) এবং ইহার স্বল্পপরে (৬৩৪ খ্রী) উৎকীর্ণ, কর্ণাটের অন্তর্ভুক্ত আইহোলে নামক স্থানের লিপিতে? খ্রীষ্টজন্ম যুগের প্রায় সমসাময়িক যদি তিনি ছিলেন, তবে তো বলিতে হয় তাঁহার মতো প্রতিভাবান ব্যক্তিকেও গুণদর্শী স্বদেশবাসীর নিকট পরিচিত হইতে ৬-৭ শত বৎসর লাগিয়াছিল। ইহা সম্ভবপর নয়।

ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে সাম্প্রদায়িকতাদি বিবিধ মনোভাব প্রসূত অসহিষ্ণুতা বা ক্ষুদ্রতা বা ঈর্ষাবশতঃ আমরা আমাদের দেশের অনেক কীর্তিমান পুরুষের স্মৃতির প্রভূত অবমাননা করিয়াছি, যেমন ব্রাহ্মণ্যধর্মীরা বেদমার্গবিরোধী গৌতম বুদ্ধের নাম পর্যন্ত লোপ করিয়া দিয়াছিলেন; অশোকের মত নৃপতিকুলভূষণ বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন বলিয়া তাঁহার অনন্য-সাধারণ বহু কীর্তি সম্বন্ধে অবৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য সম্পূর্ণ নির্বাক; অশ্বঘোষের মত শক্তিমান দার্শনিক কবি, যাঁহার কাছে স্বয়ং কালিদাসও ঋণী ছিলেন এবং যাঁহার রচনা অনূদিত হইয়া চীন প্রভৃতি দূরদেশে প্রচারিত হইয়াছিল, তিনি বৌদ্ধ ছিলেন বলিয়া বহু হিন্দু সংস্কৃত আলঙ্কারিক ও কবিতা-সংগ্রাহকদের মধ্যে একজনও তাঁহার রচনা হইতে একটি বর্ণও উল্লেখ করেন নাই; মহাকবি কালিদাস সনাতনধর্মপন্থী হইয়াও লৌকিক কিম্বদন্তীতে প্রথমজীবনে গণ্ডমূর্খে এবং পরে ভাঁড়ে পর্যবসিত হইয়াছিলেন; মহাদার্শনিক

আচার্য শঙ্কর বেদবাদী হইলেও ভেল্কিবাজি-প্রদর্শকে রূপান্তরিত হইয়াছিলেন (কালক্রমে আমাদের হাতে রামমোহন বিদ্যাসাগর বঙ্কিম বিবেকানন্দ অরবিন্দ রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কি অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন কে জানে!))। কিন্তু ৮-৯ শতকের বেদমার্গী আচার্য শঙ্কর যখন ভারতীয় দার্শনিক সমাজে ১০-১১ শতকেই উল্লিখিত হইতে পারিয়াছিলেন, তখন সনাতনপন্থী কালিদাস খ্রীষ্টজন্ম-নিকট যুগে যদি জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে খ্রীষ্টপর ৭ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত অজ্ঞাত রহিলেন, ইহা কি করিয়া বিশ্বাস্য হইতে পারে?

গোয়ালিয়র (সংস্কৃত 'গোপালিপুর' হইতে) রাজ্যের অন্তর্গত দসোর (বা দসৌর, বা মন্দসোর বা মন্দসৌর = বিখ্যাত প্রাচীন নগর দশপুর) নামক স্থানে প্রাপ্ত, ৪৭৩ খ্রী উৎকীর্ণ, কবি বৎসভট্টি রচিত প্রশস্তির একটি শ্লোকে কেহ কালিদাসের মেঘদূতের 'বিদ্যুৎবন্তং ললিতবনিতাঃ' শ্লোকটির প্রতিধ্বনি পান মনে করেন। কিন্তু ইহা সুনিশ্চয়ে বলা যায় না, উপরন্তু মেঘদূতের ঐ শ্লোকটি খুব সম্ভবতঃ প্রক্ষিপ্ত।

৮ শতকে জৈনকবি জিনসেন মেঘদূতের শ্লোকগুলির প্রতি এক বা দুই পাদের সমস্যা বা পাদপূরণরূপে "পার্শ্বাভ্যুদয়" নামক কাব্য রচনা করিয়া জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের জীবনকথা বর্ণনা করেন। ইহাতে কালিদাসের তাৎকালীন মর্যাদা প্রমাণ হয়।

বাঙালীরা কালিদাসকে বাঙালী বলিয়া কল্পনা করিতে ভালবাসেন, কিন্তু তাঁহার তরুণ বয়সে রচিত ঋতুসংহার কাব্যে তিনি বর্ষাবর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন "বনানি বৈন্ধ্যানি হরন্তি মানসং" অর্থাৎ বিন্ধ্যপর্বত অঞ্চলের বনরাজি মনোহরণ করে। তিনি যদি বঙ্গদেশজাত হইতেন তবে প্রাকৃতিক শোভা বর্ণনা উপলক্ষ্যে নবযৌবনে বিন্ধ্য অঞ্চলের কথা তাঁহার মনে জাগিবে কেন? তিনি যে সেদেশে প্রবাসে গিয়াছিলেন, এমন কথাও তো বলেন নাই। তরুণ রচনায় কবিরা যাহা পারিপার্শ্বিক ও সুপরিচিত, তাহার দ্বারাই অধিক প্রভাবিত হন, যেমন রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক রচনায় "গুজরাট-মারাঠা" বা বিলাত, যেখানে তিনি যৌবনে কিছুকাল কাটাইয়াছিলেন, সেখানকার নয়, বাংলা দেশের প্রাকৃতিক শোভাই রূপ লাভ করিয়াছে। মেঘদূতে উজ্জয়িনী নগরীর প্রতি কালিদাস যে সুগভীর প্রীতির পরিচয় দিয়াছেন এবং তাহার পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের সহিত যেরূপ নিকট পরিচয়ের প্রমাণ দিয়াছেন, তাহাতে অনুমান হয় তিনি সেই অঞ্চলে জাত এবং উজ্জয়িনী-নিবাসী ছিলেন।

উত্তরকালের তিব্বতী বৌদ্ধ গ্রন্থে কালিদাসকে কাশীর লোক বলা হইয়াছে (কারণ বুদ্ধের যুগে বারাণসী একটি শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ রাজ্যের রাজধানীরূপে প্রসিদ্ধ ছিল) এবং তাঁহার মাতাপিতার নামও উল্লিখিত হইয়াছে—বলা বাহুল্য এ সবই সম্পূর্ণ কাল্পনিক। হিমালয় প্রভৃতি উত্তর-ভারতের অনেক অঞ্চলের সঙ্গে কালিদাসের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল মনে হয়।

কালিদাসের আবির্ভাব হইয়াছিল গুপ্তবংশীয় শ্রেষ্ঠ নৃপতিদের যুগে। তিনি সম্ভবতঃ ২য় চন্দ্রগুপ্তের (বিক্রমাদিত্য) সময়ে কবিজীবন আরম্ভ করেন এবং কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে (৪১৪-৪৫৫ খ্রী) তাঁহার প্রতিভার পূর্ণস্ফূর্তি হয়—এই কালকে ভারতেতিহাসের স্বর্ণযুগ বলা হয়, যেমন প্রাচীন গ্রীসের ছিল Periclean Age (খ্রীষ্টপূর্ব ৫ শতক) এবং রোমের ছিল Augustan Age (১ শতক)। কুমারগুপ্তের যুগে ভারতে সুশাসন ও শান্তিস্থাপন এবং বৈদেশিক বাণিজ্যাদি দ্বারা সমৃদ্ধিবৃদ্ধির ফলে জাতীয় শক্তি বিদ্যাকলা জ্ঞানবিজ্ঞান ও শাস্ত্রচর্চা প্রভৃতিতে বহুমুখী উন্নতিলাভ করে। এযুগের অপর বৈশিষ্ট্য সনাতন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ও সংস্কৃত সাহিত্যের পুনরভ্যুদয় (Renaissance)। আমরা বর্তমানে মহাভারত পুরাণাদি গ্রন্থের যে রূপ দেখি তাহা এই যুগে ঢালিয়া সাজাইয়া প্রস্তুত হয়। কুমারগুপ্তের পুত্র স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালেরও (৪৫৫—৪৮০ খ্রী) কিছু কালিদাস দেখিয়াছিলেন মনে হয়।

কালিদাসের রচনাবলী হইতে প্রতীয়মান হয় যে তিনি বেদ উপনিষৎ পুরাণ, সাংখ্য বেদান্ত ও যোগদর্শন এবং জ্যোতিষ ও আয়ুর্বেদাদি তৎকাল প্রচলিত বিদ্যার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তিনি গুপ্তনৃপতিদের সভাকবি ছিলেন বলা হয় এবং খুবই সম্ভবতঃ তিনি রাজানুগ্রহপুষ্ট ছিলেন, কারণ তাঁহার রচনায় দুঃখকষ্ট-দারিদ্র্যের চিত্র বিরল এবং তাঁহার জীবন বৈভবসমৃদ্ধ ছিল বলিয়াই অনুমান হয়। ইহা সেযুগে সাহিত্যিক, কবি, পণ্ডিত প্রভৃতিদের পক্ষে রাজানুগ্রহ ব্যতীত কল্পনা করা যায় না। তবে বিক্রমাদিত্যের "নবরত্ন-সভা"র কথা অলীক কিম্বদন্তী, কারণ ঐতিহাসিক প্রমাণে দেখা যায় এই নবরত্নের অন্তর্ভুক্ত বরাহমিহির ৬ শতকের লোক ছিলেন। অপর এক "রত্ন" বররুচির কাল অনির্দিষ্ট এবং বিভিন্ন সময়ে এই নামের জন তিনেক গ্রন্থকার জন্মেন। নবরত্নের কয়েকজনকে আবার কাল্পনিকই মনে হয়। মেঘদূতের টীকাকার দক্ষিণাবর্তনাথ ও মল্লিনাথ বৌদ্ধ নৈয়ায়িক

দিঙ্‌নাগকে যে কালিদাসের সমসাময়িক কল্পনা করিয়াছেন, তাহাও অপ্রামাণ্য, কারণ দিঙ্‌নাগ যে কালিদাসের সমসাময়িক ছিলেন, ইহারও প্রমাণাভাব। তবে কিছুদিন হইল দিঙ্‌নাগ নামক কোনও ব্রাহ্মণ কবির রচিত "কুন্দমালা" নামে একখানি সংস্কৃত নাটক নাকি পাওয়া গিয়াছে এবং বলা হইতেছে এই কবিই কালিদাস-উদ্দিষ্ট ছিলেন। নাটককারের জন্মস্থান-কাল কিছুই সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় এই অনুমান এতাবৎ জল্পনামাত্র।

২. কালিদাসের রচনাশৈলী

কালিদাস ভারতের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত কবি। গুপ্তযুগের ভাস্কর্যের মতো তাঁহার রচনাশৈলীও সুঠাম চতুরস্রশোভী বাহুল্যভার-বর্জিত, সুকুমার, অনর্থক অলঙ্কার-আভরণহীন, সরল সহজবোধ্য প্রাণবান এবং উচ্চশ্রেণীর রসময় ও অর্থদ্যোতক। তিনি কঠিন দুরুচ্চার্য "পণ্ডিতি" শব্দের ও কটমট সন্ধি-সমাসের ব্যবহার পরিহার করিতেন এবং সুখবোধ্য সুখোচ্চার্য কোমল কমনীয় শব্দাবলী-সংযোগে এবং ছন্দ ও অলঙ্কারের ভেল্কি সযত্নে বর্জন করিয়া সুপাঠ্য, পঠনমাত্র অর্থবোধ হয় এরূপ প্রাঞ্জল ভাষায় কাব্যনাটক রচনা করিয়াছিলেন। "কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং"—রসকে কাব্যের প্রাণ বলা হয়, রসোত্তীর্ণ রচনায় তাঁহার সমকক্ষ কোনো সংস্কৃতকবি হন নাই।

কাব্যরসের একটি বড় উপাদানকে সংস্কৃত আলঙ্কারিকরা "ধ্বনি" বলিতেন, অর্থাৎ যাহার দ্বারা অর্থ, ভাব ও রসের দ্যোতনা হয়, শাব্দিক অর্থের মাধ্যমে কিন্তু বাক্যে অবর্ণিত হইলেও ব্যবহৃত বাক্যাবলীর অতিরিক্ত রস, ভাব ও রূপচিত্রের ইঙ্গিত যাহার দ্বারা হয়। স্বল্পবাক্য-ব্যবহারে মাধুর্যময় ভাবাত্মক "ধ্বনির" প্রকাশে কালিদাস সিদ্ধহস্ত ছিলেন। পৌরাণিক রীতির বাগ্‌বিস্তার-বাহুল্য, মাত্রাজ্ঞানহীন পুনরুক্তিপ্রিয়তা এবং পরবর্তী যুগের অন্যান্য সংস্কৃত-কবিদের অত্যধিক অতিরঞ্জনপ্রবণতা, এই দোষগুলি কালিদাসের রচনায় কদাপি দেখা যায় না। স্বল্পকথায় সুদীর্ঘ প্রসঙ্গের সংক্ষেপে মূলগত তথ্য ও ভাব প্রকাশের নৈপুণ্যে, সুরুচিবোধে এবং মাত্রাজ্ঞানে তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে অনুপমেয়।

সংস্কৃত সাহিত্যশৈলীতে যাহাকে "বৈদর্ভী রীতি" বলা হয়, কালিদাসের রচনা তাহার প্রধান বাহন—"বৈদর্ভী কবিতা স্বয়ংবৃতবতী শ্রীকালিদাসং বরম্।" লক্ষ্যের বিষয় ইহার বিপরীত রীতি অর্থাৎ সুদীর্ঘ

কটমট শব্দ ও সন্ধিসমাস ব্যবহার, সহজ সরলভাবে না বলিয়া বহু অলঙ্কার সহকারে ঘুরাইয়া পেঁচাইয়া পাণ্ডিত্য প্রকাশসহ বলাকে "গৌড়ী" (বাংলা দেশের) রীতি বলা হইত (সম্ভবতঃ ন্যায্যতঃই)! অতিসুমিষ্টতা ও অতি-সুকোমলতায় দুর্বল রীতিকে "পাঞ্চালী" বলা হইত—আধুনিক বাংলার "রস্যা স্নিগ্ধা" রীতি কি ইহাই? "কাব্যাদর্শ" নামক সাহিত্যবিচার-গ্রন্থের রচয়িতা, ৮ শতকের দণ্ডী অবশ্য বলিয়াছেন সমাসের প্রাচুর্যেই কাব্যের শক্তিবৃদ্ধি হয়।

প্রকৃতিকে কাব্যরসের প্রাণসার বলা হয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনায় কালিদাস অতুলনীয় ছিলেন, অল্প কথায় প্রাকৃতিক নানা দৃশ্যাবলির কি মনোহর চিত্রই তিনি আঁকিয়া গিয়াছেন। উপরন্তু মানুষের জীবনের সঙ্গে প্রকৃতিলীলার তিনি নিকট সম্বন্ধ দেখিতেন। "উপমা কালিদাসস্য" প্রসিদ্ধ, প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং জাগতিক ঘটনাবলী, অধিকন্তু মানবের মনোভাব-নিচয় এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলির সঙ্গে জাগতিক ঘটনাবলির একপ্রাণতা দর্শন তাঁহাকে বহু মনোরম উপমা প্রয়োগে প্রবুদ্ধ কারয়াছিল। চেতন অচেতন, সকল সৃষ্টিই যেন তাঁহার দৃষ্টিতে একসূত্রে বাঁধা ছিল।

পূর্বসূরিদের মধ্যে বাল্মীকি, বৌদ্ধ কবি অশ্বঘোষ (অনুমান ২ শতক) এবং নাট্যকার ভাসের (অনুমান ৩-৪ শতক) রচনাবলী কালিদাসকে সবিশেষ প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। তাঁহার রচনায় রামায়ণ (রচনাকাল অনুমান খ্রীষ্টপূর্ব ২ শতক) ও অশ্বঘোষের অনেক প্রতিধ্বনি আছে। ভাসের কাছে তাঁহার ঋণের কিছু পরিচয় আমরা এই পুস্তকের টিপ্পনীতে দিয়াছি। মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের প্রস্তাবনায় কালিদাস তাঁহার পূর্ববর্তী নাটককার-রূপে ভাস এবং সৌমিল্ল ও কবিপুত্রের নাম করিয়াছেন। উল্লেখের বিষয়, ৭ হইতে ১২ শতক পর্যন্ত প্রায় পাঁচ সাতজন প্রসিদ্ধ কবি ও কাব্য বিচারক আলঙ্কারিক ভাসরচিত নাটকাবলীর সঙ্গে পরিচয়ের নিদর্শন দিলেও তাহার পরে ভাস-নাটকগুলি লুপ্ত হইয়া যায় এবং ভাস নামমাত্রে পর্যবসিত হন। এই দুর্ভাগ্য আরও কতিপয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থের হইয়াছিল, যেমন অনুমান ৫ শতকের গুণাঢ্য-রচিত সুবৃহৎ গল্পসংগ্রহগ্রন্থ "বৃহৎকথা", যাহা অবলম্বনে পরে ১১ শতকে সোমদেব কর্তৃক "কথাসরিৎ-সাগর" রচিত হয়। সৌভাগ্যক্রমে ১৯১০ খ্রী দক্ষিণী পণ্ডিত ত. গণপতি শাস্ত্রী ভাসরচিত তেরো খানি নাটক পুনরাবিষ্কার করিয়া ১৯১২ খ্রী সেগুলিকে

প্রকাশিত করেন। কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্র"ও বহুকাল লুপ্ত থাকিয়া ১৯০৯ খ্রী দক্ষিণী পণ্ডিত র. শামশাস্ত্রী কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

কালিদাসের রচনা ভাসের মতো প্রাঞ্জল হইলেও সৌকুমার্য ও লালিত্যে ভাস অপেক্ষা অধিক হৃদয়গ্রাহী। কালিদাসোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত কবি ছিলেন ৮ শতকের ভবভূতি, কিন্তু যে ভাব বা রূপের প্রকাশ ভবভূতি করিতেন দুই-তিনটি শ্লোকে, কালিদাস তাহা করিতেন, দুই-তিনটি মাত্র কথায়।

৩. পাশ্চাত্য জগৎ, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ ও কালিদাস

মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথ, বাংলাদেশের এই কবিগুরুদ্বয় কালিদাস কর্তৃক বিশেষ প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের রচনাবলীতে শকুন্তলা-নাটকের ছায়া যেখানে যেখানে পাওয়া যায়, অতঃপর টিপ্পনীতে তাহার নির্দর্শন দিয়াছি।

মাইকেল কালিদাস সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—

ভারতের খ্যাত বরপুত্র যিনি ভারতীর,
কালিদাস—সুমধুরভাষী।

—মেঘনাদবধকাব্য, ৪ সর্গ।

আবার—

কবিতা-নিকুঞ্জে তুমি পিককুল-পতি!
কার গো না মজে মন ও মধুর-স্বরে?
......................শৈলেন্দ্র-সদনে
লভি জন্ম মন্দাকিনী (আনন্দ-জগতে)!
নাশেন কলুষ যথা এ তিন ভুবনে,
সঙ্গীত-তরঙ্গ তব উথলি ভারতে
(পুণ্যভূমি)! হে কবীন্দ্র, সুধা বরিষণে
দেশ-দেশান্তরে কর্ণ তোষে সেই মতে।

—"কালিদাস", চতুর্দশপদী কবিতাবলী।

ইহার শেষ লাইনে মাইকেল ১৭৯১ খ্রী জার্মান মনীষীভূষণ গোয়েটে-কৃত যে শকুন্তলা-প্রশস্তির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন, ইংরেজিতে তাহার একটি অনুবাদ এইরূপ—

In case you desire to rejoice in the blooms
of early years and in the fruits of age advanced,

In case you want to have something that charms
and something that is enchanting,
In case you want to call both heaven and earth
by a common name,
I refer you to the Shakuntala—
And thus I describe those all !

ইহার অপর একটি অনুবাদ এই—

Wouldst thou the young year's blossoms
and the fruits of its decline,
And all by which the soul is charmed
enraptured, feasted, fed ?
Wouldst thou the earth and heaven itself
in one sole name combine ?
I name thee, O Shakuntala, and all
at once is said.

প্রশস্তিটি গোয়েট স্বয়ংই দুইবার কিঞ্চিৎ বিভিন্নরূপে প্রকাশ করেন, তাহা হইতেই ইংরেজি অনুবাদ বিভিন্ন জনে বিভিন্ন মূলজার্মান অনুসারে করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথকৃত ইহার অনুবাদ এইরূপ—

"কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, কেহ যদি মর্ত্য ও স্বর্গ একত্র দেখিতে চায়, তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে।"

—"শকুন্তলা", প্রাচীন সাহিত্য।

এবং—

নব বৎসরের কুঁড়ি—তারি এক পাতে
বরষ-শেষের পক্কফল,
প্রাণ করে চুরি আর তারি সাথে প্রাণে
এনে দেয় পুষ্টিবল,
আছে স্বর্গলোক আর সেই এক ঠাঁই
বাঁধা যেথা আছে মহীতল—
হেন যদি কিছু থাকে তুমি তবে তাই—
ওহে অভিজ্ঞানশকুন্তল।

—রূপান্তর, পৃ. ২১২।

১৭৮৯ খ্রী সার উইলিয়াম জোন্‌স্‌ শকুন্তলার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৭৯১ খ্রী Forster কর্তৃক ইহার প্রথম জার্মান অনুবাদ প্রকাশিত হয় (যাহা গোয়েটে পাঠ করেন—Herder কর্তৃক ২য় সংস্করণ ১৮০৩ খ্রী) এবং পরে মূল সংস্কৃত হইতে আরও কয়েকটি জার্মান অনুবাদ হয়। ১৮৩০ খ্রী Chezy কর্তৃক প্রথম ফরাসী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এই তিন ভাষার অনুবাদের ভিত্তিতে ইউরোপের নানা দেশের বিভিন্ন ভাষায়ও ক্রমে অন্যান্য অনুবাদ প্রকাশিত হয়। গোয়েটে ও তাঁহার সমসাময়িক জার্মান মনীষীরা শকুন্তলা পাঠে বিমোহিত হইয়া তাহার যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাদ করেন এবং তাহার ফলে পাশ্চাত্য সাহিত্যরসিক সমাজে গ্রন্থখানি সম্বন্ধে যে সশ্রদ্ধ আগ্রহের সৃষ্টি হয়, তাহাকেই মাইকেল বলিয়াছেন "সুধা বরিষণে দেশ-দেশান্তরে কর্ণ তোষে।" ১৭৯৭ খ্রী প্রকাশিত গোয়েটে-রচিত "ফাউস্ট" নামক সুবিখ্যাত নাটকের Preludeটি শকুন্তলা নাটকের "প্রস্তাবনা" দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল।

মাইকেল কালিদাস এবং শকুন্তলা সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন—

মেনকা অপ্সরীরূপী, ব্যাসের ভারতী,
প্রসবি ত্যজিলা ব্যস্তে ভারত-কাননে
শকুন্তলা সুন্দরীরে, তুমি মহামতি
কণ্বরূপে পেয়ে তাঁরে পালিলা যতনে—
কালিদাস ! ধন্য কবি—কবিকুলপতি !
তব কাব্যাশ্রমে হেরি এ নারী-রতনে,
কে না ভালবাসে তারে, দুষ্মন্ত যেমতি
প্রেমে অন্ধ ? কে না পড়ে মদন-বন্ধনে ?
নন্দনের পিকধ্বনি সুমধুর গলে ;
পারিজাত-কুসুমের পরিমল শ্বাসে ;
মানস-কমলরুচি বদন-কমলে ;
অধরে অমৃতসুধা, সৌদামিনী হাসে ;
ইত্যাদি।

—"শকুন্তলা", চতুর্দশপদী কবিতাবলী।

মাইকেলের "মানস-কমলরুচি বদন-কমলে" অশ্বঘোষের "বিরেজুর্মুখ-পঙ্কজানি, সক্তানি হর্ম্যেষ্বিব পঙ্কজানি" (বুদ্ধচরিত, ৩. ১৯) স্মরণ করায়।

রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের বহু জয়ধ্বনি ও সাধুবাদ করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন—

কবি কালিদাস।
নীলকণ্ঠদ্যুতিসম স্নিগ্ধনীল-ভাস
চিরস্থির আষাঢ়ের ঘনমেঘদলে।
—"মানসলোক", চৈতালি।

ইহাতে মেঘদূতের "ভর্তুঃ কণ্ঠচ্ছবিরিতি গণৈঃ সাদরং বীক্ষ্যমাণঃ" বাক্যের ছায়া পড়িয়াছে।

পুনরায়—

সন্ধ্যাভ্রশিখরে
ধ্যান ভাঙি উমাপতি ভূমানন্দভরে
নৃত্য করিতেন যবে, জলদ সজল
গর্জিত মৃদঙ্গরবে, তড়িৎ চপল
ছন্দে ছন্দে দিত তাল, তুমি সেইক্ষণে
গাহিতে বন্দনাগান—গীতিসমাপনে
কর্ণ হতে বর্হ খুলি স্নেহহাস্যভরে
প'রায়ে দিতেন গৌরী তব চূড়া 'পরে।
—"কালিদাসের প্রতি", চৈতালি।

ইহাতে মেঘদূতের "নৃত্যারম্ভে···পশুপতেঃ···শান্তোদ্বেগস্তিমিতনয়নং দৃষ্টভক্তির্ভবান্যা", "কুর্বন্ সন্ধ্যাবলিপটহতাং শূলিনঃ শ্লাঘনীয়ামামন্দ্রাণাং ফলমবিকলং লপ্স্যসে গর্জিতানাম্" এবং "যস্য বর্হং ভবানী···কর্ণে করোতি" প্রভৃতি বাক্যের স্মৃতি আছে।

৪. কালিদাসের প্রধান কৃতিত্ব

সংস্কৃতকাব্যের প্রধান উপজীব্য বিষয় ছিল নরনারীর প্রণয়রস। কালিদাসও মুখ্যতঃ এই শৃঙ্গাররসের উদ্গাতা। কিন্তু এই প্রণয়াকর্ষণ অতি স্বাভাবিক সুন্দর এবং ইহার প্রভাব অনতিক্রম্য হইলেও কালিদাস ইন্দ্রিয়বৃত্তি বা মানসিক ভাবকে সমাজ, সংযম ও ধর্মের বন্ধনে বাঁধিবার শিক্ষা দিয়াছেন, কারণ অন্যথায় সে প্রেম প্রণয়পদবাচ্য ও পরিণয়-ফললাভযোগ্য না হইয়া নিবৃষ্টি মেঘাড়ম্বরের সগর্জন ও সবজ্রপাত তড়িৎ-প্রকাশের মতো নিরর্থক এবং অনর্থকারী হয়।

যৌনপ্রেমকে সংস্কৃতকাব্যে মিলনাত্মক বা সম্ভোগাত্মক ও বিরহাত্মক, এই দুই প্রকার বলা হয়। মিলনাত্মকে দেহসম্ভোগের প্রাধান্য, বিরহাত্মকে বা বিপ্রলম্ভে মনোবৃত্তির প্রাধান্য। বিরহব্যতীত প্রেম পরিশোধিত ও ঘনীভূত হয় না বলিয়া—"ন বিনা বিপ্রলম্ভেন শৃঙ্গারঃ পুষ্টিমশ্নুতে"—সংস্কৃতকাব্যে বিরহাবস্থার বহুল বর্ণনা করা হইয়াছে—কালিদাস মেঘদূতে বলিয়াছেন "লোকে মনে করে বিরহে স্নেহ (প্রীতি) নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু তাহা ঠিক নয়, কারণ ভোগের অভাবে অভীপ্সিত বিষয়ের (অর্থাৎ ভোগের) রস (আকর্ষণ, স্বাদ) বাড়িয়া তাহা (সেই স্নেহ বা প্রীতি) প্রেমরাশিতে পরিণত হয়।" তবে স্বদেশাভিমানীরা যাহাই বলুন, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য যে, পাশ্চাত্য সাহিত্যে বর্ণিত প্রেমে মানসিক, রোমান্টিক ও idealistic ভাবের যেমন প্রাধান্য, সংস্কৃতকাব্যের প্রেমে সে তুলনায় দেহসম্ভোগের বাসনা ও বর্ণনাই অধিক বলবতী।

বিরহাত্মক প্রেমের নানা অবস্থা বিভাগ করিয়া সংস্কৃত কবিরা তাহার প্রত্যেকের লক্ষণাদির বিস্তারিত বর্ণনা করিতে ভালবাসিতেন। এই নাটকে আমরা ইহার কিছু পরিচয় পাইব।

মেঘদূতে যক্ষমুখে যক্ষপত্নীকে প্রেরিত প্রবোধবাণীতে কালিদাস বলাইয়াছেন যে, যক্ষের নির্বাসনদণ্ড শেষ হইতে আরও যে চার মাস বাকি ছিল তাহা যক্ষপত্নী যেন কোনও প্রকারে চক্ষু মুদিয়া কাটাইয়া দেন, "তাহার পর বিরহের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আমাদের উভয়ের সেই সেই আত্মাভিলাষ (ভোগেচ্ছা) আমরা শারদীয় জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে পরিতৃপ্ত করিব।" ইহাতে বেশ স্পষ্টই বুঝা যায় সে যুগের প্রেমকল্পনা কিরূপ দেহভোগাত্মক ছিল এবং এই নাটকেও আমরা তাহার পরিচয় পাইবে। কিন্তু শৃঙ্গাররসাত্মক বিষয়ে কালিদাসের লেখনী পরবর্তিকালের অন্য বহু সংস্কৃতকবি অপেক্ষা অধিক সংযম ও সুরুচির পরিচায়ক।

কালিদাসের কাব্যে বীর ও করুণ রসের ক্ষেত্র থাকিলেও তাহাতে বীররস বড়ই ক্ষণস্থায়ী এবং কোমলমূর্তি ধারণ করিয়াছে—কান্ত-কমনীয়া সুকুমারী বৈদর্ভী কাব্যশৈলী "স্বয়ম্বরা হইয়া যাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন," তাঁহার পক্ষে রুদ্রচণ্ডভাবে অসামর্থ্য স্বাভাবিক। করুণরস বর্ণনায় কালিদাস অপেক্ষা অধিক সামর্থ্য দেখাইয়াছেন ভবভূতি। হাস্যরসের অবতারণায় ভাসের রচনা কালিদাস অপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধ—কালিদাসের

বিদূষক-চরিত্রগুলির হাস্যোদ্রেক-প্রচেষ্টা কিছু দুর্বল, শকুন্তলার বিদূষক বরং স্থানে স্থানে রসিকতার পরিবর্তে বিজ্ঞতারই পরিচয় দিয়াছে বেশি। কালিদাসের শ্রেষ্ঠতা ছিল প্রণয়রস-চিত্রণে। "প্রসন্নরাঘব" নাটকের টীকায় কবি জয়দেব (অনুমান ১৩ শতকের, কিন্তু ইনি গীতগোবিন্দ-রচয়িতা জয়দেব হইতে ভিন্নব্যক্তি মনে হয়) কালিদাসকে কবিতা-নায়িকার "কবিকুলগুরুঃ কালিদাসো বিলাসঃ" অর্থাৎ নায়ক-স্বরূপ বলিয়াছেন।

৫. কালিদাসের রচনাবলী

কালিদাস চারখানি কাব্য (ঋতুসংহার, কুমারসম্ভব, মেঘদূত ও রঘুবংশ) এবং তিনখানি নাটক (মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্বশী ও শকুন্তলা) রচনা করেন। অন্য যে সকল রচনা তাঁহার নামে চালান হয়, সেগুলি হয় কালিদাস নামধারী অন্য লোকের রচিত, না হয় নিছক মেকি। আচার্য শঙ্করের নামে প্রচলিত কতিপয় রচনা সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই প্রযোজ্য।

কালিদাস-রচনাবলীর পৌর্বাপর্যক্রম সম্বন্ধে অনেকে অনেক রকম মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা কাব্য ও নাটকগুলির যে ক্রমে নাম করিলাম, উভয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থগুলির পৌর্বাপর্য-বিষয়ে তাহাই আমাদের ধারণা।

রচনাবলীর পৌর্বাপর্য-ক্রম এবং সেই সঙ্গে কোনও গ্রন্থকার কোন্ রচনা কি বয়সে করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় বা অনুমানের কতকগুলি প্রধান সূত্র এইগুলিকে বলা যায়, যথা (১) তরুণ রচনা—ভাষায় বাগবিন্যাসের আড়ম্বর, পারিপাট্য ও অলঙ্কারপ্রাচুর্য ; শৃঙ্গাররসাত্মক বিষয়ের বর্ণনায় আগ্রহ ; নারীরূপ বর্ণনায় আদিরস বিষয়ে স্থূলদৃষ্টিপ্রবণতা ও বাহুল্য ; স্বকীয় কবিশক্তি-প্রকাশের প্রয়াস ; রজোগুণপ্রীতি ; অস্থৈর্য ; প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বিহ্বলতা ও তন্ময়তা ; আদর্শ অপেক্ষা বাস্তবের প্রতি দৃষ্টি, ইত্যাদি ; (২) প্রবীণ রচনা—বাগ্‌বিস্তৃতি ও অলঙ্কার-যোজনাদি বিষয়ে স্বল্পতা ; শৃঙ্গাররস বর্ণনায় সংযম ও সূক্ষ্ম aesthetic দৃষ্টি ; স্বকীয় কবিশক্তি বিষয়ে বিনয় ও নম্রতা ; বর্ণনীয় বিষয়ের নির্বাচনে ও পরিবেশনে গম্ভীর দার্শনিক দৃষ্টি ও ভাব ; সংসারের অপ্রিয় বাস্তব বিষয়ে উদার সহিষ্ণুতা ; মানবজীবন ও সংসারের ঘটনাবলীতে দৈবের বিধান দর্শনে সে বিষয়ে সত্ত্বগুণাত্মক "অদ্রোহো নাতিমানিতা" ; বাস্তব অপেক্ষা চিন্তাশীলতা ও আদর্শে অধিক আগ্রহ ; ভাষা ও ভাবের পরিপক্বতা ; শব্দ ও ছন্দ নির্বাচনে ঝঙ্কার ও লালিত্য অপেক্ষা স্বচ্ছতা ও গাম্ভীর্যের প্রতি অধিক দৃষ্টি ; অপেক্ষাকৃত নীরসতা, নবীন সৃষ্টির

ন্যূনতা, পুনরাবৃত্তি-প্রবণতা, যৌবনে অভ্যস্ত পারিপার্শ্বিকের প্রীতিময় স্মৃতি, ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের মতো সুদীর্ঘ কবিজীবন ও গদ্যপদ্য-রচনাপ্রাচুর্য সকল গ্রন্থকারের ভাগ্যে ঘটে না। তাঁহার সমুদায় রচনাবলীর কালও সুনির্দিষ্ট। কৌতূহলীরা উপরোক্ত সূত্রগুলি তাঁহার রচনাবলীতে প্রয়োগ করিয়া ফল বিচার দ্বারা সূত্রগুলির সত্যতা ও মূল্য নির্ধারণের প্রচেষ্টা করিতে পারেন।

ঐ সূত্রগুলির দৃষ্টিতেই আমরা কালিদাস-রচনাবলীর পূর্বোক্ত ক্রম-নির্ণয়ে উপনীত হইয়াছি। উপরন্তু (১) মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রারম্ভে কালিদাস নিজের পূর্ববর্তী নাটককারত্রয়ের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, যথা ভাস, সৌমিল্ল এবং কবিপুত্র (বাস্তবে দুইজন কবি যুক্তভাবে "কবিপুত্র" নামে রচনা প্রকাশ করিতেন), কিন্তু শকুন্তলায় তিনি কোনও পূর্ববর্তীদের অনুল্লেখে শুধুমাত্র "কালিদাসরচিত" বলিয়াই নাটকখানি উপস্থাপিত করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায় এসময়ে তাঁহার নাম ও যশ এত সুজ্ঞাত হইয়াছিল যে, নাটকরচনা বিষয়ে তাঁহার সামর্থ্য অবিসম্বাদিতরূপে শিক্ষিত সমাজে স্বীকৃত হইয়াছিল। (২) রঘুবংশের প্রারম্ভে তিনি নিজ-যোগ্যতা বিষয়ে সবিস্তারে যে দৈন্য প্রকাশ করিয়াছেন—"কবিযশপ্রার্থী মন্দবুদ্ধি আমাকে লোকে উপহাস করিবে," "কোথায় বা সূর্যবংশ, আর কোথায় বা আমার মতো অল্পবুদ্ধি লোক", "উঁচু গাছের যে ফলে কেবল দীর্ঘদেহ লোকেরই হাত পৌঁছে, তাহাতে লোভবান হইয়া বামনের হাত তোলার মতো আমার প্রয়াস", "দুস্তর সাগর ভেলায় পার হইবার চেষ্টার মতো আমার প্রয়াস" প্রভৃতি—সে স্বনিন্দা ও আত্মাবজ্ঞা সেই গ্রন্থকারই মাত্র করিতে পারেন যিনি স্থির জানেন যে অপরের মুখে তাঁহার যোগ্যতা বিষয়ে প্রশংসা এত যে সে বিষয়ে তিনি নিজে বিপরীত বলিলেই সুরুচিসম্মত হইবে ফলভারবান বৃক্ষই অবনত হয়: ঔদ্ধত্য তরুণের স্বভাব, দীনতা ও সুবিনয় প্রৌঢ়ত্বের পরিচায়ক। সুতরাং শকুন্তলা ও রঘুবংশ কবির পরিণত বয়সের রচনা। আবার উভয়গ্রন্থের মধ্যে বোধহয় রঘুবংশই সর্বশেষ রচনা—রঘুবংশে বিনয়ের অতিবাহুল্য, শকুন্তলার তুলনায় শৃঙ্গাররসের অতি-স্বল্পতা এবং ভাষায় শকুন্তলা অপেক্ষাও স্বচ্ছ সরলতা হইতে এরূপ অনুমান হয়। বিক্রমোর্বশী ও শকুন্তলা সম্ভবতঃ কবির প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি বয়সে রচিত এবং উভয়ের মধ্যে ব্যবধান বোধহয় ২-৩ বৎসরের বেশি নয়। রঘুবংশ কবির পঞ্চাশোর্ধ্বে রচিত মনে হয়।

ঋতুসংহারে যেমন শৃঙ্গাররসলোলুপ তারুণ্যের মূর্তি সুপ্রকট, কুমারসম্ভবে যেমন যৌবনের কবিশক্তির ঝঙ্কার, মেঘদূতে যেমন প্রগাঢ় রসবত্তা, সে তুলনায় শৃঙ্গাররসে ন্যূন রঘুবংশে এত গাম্ভীর্য যে পরিপকবোধহীন রসলোভী তাহাতে আমোদ পান না। যাঁহারা সচিত্র ও সালঙ্কার সজীবতার পক্ষপাতী, তাঁহাদের কাছে শুভ্রসরল গম্ভীরতার মর্যাদা উচ্চ হয় না, যেমন ইংরেজ কবি মিলটনের কাব্য বা জার্মান সঙ্গীত-রচয়িতা বাখের সঙ্গীতবাদ্য সকলের বোধগম্য হয় না। রঙ্গপ্রিয়তা ও সজীবতার প্রতি বাঙালীর আকর্ষণ অধিক বলিয়াই কি পাণ্ডিত্যক্ষেত্রে বেদ উপনিষৎ দর্শনশাস্ত্র অপেক্ষা স্মৃতি তন্ত্র ও ন্যায়ের চর্চা এক যুগে তাঁহাদের কাছে অধিক সমাদর লাভ করিয়াছিল? ১৬-১৭ শতকে আবার বাঙালী পণ্ডিতদের মধ্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কয়েকজন ভক্ত ছাড়া কেহই কাব্য-সাহিত্যের চর্চা করেন নাই, যদিও স্মৃতি তন্ত্র, বিশেষতঃ নব্য ন্যায়ের চর্চা সেযুগে বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছিল।

এই সম্পর্কে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে বাংলাদেশে ১৮-১৯ শতকে মেঘদূত ও শকুন্তলার চর্চা থাকিলেও রঘুবংশ পণ্ডিতদের কাছে প্রায় অপরিচিতই ছিল। সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন ছাত্র, তখন তাঁহার অন্যতম অধ্যাপক প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের জীবনী হইতে জানা যায় যে, ঐ কলেজের তদানীন্তন প্রিন্সিপ্যাল সংস্কৃতবিশারদ কাওএল সাহেব তর্ক-বাগীশকে রঘুবংশের টীকা রচনার উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করেন এবং মল্লিনাথকৃত রঘুবংশ-টীকা আছে, লোকমুখে শুনিতে পাইয়া সাহেব বাংলার বাহির হইতে সে টীকা সংগ্রহ করিয়া আনেন। সেকালের সংস্কৃতপাঠীরা গুরুমুখে বা টীকা ব্যতীত কোনও প্রাচীন গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন না; বাংলা-দেশে রঘুবংশ-টীকা অজ্ঞাত থাকায় অতএব বুঝিতে হইবে ইংরেজ আমলের পূর্বে কিছুকাল ধরিয়া বাংলাদেশে রঘুবংশের অধ্যয়ন ছিল না। অথচ জার্মানি প্রভৃতি সংস্কৃতোৎসাহী দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে কালিদাস-পঠনপাঠনে তাঁহার শ্রেষ্ঠকাব্যরূপে রঘুবংশই সাগ্রহে অধীত হয়। আমাদের ও পাশ্চাত্যের দৃষ্টি, রুচিবোধ ও মর্যাদাজ্ঞানের বিভেদ ইহাতে বুঝা যাইবে। কাওএল সাহেব কর্তৃক বাংলাদেশে মল্লিনাথের টীকাসহ রঘুবংশের অধ্যাপনা পুনঃপ্রবর্তনের ফলেই হয়তো রুচিবোধে ন্যূন, অপরিণতবুদ্ধি লঘুচিত্ত কোনও পড়ুয়া রসিকতা করিয়া সেই শ্লোকটি প্রচার করিয়াছিলেন—"রঘু আবার কাব্য! তাহাও আবার পাঠ্য! তাহারও আবার টীকা! তাহাও আবার পাঠ্য!" হায় হায়!

৬. সংস্কৃত নাটক

পাশ্চাত্যদেশের নাটক ও সংস্কৃত-নাটকে বহু পার্থক্য। নানা আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে বিভিন্ন প্রকৃতির সাংসারিক সাধারণ মানুষের মনে ও কর্মে কি প্রভাব হয়, পাশ্চাত্যনাটকে তাহার বাস্তবচিত্র দেখাইবার প্রয়াস হয়। কিন্তু সংস্কৃত নাটককে কাব্যেরই এক পর্যায় মনে করা হয়, "কাব্যেষু নাটকং রম্যম্", উহার সঙ্গে বাস্তবের সম্বন্ধ অল্পই, উহা কল্পনা ও আদর্শমূলক এবং গদ্য-পদ্য কথোপকথনে রচিত রোমান্টিক কাব্য। উহার প্রধান উপজীব্য বিষয় নরনারীর প্রেম এবং প্রধান লক্ষ্য রোমান্টিক ও কাল্পনিক ঘটনাবলীর সাহায্যে নরনারীর আদর্শচরিত্র বর্ণনা। অতএব পাশ্চাত্যের সঙ্গে তুলনায় উহা অতিপ্রাকৃতিক ঘটনাবলীবহুল ও কিছু কৃত্রিম। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রকাররা আবার নাটকরচনা, স্থানকাল, পাত্রবর্গ, রঙ্গালয়, রঙ্গভূমি (চলিত বাংলায় রঙ্গমঞ্চ, stage), ভাষা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে সহস্র নিয়ম বাঁধিয়া দিয়া নাটককে আরও আদর্শমুখী ও কৃত্রিম করিয়াছিলেন।

প্রাচীনভারতে নৃত্যগীত, কথোপকথন ও মুদ্রাদি (অঙ্গভঙ্গী ও ইঙ্গিত) সহকারে পৌরাণিক কাহিনী অভিনয় খুবই লোকপ্রিয় ছিল বটে, কিন্তু কবিরা নাটক রচনা করিতেন কাব্য ও নাট্যামোদী শিক্ষিত সমাজের মুখ্যতঃ পাঠের জন্য, রঙ্গভূমিতে অভিনয়ের জন্য নয়। যেন অভিনয়ের জন্য বলিয়া যে সকল নির্দেশ (stage directions) নাটকে দেওয়া হইত, তাহা ছিল নাটকীয় ঠাট বা রীতি, যাহাতে পাঠকের মনে পঠিত বিষয় নাট্যমঞ্চে সাক্ষাৎ দৃষ্ট অভিনয়ের তুল্য সজীব হইয়া উঠে।

প্রাচীন গ্রীসে নাটকাভিনয় যেমন সর্বশ্রেণীর লোকের দ্বারা দৃষ্ট ও শ্রুত national institution ছিল এবং নাট্যকাররাও যেমন সেই উদ্দেশ্যেই নাটকরচনা করিতেন, সংস্কৃত নাটক সম্বন্ধে তাহা বলা চলে না। সে অর্থে ভারতে national বা popular বা folk entertainment ছিল পুতুলনাচ, pantomine, কথকতা, পৌরাণিক কাহিনীর অভিনয়, নাচগানের আসর প্রভৃতি। প্রবোধচন্দ্রোদয়ের মতো দার্শনিক নাটকের অভিনয় যদি সত্যই করা হইত, তবে তাহা দেখিত বা বুঝিতই বা কয়জন মর্মজ্ঞ ব্যক্তি? পাশ্চাত্যদেশেও আজকাল যত নাটক লিখিত হয়, তাহার মধ্যে কয়খানি সত্যই অভিনীত হইয়া থাকে? ভবভূতির নাটকে এমন সুদীর্ঘসমাসবদ্ধ কঠিন

বাক্যাবলী অতি সাধারণ স্ত্রী পাত্রের মুখে বলান হইয়াছে যাহা সেই জাতীয়া নারীর পক্ষে উচ্চারণ করাই দুষ্কর এবং শিক্ষিত লোকেরও বুঝিতে সময় লাগে। গোয়েটের Fausto অভিনীত হইয়া থাকে মাত্র সামান্য অংশতঃ, এবং তাহাও কদাচিৎ; এই heavy নাটকের অভিনয় দেখা ক্লান্তিকর ও নীরস বোধ হয় কিন্তু ইহার পঠনেই চিন্তাশীল জার্মানরা জ্ঞানবৃদ্ধ হন।

তবে ভারতে popular বা folk entertainment ছাড়া শুধু শিক্ষিত লোকের জন্য নাটকাভিনয় যে হইতই না, তাহা অবশ্যই নয়। রাজসভার পৃষ্ঠপোষণে বা ধনীগৃহে সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত লোকের মনোরঞ্জনার্থে বিশিষ্ট গ্রন্থকারের রচিত রসোত্তীর্ণ নাটক অভিনীত হইত এবং তাহাতে উপস্থিত-বৃন্দের মধ্যে রাজকুল, বিদ্বান, ধনী প্রভৃতি ছাড়া রাজান্তঃপুরিকাদি সম্ভ্রান্ত মহিলারাও থাকিতেন। শকুন্তলাও এইভাবে অভিনীত হইয়া থাকিতে পারে।

আধুনিক পাশ্চাত্য নাটকে মানবজীবনের সামাজিক, মানসিক প্রভৃতি কত সমস্যার ইঙ্গিত থাকে, বাস্তবজীবনের কত অপ্রিয়সত্যের স্বরূপ উন্মোচন করা হয়। সে তুলনায় সংস্কৃতনাটক রোমান্টিক কল্পনাপ্রাচুর্য ও আদর্শ-সৃষ্টি-প্রিয়তাহেতু অবাস্তব। জাতীয় জীবনের সত্যস্বরূপ প্রকাশ যেমন ইতিহাসের তেমনি সাহিত্যেরও ধর্ম। কল্পনাময় আদর্শের বিবরণে ইতিহাস যেমন স্বধর্মভ্রষ্ট হইয়া "কাহিনীতে" দাঁড়ায়, সাহিত্যও তেমনি জীবনের বাস্তব সত্য সম্বন্ধে উদাসীন হইলে কল্পনাবিলাসে ও আদর্শের তন্দ্রায় পর্যবসিত হয়।

সংস্কৃত কাব্যনাটকের আদর্শ ও দৃষ্টি কিন্তু কিছু ভিন্ন; উহাতে বাস্তবের প্রতিফলন নয়, সৎ আদর্শের স্থাপন ও শিক্ষাদানই অভীষ্ট—কাব্য-বিচারকরা এইরূপ নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন, ফলে অবশ্যই বলিতে হয় উহা অংশতঃ একদেশদর্শী। জীবন্ত মানুষের দুঃখকষ্ট, অভাব অভিযোগ, অন্যায় অবিচার অত্যাচার, তাহার জীবনে ধর্ম ও সমাজের নিয়মাবলী, রাজ্যশাসন ও লোক-ব্যবহার কি কি সমস্যার সৃষ্টি করে এবং তাহার সমাধান বা প্রতিবিধান কিসে হইতে পারে, প্রভৃতির কোনও পরিচয় বা জিজ্ঞাসা সংস্কৃতনাটকে মিলে না। বিধাতার বিধান, শাস্ত্রের অনুশাসন, দেবতার নির্দেশ, সমাজের নিয়ম, রাজার ব্যবস্থা, সনাতন লোকাচার—সবই কালিদাসও সম্পূর্ণ মানিয়া লইয়াছেন, কোথাও এসব বিষয়ে কোনও সমস্যার কথা যেন লোকের মনে কখনই জাগিত না। প্রেমপ্রণয়, নারীরূপ, প্রকৃতিসৌন্দর্য প্রভৃতিতেই

তাঁহারও দৃষ্টি নিবদ্ধ, দুঃখকষ্টের বর্ণনায় বিরহই প্রধান। কিন্তু এসম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তিও বিবেচনাযোগ্য—

তবু কি ছিল না তব সুখদুঃখ যত
আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব আমাদেরি মতো,
হে অমর কবি। ছিল না কি অনুক্ষণ
রাজসভা ষড়চক্র আঘাত গোপন।
কখনো কি সহ নাই অপমানভার,
অনাদর, অবিশ্বাস, অন্যায় বিচার,
অভাব কঠোর ক্রূর—নিদ্রাহীন রাতি
কখনো কি কাটে নাই বক্ষে শেল গাঁথি।
তবু সে সবার ঊর্ধ্বে নির্লিপ্ত নির্মল
ফুটিয়াছে কাব্য তব সৌন্দর্য-কমল
আনন্দের সূর্যপানে; তার কোন ঠাঁই
দুঃখদৈন্য দুর্দিনের কোনো চিহ্ন নাই।
জীবনমন্থন বিষ নিজে করি পান,
অমৃত যা উঠেছিল করে গেছ দান।

—"কাব্য", চৈতালি।

প্রাচীনভারতের রঙ্গালয় (theatre) ও রঙ্গভূমি (stage) প্রভৃতির স্থাপনা, নির্মাণ, সৌষ্ঠব ও সজ্জা প্রভৃতি সম্বন্ধে নাট্যশাস্ত্রীয় গ্রন্থাবলীতে বিস্তারিত ব্যবস্থা আছে। আধুনিক ভারতীয় থিয়েটার ও স্টেজ প্রভৃতি বিলাতির অনুকরণে করা হইয়াছিল। প্রাচীন গ্রীক থিয়েটারে ও প্রাচীনভারতীয় রঙ্গভূমিতে স্টেজের সামনে কোনও পর্দা, front curtain, থাকিত না; শেক্সপীয়রের যুগেও বিলাতি থিয়েটারে ইহা থাকিত না। ভারতীয় স্টেজের পিছনে পর্দা থাকিত, তাহাকে যবনিকা (বা তিরস্করণী, পটী বা অপটী) বলা হইত। ইহা নানাবর্ণে চিত্রিত মহার্ঘ বস্ত্রে প্রস্তুত হইত। ইহা দুইখণ্ড (যুগ্ম, প্রাকৃতে জমগ, তুলনীয় বাংলায় 'যমজ সন্তান') বস্ত্রে প্রস্তুত হইত, তাহা হইতে যবনিকা শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকিতে পারে, অথবা ভারতের পশ্চিমস্থ কোনও বিদেশ হইতে এই বিচিত্র বর্ণের বস্ত্র আনা হইত বলিয়া (ভারতের পশ্চিমস্থ সকল দেশকেই 'যবন' বলা হইত) ঐ নাম হয়। পাত্রবর্গ ঐ পর্দার পিছন হইতে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের সময়ে দুইজন সুরূপা নারী দুই দিক

হইতে পর্দা দুইটির প্রান্ত তুলিয়া ধরিত। পর্দার পিছনে পাত্রগণের সাজঘর থাকিত, তাহাকে নেপথ্যগৃহ বা সংক্ষেপে নেপথ্য বলা হইত।

সংস্কৃতনাটকে "পাত্র" (শব্দটি সংস্কৃতে ক্লীবলিঙ্গ, সুতরাং স্ত্রী-পুরুষ উভয়বাচক, বাংলার "পাত্রী" সংস্কৃতে অশুদ্ধ)-গণের উক্তিরাজিতে গদ্যের মধ্যে প্রভূত শ্লোক সংযুক্ত হয়। এই নাটকের প্রায় অর্ধাংশ প্রায় ত্রিশ প্রকারের ছন্দোবদ্ধ সংস্কৃত ও প্রাকৃত শ্লোকে রচিত। আমরা সামান্য কয়েকস্থলে ছাড়া—যেখানে বাস্তবক্ষেত্রে সাধারণতঃ পদ্যই ব্যবহার হইয়া থাকে—এই শ্লোকাবলি গদ্যেই অনুবাদ করিয়াছি।

সংস্কৃত নাটকের ভাষারীতিতে রাজা, শিক্ষিতব্রাহ্মণ, সম্ভ্রান্তব্যক্তি প্রভৃতি "উত্তমপাত্র" সংস্কৃতভাষী; পদমর্যাদা বা শিক্ষানির্বিশেষে সকল নারী এবং "অধম" (অর্থাৎ অপ্রধান) পাত্রগণ সকলেই বিবিধ প্রকারের প্রাকৃতভাষী (মাগধী, মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, পৈশাচী প্রভৃতি)।

শুধু কালিদাসরচিত নাটকত্রয়ের মধ্যে নয়, সমগ্র সংস্কৃতনাটকাবলির মধ্যে এই নাটকের স্থান সর্বোচ্চ। সমগ্র সংস্কৃত-সাহিত্যেরও মধ্যে ইহা একটি শীর্ষস্থানীয় রচনা। অনেকে শকুন্তলা-নাটককেই কালিদাসের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি বলেন। পৌরাণিক কাহিনীতে স্বীয় মনস্বিতা ও কল্পনা সংযোগে কবি ইহাতে একজন ভারতীয় রাজা ও সরলা (সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের শ্রেণীবিভাগে "মুগ্ধা" সংজ্ঞেয়া) ভারতীয়া নারীর আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি প্রসঙ্গে অতি কমনীয় রসসৃষ্টি করিয়াছেন।

৭. শকুন্তলা নাটকের উপাদান

শকুন্তলাকাহিনী মহাভারতাদি পৌরাণিক সাহিত্যে সুজ্ঞাত, কিন্তু এই মনোহর নাটকরচনার প্রয়োজনে তাহাতে কবি যে সকল পরিবর্তন ও সংযোজনা করিয়াছিলেন, তাহা বিবেচনা করিলে তাঁহার কল্পনা, প্রতিভা ও রুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

মহাভারতের (আদিপর্ব) সুদীর্ঘ বিবরণ সংক্ষেপে এইরূপ—রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়ায় বাহির হইয়া বনে পথ হারাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে কণ্ব মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। কণ্ব তখন সেখানে ছিলেন না। তাঁহার পালিতা কন্যা একাকিনী শকুন্তলা আশ্রমনিয়মে পিতার অনুপস্থিতিতে অতিথিকে আদর অভ্যর্থনা করিলে তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া দুষ্মন্ত তাঁহার জন্মকাহিনী জিজ্ঞাসা

করিলেন এবং শকুন্তলা ক্ষত্রিয়ের বিবাহযোগ্যা বুঝিয়া শকুন্তলাকে গান্ধর্ব-বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। শকুন্তলা তাহাতে এই সর্তে স্বীকৃতা হইলেন যে, তাঁহার গর্ভজাত পুত্র যেন রাজসিংহাসনের একমাত্র অধিকারী হয়। দুষ্যন্ত এই সর্তে সম্মত হইয়া গান্ধর্ব বিবাহের পর কিছুদিন আশ্রমে বাস করিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন কিন্তু কণ্বের বিনা অনুমতিতে শকুন্তলাকে বিবাহ করায় কণ্ব আশ্রমে ফিরিয়া নিশ্চয়ই তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে শাপ দিবেন, এই ভয়ে দুষ্যন্ত আর শকুন্তলার সংবাদ লইলেন না। কণ্ব আশ্রমে ফিরিয়া স্বীয় তপোবলে সকল ঘটনা এবং শকুন্তলার গর্ভসঞ্চার জানিলেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিকালের বিবাহ অনুমোদন করিলেন। যথাকালে শকুন্তলার সর্বদমন নামক পুত্রের জন্ম হইল। সেই পুত্র ৬ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে দুষ্যন্তকে সংবাদ না দিয়াই কণ্ব সপুত্রা কন্যাকে রাজধানীতে পাঠাইয়া দিলেন। পুত্রসহ শকুন্তলা রাজসভায় উপস্থিত হইলে প্রজাবর্গ তাঁহার গোপন প্রণয়ের নিন্দা করিবে, এই ভয়ে দুষ্যন্ত সর্বসমক্ষে শকুন্তলার সঙ্গে পরিচয় সম্পূর্ণ অস্বীকার করিলে শকুন্তলা রাজাকে তীব্র কটূক্তি করিয়া যখন সভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন, তখন সভাস্থ সকলের শ্রুতিগোচরে আকাশবাণী হইল দুষ্যন্ত যেন ধর্মপত্নী ও পুত্রকে গ্রহণ করেন। তাহাতে শকুন্তলা প্রধানা মহিষীরূপে এবং তাঁহার পুত্র যুবরাজরূপে স্বীকৃত ও গৃহীত হইলেন।

মহাভারতের উপাখ্যানটিতে এই কথাগুলি ছাড়া আর কিছুই নাই এবং তাহাও বলা হইয়াছে অতি matter of fact ভাবে ও মাধুর্যহীন unromantic ভাষায়। এ গল্পে শকুন্তলা মোটেই "মুগ্ধা" নয়, আশ্রমবাসিনী হইলেও বেশ "পাকা" এবং সাংসারিক জ্ঞানসম্পন্না।

বৌদ্ধ পালি কট্‌ঠহরি (অর্থাৎ কাষ্ঠ-আহরণকারিণী) জাতকে অনুরূপ একটি গল্প আছে। বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্ত (জাতকের গল্পগুলিতে কোনও রাজার গল্প বলিতে হইলে প্রায়ই তাঁহাকে এই নাম দেওয়া হইত, যেমন সংস্কৃত গল্পে দেওয়া হয় বিক্রমাদিত্যের) বনে একটি কাঠকুড়ানী সুন্দরী স্ত্রীলোককে দেখিয়া অভিভূত হইয়া তাহাকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করিলেন এবং গৃহে ফিরিবার কালে তাহাকে নিজের একটি আংটি দিয়া বলিয়া গেলেন যদি তাহার গর্ভে কন্যা জন্মে তবে ঐ আংটি বেচিয়া যেন তাহার লালনপালনের ব্যয়নির্বাহ করা হয় এবং যদি পুত্র জন্মে তবে তাহাকে যেন আংটিটি সমেত তাঁহার কাছে পাঠান হয়। পুত্র জন্মিয়া

কিছু বড় হইলে নারী তাহাকে সঙ্গে লইয়া রাজার সভায় আসিয়া আংটি দেখাইল কিন্তু তাহাকে চিনিতে পারিয়াও রাজা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ প্রত্যক্ষ দৈবঘটনায় সভাসদরা নারীর কথা সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিলে রাজা নারী ও বালককে গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন তিনি ইচ্ছা করিয়াই প্রথমে নারীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, যাহাতে নারীর কথার সত্যতা যে দেবতাদের দ্বারা প্রমাণিত হইল, লোকে তাহা দেখিবার সুযোগ পায়।

পালি জাতকের গল্পগুলি প্রচলিত প্রাচীনকাহিনী অবলম্বনে অনুমান খ্রীষ্টপূর্ব ৪-৩ শতকে রচিত হয়। যে মূল প্রাচীনকাহিনী—শতপথ-ব্রাহ্মণে শকুন্তলার (১৩. ৫. ৪) এবং ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে দুষ্যন্তপুত্র ভরতের (৮. ২৩. ২১) উল্লেখ আছে—মহাভারতে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার নামে স্থান পাইয়াছে, তাহাই পালি জাতকে ব্রহ্মদত্ত-কাষ্ঠহারীর নামে স্থান পাইয়াছে। যাহা হউক, এই গল্পে আংটির উল্লেখ লক্ষ্যের বিষয়—অভিজ্ঞানরূপে আংটির কথা হয়তো অনেক প্রাচীন গল্পেই বলা হইত, যেমন রামায়ণে রামকর্তৃক হনুমানের হাতে সীতাকে আংটি প্রেরণ।

খ্রীষ্টপূর্ব ৫ শতকের গ্রীক ঐতিহাসিক Herodotus বলিয়াছেন (III, 40-3) যে, Polycrates নামক খ্রীষ্টপূর্ব ৬ শতকের একজন গ্রীক রাজা তাঁহার স্বনামাঙ্কিত স্বর্ণ-মরকতমণিময় আংটি সমুদ্রে ফেলিয়া দিবার পাঁচছয় দিন পরে এক ধীবর একটা বড় মাছ পাইয়া রাজাকে উপহার দিলে সেই মাছের পেটে আংটিটি পাওয়া যায়। গুপ্তযুগে রোমের সঙ্গে বাণিজ্যসূত্রে গ্রীক-রোমান জগতের অনেক কাহিনী ভারতে পৌঁছিত। সেইসূত্রে গল্পটি শুনিয়া কালিদাসের তাহা ৬ অঙ্কে ব্যবহার করিয়া থাকা অসম্ভব নয়।

রামায়ণেও মহাভারতোক্ত দুষ্যন্ত-শকুন্তলা কাহিনী বিদিত। অশ্বঘোষও গল্পটি জানিতেন (বুদ্ধচরিত, ১.৮৮)।

পদ্মপুরাণে (স্বর্গখণ্ড) বর্ণিত শকুন্তলাকাহিনী অবশ্যই প্রক্ষিপ্ত, কারণ পদ্মপুরাণের কোন কোনও প্রাচীনপুঁথিতে গল্পটির উল্লেখ নাই পুরাণগুলিতে প্রাচীনকাহিনী অনেক কথিত হইয়াছে বটে কিন্তু অধুনা এই গ্রন্থগুলির (তথা মহাভারতেরও) যে মূর্তি আমরা দেখি তাহা গুপ্তযুগে ঢালিয়া সাজান নবকলেবর। উপরন্তু কালিদাসের শকুন্তলানাটকের অনেক কথা, যাহা মহাভারত, পালিজাতক, রামায়ণ বা অশ্বঘোষেও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এবং যাহা

নিঃসন্দেহ কালিদাসেরই সৃষ্ট, তাহা সবই পদ্মপুরাণের বিবরণে স্থান পাইয়াছে, যেমন—দুর্বাসার শাপে দুষ্যন্তের শকুন্তলা-বিস্মরণ; শকুন্তলার আংটি জলে পড়িয়া হারাইয়া যাওয়া এবং ধীবরের ধরা মাছের পেটে উহার পুনঃপ্রাপ্তি; পুলিশের দ্বারা ধীবরকে গ্রেপ্তার; পুত্রহীন ধনমিত্রের মৃত্যু; দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধে দুষ্যন্তকর্তৃক ইন্দ্রের সহায়তা; মারীচের আশ্রম; সিংহশাবকের সঙ্গে শকুন্তলাপুত্র সর্বদমনের খেলা; শকুন্তলাজননী মেনকার আবির্ভাব; এমনকি অনসূয়া-প্রিয়ম্বদা সখীদ্বয়ের এবং শার্ঙ্গরব-শারদ্বত ঋষিকুমারদ্বয়ের সংযোগ পর্যন্ত। তবে প্রক্ষেপকার কতকগুলি বিষয়ে কালিদাসের পরিবর্তে মহাভারতেরই অনুসরণ করিয়াছেন, যেমন শকুন্তলাকর্তৃক সর্ত করিয়া দুষ্যন্তের বিবাহপ্রস্তাবে সম্মতিদান। আবার কতকগুলি বিষয়ে মহাভারত ও কালিদাস উভয়েরই নিরপেক্ষ হইয়া প্রক্ষেপকার নিজবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়াছেন —"মুরারেস্ তৃতীয়ঃ পন্থাঃ"! —যেমন, কণ্ব ফল-আহরণে গিয়াছিলেন; শকুন্তলা স্নানের পূর্বে আংটি প্রিয়ম্বদাকে রাখিতে দিলে প্রিয়ম্বদার হাত হইতে তাহা জলভ্রষ্ট হয়; দুষ্যন্ত-শকুন্তলার পুনর্মিলন সংঘটিত হইয়াছিল মারীচ কর্তৃক নয়, কণ্বকর্তৃক ইত্যাদি। পদ্মপুরাণের আখ্যানে কালিদাস-নাটকের ভাষারও ছায়া পড়িয়াছে স্থানে স্থানে, যদিও স্থানে স্থানে সেবিষয়ে আবার পার্থক্যও হইয়াছে। কিন্তু সব কথা বিবেচনা করিলে সত্যই প্রতীতি হয় প্রক্ষেপকার মহাভারত ও কালিদাসের নাটক, দুইই সামনে রাখিয়া নিজ বিবরণ রচনা করিয়াছিলেন। মেকি রচনা বিচারের সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা ভালই জানেন plagiaristরা প্রায়ই অন্যগ্রন্থ হইতে ঋণ ঢাকিবার উদ্দেশ্যে চাতুরি করিয়া স্বরচনায় মূল হইতে কিছু কিছু অদল বদল করেন, তবে তাঁহাদের দুর্ভাগ্যক্রমে বা অনবধানতাবশতঃ এমন প্রমাণও রাখিয়া যান, যাহার ফলে সঙ্গোপনের পরিবর্তে ঋণের প্রাকট্যই ঘটে, যেমন—দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিলে শকুন্তলাকর্তৃক তাঁহাকে তীব্র তিরস্কারের কথা মহাভারতে আছে বটে, কিন্তু এবিষয়টির বিস্তৃত বর্ণনা কালিদাস যেরূপ করিয়াছেন, পদ্মপুরাণে তাহাই আরও বেশ সবিস্তারে বাড়াইয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, পদ্মপুরাণে রামচরিত বর্ণনায় অনেক কথা রামায়ণ হইতে নয়, কালিদাসের রঘুবংশ হইতে গৃহীত। অতএব শকুন্তলা, রাম প্রভৃতির আখ্যান পদ্মপুরাণের অনেক পুঁথিতে প্রক্ষিপ্ত হয় শুধু গুপ্তরাজত্বকালে নয়, কালিদাসেরও অনেক পরবর্তী যুগে।

সুতরাং দেখা গেল মাত্র মহাভারতের শুষ্ককাহিনীকে অবলম্বন করিয়া কালিদাস কি অপূর্ব রূপ ও রসের সৃষ্টি করিয়াছেন, মনস্বিনী কল্পনার সংযোগে কত নাটকোচিত ঘটনা, অবস্থা ও ব্যক্তির সমাবেশ করিয়াছেন। কিন্তু দুষ্যন্ত ও শকুন্তলা ছাড়া আরও অনেকে যাঁহারা নাটকে স্থান পাইয়াছেন, তাঁহারা নাটকের প্রয়োজনে যথাস্থানে যথাযোগ্য স্থান পাইলেও কোথাও প্রাধান্য পান নাই, নাটক সমাপ্তির পর "নেতা" (সংস্কৃত নাটকে hero-র আখ্যা) দুষ্যন্ত ও "নায়িকা" (heroine) শকুন্তলা ছাড়া আর কাহারও কথা মনে থাকে না। কিন্তু দুষ্যন্ত "ধীরোদাত্ত" শ্রেণীর সর্বোত্তম চরিত্রের নেতারূপে চিত্রিত হইলেও কবির প্রধান লক্ষ্য ছিল শকুন্তলার চরিত্রচিত্রণ, তাই পাঠকের মনে শেষাবধি শকুন্তলার চিত্রই উজ্জ্বল হইয়া থাকে, দুষ্যন্তকেও বিস্মৃত হইতে হয়। শকুন্তলাকে কবি প্রকট করিয়াছেন কতই না নাটকীয় সুকৌশলে; নাটকে অন্য অনেক নারীর চিত্র রহিয়াছে বটে কিন্তু তাহাদের অস্তিত্ব ভুলিয়াই যাইতে হয়। এমন কি, যে অনসূয়া-প্রিয়ংবদা সখীদ্বয় শকুন্তলার এত অন্তরঙ্গা, তাহাদেরও কবি ৪ অঙ্কের পর আর উল্লেখ করেন নাই; এই অনুল্লেখে তাহাদের কথা পাঠকের মনে আসিলেও তাহাদিগকে যেন শকুন্তলারই ভূষণস্বরূপা বলিয়া মনে হয়। নাটকে সমাবিষ্টা নারীরা শকুন্তলাকে আচ্ছাদন করিতে পারে নাই, প্রকাশেই সহায়তা করিয়াছে। শকুন্তলার মুখে কবি সামান্যই কথা বলাইযাছেন এবং তাহার বহুগুণ কথা বলাইয়াছেন দুষ্যন্তের মুখে, কিন্তু অন্তিমে আমাদের সমগ্র সহানুভূতি পড়ে শকুন্তলারই উপর, দুষ্যন্তের প্রতি করুণামাত্রের উদ্রেক হয়। কণ্বের আশ্রম হইতে শকুন্তলার যাত্রাকালে শোকমগ্ন কণ্ব ও সখীদ্বয়ের জন্য আমরা অনুকম্পা বোধ ক'রি কিন্তু তাহার ফলে যাহার অভাবে তাঁহারা ব্যথিত হইয়াছিলেন, আমাদের মন সেই শকুন্তলারই অনুসরণ করে। আশ্চর্যের বিষয়, কবি শকুন্তলার মনোরম চিত্র আঁকিয়াছেন শকুন্তলামুখের সামান্য স্বোক্তিতে, ততোধিক অন্যোক্তিতে, ততো'প্যধিক "ধ্বনি" বিষয়ে স্বকীয় বিচিত্র ও সূক্ষ্ম সামর্থ্য দ্বারা।

৮. শকুন্তলানাটকের মূল পুঁথি ও তাহার প্রকাশ

সার উইলিয়াম জোন্‌স্‌ বাংলাদেশে প্রচলিত পুঁথি অবলম্বনে শকুন্তলার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। সেযুগে তখনও পাশ্চাত্য পণ্ডিতসমাজে

দেবনাগরী লিপি সংস্কৃতভাষার বাহনরূপে প্রচলিত হয় নাই, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন প্রাদেশিক লিপিতেই যাবতীয় সংস্কৃতগ্রন্থের পুঁথি লিখিত হইত। ক্রমে দেখা গেল ভারতের সর্বত্র প্রাপ্ত শকুন্তলার পুঁথিগুলিকে এই পাঁচটি ধারা বা পর্যায়ে (recension) ভাগ করা যায় (এইরূপ ধারাভেদ মহাভারতাদি অন্য বহু প্রসিদ্ধ গ্রন্থসম্বন্ধেও ঘটিয়াছে)—যথা (১) বাংলাদেশের (২) উত্তরভারতের (৩) কাশ্মীরের (৪) দক্ষিণ ভারতের এবং (৫) মিথিলার।

এই ধারাগুলি তুলনা করিলে দেখা যায় তাহাতে নানা বিভিন্নতা (অন্য প্রসিদ্ধ সংস্কৃতগ্রন্থাবলীর ধারাগুলিতেও এরূপ দেখা যায়), যথা—বাংলাদেশের ধারায় নাটকের আদ্যাংশে এবং কাশ্মীরের ধারার শেষাংশে প্রচুর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে ; উত্তরভারতের ধারা (দেবনাগরী লিপিতে লিখিত বলিয়া ইহাকে দেবনাগরী-ধারাও বলা হয়) প্রায় শুদ্ধ, যদিও ইহার কোন কোনও পুঁথিতে বঙ্গীয় ধারা হইতে কিছু কিছু প্রক্ষিপ্তও হইয়াছিল ; দক্ষিণ ভারতের ধারা দেবনাগরীধারার প্রায় অনুরূপ কিন্তু কিছু সংক্ষিপ্ত ; সম্ভবতঃ ইহা অভিনয়োদ্দেশ্যে সঙ্কলিত হয় নাই। মৈথিলাধারার অস্তিত্ব আবিষ্কার ছাড়া সেটি সম্বন্ধে আর কোনও বিশেষ বিবরণ প্রকাশ হয় নাই, অনুমান হয় উহা বঙ্গীয় ধারারই অনুরূপ।

শকুন্তলার প্রাচীনতম ও শ্রেষ্ঠ পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা (নাম "অর্থদ্যোতনিকা") রচিত হয় (কাল অনির্ণেয়) কাশীনিবাসী রাঘবভট্ট কর্তৃক। ইহা দেবনাগরী ধারার পুঁথি অবলম্বনে কৃত হইয়াছিল। বঙ্গদেশীয় ধারার টীকাকার ছিলেন শঙ্কর ও চন্দ্রশেখর, এবং দক্ষিণী ধারার ছিলেন অভিরাম ও অনুমান ১৫ শতকের কাটয়বেম। শঙ্কর ও চন্দ্রশেখরের টীকায় রাঘবভট্টের টীকার অতিরিক্ত প্রায় ১৭টি শ্লোক দেখা যায়—এগুলি সুতরাং অবশ্যই প্রক্ষিপ্ত।

বঙ্গীয় ধারায় পুঁথির প্রথম বিচারমূলক সম্পাদনা lithographed দেবনাগরী বর্ণমালায় প্রকাশিত হয় ১৮৩০ খ্রী Paris হইতে ফরাসী পণ্ডিত A. L. Chezy কর্তৃক। পূর্বে উল্লিখিত প্রথম ফরাসী অনুবাদও তাঁহারই কৃত ছিল। তাহার পর ১৮৭৭ খ্রী Kiel হইতে জার্মান পণ্ডিত R. Pischel বঙ্গীয় ধারার অপর এক সম্পাদনা করেন এবং ইহার বিশোধিত ও পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ হয় ১৯২২ খ্রী C. Cappeller কর্তৃক (Harvard Orient. Series)।

দেবনাগরী ধারার পুঁথির প্রথম বিচারমূলক সম্পাদনা (বঙ্গীয় ধারার সঙ্গে তুলনাসহ) প্রকাশ করেন Oxford-এর ইংরেজ পণ্ডিত Sir Monier Williams (১৮৫৩ খ্রী ; ৩য় সংস্করণ ১৯৬১ কাশীর Chowkhamba Sansk. Series)। দেবনাগরী ধারানুযায়ী প্রথম ইংরেজি অনুবাদও প্রকাশিত হয় ইঁহারই দ্বারা (৫ম সংস্করণ, ১৮৮৭ খ্রী)। ইনি কিন্তু রাঘবভট্টের টীকা পাইয়াছিলেন মনে হয় না।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রথমে বঙ্গীয় ধারার পুঁথি সম্পাদনা করিয়াছিলেন এবং উহার অর্বাচীন অংশ সম্বন্ধে তিনি প্রভূত বিরুদ্ধ-সমালোচনা করেন। পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত সমাজে যখন বঙ্গীয় ধারার অশুদ্ধতা এবং দেবনাগরী ধারার অপেক্ষাকৃত শুদ্ধতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইল তখন সত্যদর্শী বিদ্যাসাগর দেবনাগরী ধারার শ্রেষ্ঠতা বুঝিয়া মনিয়ার উইলিয়াম্‌স্‌ কৃত দেবনাগরী ধারার মুদ্রিত সংস্করণ, বঙ্গীয় ধারার পুঁথি এবং কাশী হইতে সংগৃহীত রাঘবভট্টের টীকার পুঁথি, এই তিনের তুলনাবিচার করিয়া দেবনাগরী ধারার একটি সটীক সম্পাদনা প্রকাশ করেন (৩য় সংস্করণ, ১৮৮৯ খ্রী)।

আমরা বর্তমান অনুবাদের প্রয়োজনে মনিয়ার উইলিয়াম্‌স্‌ সাহেবের এবং বিদ্যাসাগরের সম্পাদিত দেবনাগরী ধারার সংস্করণের সহিত রাঘবভট্টের টীকার পাঠ তুলনা করিয়া যে পাঠ সর্বোত্তম মনে হইয়াছে তাহাই অনুসরণ করিয়াছি। অর্থব্যাখ্যা বিষয়েও নানাবিধ মত বিবেচনা করিয়া যাহা আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে সমীচীন মনে হইয়াছে তাহাই গ্রহণ করিয়াছি।

C. Cappeller কর্তৃক ১৯০৯ খ্রী Leipzig হইতে দক্ষিণী ধারার পুঁথির সম্পাদনা প্রকাশিত হয়। পাঠ নির্ধারণার্থে ইহারও সহায়তা আমরা গ্রহণ করিয়াছি।

বঙ্গীয় ধারার পুঁথির প্রক্ষিপ্তরাশির অন্যতম পরিণাম হইয়াছিল শকুন্তলা চরিত্রের বিকৃতিসাধন। বাঙালী পণ্ডিতরা শকুন্তলামুখে এমন সব উক্তি প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে এরূপ অনেক আচরণ করাইয়াছিলেন যে তিনি কালিদাসোদ্দিষ্টা মুগ্ধার স্থানে প্রগল্‌ভায় পরিবর্তিতা হইয়াছিলেন। সমগ্র নাটকের বর্ণনা অনুস্মরণ করিলে কালিদাসোদ্দিষ্ট শকুন্তলাচরিত্র যেভাবে প্রতিভাত হয়, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না যে সে সরল সুন্দর সুকুমার চরিত্রের পক্ষে বাঙালী পণ্ডিতদের আরোপিত উক্তি ও ক্রিয়াবলী সর্বথা অসম্ভব। বাংলাদেশে প্রচলিত বহু অনুবাদে বঙ্গীয় ধারার ঐ দোষ

অল্পবিস্তর সংক্রামিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গায় ধারার দোষত্রুটি অনেক দেখাইলেও দেবনাগরী ধারার সঙ্গে পরিচিত হইবার পূর্বে নাটকের গল্পাংশ তাঁহার "শকুন্তলা" পুস্তকে যেভাবে বলিয়াছিলেন, তাহাতেও ঐ দোষ কিছু রহিয়া গিয়াছিল। সুখের বিষয় আজকাল বাংলা দেশেও দেবনাগরী ধারানুযায়ী গ্রন্থই অনুসৃত হয়।

৯. এই নাটকের কিছু ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কি ?

কালিদাসের বিক্রমোর্বশী নাটকের আখ্যানবস্তু এইরূপ—রাজা পুরূরবা অপ্‌সরা উর্বশীর সঙ্গে প্রণয়াবদ্ধ হন এবং পরে তাঁহাদের বিচ্ছেদ ঘটে। এই বিচ্ছেদকালে উর্বশীর গর্ভে আয়ু নামে পুরূরবার এক পুত্র জন্মে কিন্তু পুরূরবার ইহা অজ্ঞাত থাকে। আয়ু এক আশ্রমে প্রতিপালিত হইলেও কৈশোরেই ক্ষত্রিয়সুলভ ধনুর্বিদ্যায় অসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শনের ফলে পুরূরবার সঙ্গে পরিচয় হইলে প্রমাণিত হয় তিনি পুরূরবার পুত্র। তারপর উর্বশী ও পুরূরবার চিরতরে পুনর্মিলন হয় এবং আয়ু যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন।

শকুন্তলানাটকেরও আখ্যানবস্তু প্রায় ঐ একইরূপ—এক আশ্রমে অপ্‌সরা কন্যা শকুন্তলার প্রতি রাজা দুষ্যন্তের প্রেমসঞ্চার ও গোপনে বিবাহ; উভয়ের বিচ্ছেদ; দুষ্যন্তের অজ্ঞাতসারে শকুন্তলার অন্য এক আশ্রমে বাস এবং সেখানে শকুন্তলার পুত্র সর্বদমনের জন্ম; দৈবাৎ সেই আশ্রমে আসিয়া বীর বালকপুত্রের সঙ্গে দুষ্যন্তের সাক্ষাৎ; উভয়ের পিতাপুত্র সম্বন্ধ প্রমাণ; দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার পুনর্মিলন; শকুন্তলা মহিষীপদে বৃতা ও সর্বদমনের ভবিষ্য-রাজগরিমা সম্বন্ধে ঋষিবাক্য।

উভয় আখ্যানেই প্রণয়িযুগলের প্রেমগাঢ়তা, বিশেষতঃ রাজার নিদারুণ বিরহকষ্ট ও প্রণয়িনীনিষ্ঠা সবিস্তারে বর্ণিত। উভয় বিবরণেই রাজার প্রেমাস্পদা অপ্‌সরাজাতীয়া (অর্থাৎ অজ্ঞাতকুলসম্ভবা ?) এবং পরমা সুন্দরী। উভয় বিবরণেই রাজার অজ্ঞাতে জাত পুত্র মহাবীর, পার্থক্য মাত্র এইটুকু যে রাজার সঙ্গে তাহার প্রথম সাক্ষাৎ হয় বিক্রমোর্বশীতে কৈশোরে এবং শকুন্তলায় বাল্যে। উভয় বিবরণেই পিতাপুত্রে সাক্ষাতের ফলে পতিপত্নীর পুনর্মিলন হয়। বিক্রমোর্বশীতে প্রণয়িযুগলের বিচ্ছেদের কারণ হইয়াছিল রাজার ঔদাসীন্য নয়, পুরূরবার প্রতি প্রেমাসক্তিবশতঃ উর্বশীর ইন্দ্র

সভায় নৃত্যকালে অন্যমনস্কতাজনিত ভ্রম ও বিষ্ণুর প্রতি প্রেমাভাবের শাস্তিস্বরূপে দেবাভিশাপ; শকুন্তলায় সেই বিচ্ছেদ হইয়াছিল রাজার স্বেচ্ছায় নয়, দুষ্যন্তচিন্তামগ্না শকুন্তলার প্রতি দুর্বাসার অভিশাপে দুষ্মন্তের শকুন্তলাস্মৃতিনাশ-বশতঃ।

কালিদাসের মত প্রতিভাবান ব্যক্তির উদ্ভাবিনী কল্পনাশক্তির অভাব ছিল না এবং তিনি কদাপি সবিস্তার-পুনরুক্তি করিতেন না। তথাপি সামান্য পৌরাণিক কাহিনী স্মরণে তিনি একই motif ও theme-এর এবং প্রায় একই plot অবলম্বনে উপর্যুপরি দুইখানি নাটক রচনা করিলেন কেন?—যদিও শকুন্তলারচনার style হইতে বুঝা যায় তাঁহার কবিশক্তি তখনও পূর্ণ-সতেজ। এ সম্পর্কে তাঁহার সমসাময়িক একটি ঐতিহাসিক ঘটনার কথা মনে হয়।

গুপ্তবংশীয় রাজাদের সকল লিপিতে রাজার নামের সঙ্গে সর্বদা তাঁহাদের মাতার নামও উল্লিখিত হইত, কিন্তু কুমারগুপ্তের পুত্র স্কন্দগুপ্তের মাতার নাম কুত্রাপি উল্লিখিত হয় নাই। ইহাতে অনুমান হয় স্কন্দগুপ্ত-জননী রাজবংশীয়া বা বিশেষ সম্ভ্রান্তকুলজাতা ছিলেন না, অথবা কুমারগুপ্তের জীবিতকালে তিনি পট্টমহিষীরূপে গৃহীতা বা পরিচিতা ছিলেন না, কিম্বা তাঁহার পট্টমহিষীত্ব-অবস্থায় স্কন্দগুপ্তের জন্ম হয় নাই। ইহার কারণ এরূপ হইতে পারে যে, কুমারগুপ্তের যৌবনে কোনও অজ্ঞাতকুলশীলা, সামান্য অবস্থার সম্ভবতঃ পরমা সুন্দরীর সঙ্গে গোপনপ্রণয়ের ফলে (গোপন বা "গান্ধর্ব" বিবাহ হইয়া থাকুক বা না থাকুক) স্কন্দগুপ্তের জন্ম হয় এবং লোকলজ্জাভয়ে বা অন্য যে কারণেই হউক এই নারীকে বহুকাল কুমারগুপ্ত পত্নীরূপে গ্রহণ করেন নাই, বা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন অথবা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। অথবা হয়তো তিনি এই নারীর সঙ্গে বরাবরই গোপনসংযোগ রাখিয়াছিলেন কিন্তু রাজপ্রাসাদে তাঁহাকে আনেন নাই এবং সেই অবস্থায়, নারীর অন্যত্র বাসকালে, কুমারগুপ্তের জ্ঞাতসারেই (যদিও দেখান হইয়াছে যেন তাঁহার অজ্ঞাতে) স্কন্দগুপ্তের জন্ম হয় এবং স্কন্দগুপ্ত অন্যত্রই পরিবর্ধিত হন। পরে স্কন্দগুপ্তের রাজপুত্রত্ব স্বীকৃত হয় (যদিও নাটকদ্বয়ে দেখাইবার প্রচেষ্টা হইয়াছে ইহা যেন কোনও আকস্মিক ঘটনাফলে ঘটে) এবং তিনি নবযৌবনেই যৌব-রাজ্যে বৃত হন। কিন্তু ফলে তাঁহার মাতাও কুমারগুপ্তের পট্টমহিষীত্বে বোধ হয় বৃতা হন নাই, হয়তো কুমারগুপ্তের পত্নীবর্গের বা উপপত্নীবর্গের মধ্যে

অন্যতমারূপে মাত্র স্বীকৃতা হইয়াছিলেন এবং অন্যত্রই থাকিতেন—স্কন্দগুপ্ত-মাতার নাম অনুল্লেখে ইহাই অনুমান হয়, যদিও নাটকে বিষয়টিকে বেশ সুশোভান্বিত করিয়া দেখান হইয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে বিষয়টি লইয়া যে কত আলোচনা হইত তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। Royal romance সম্বন্ধে লোকের আগ্রহ স্বাভাবিক, বিশেষতঃ যদি তাহাতে কিছু অবৈধতা থাকে—এ সম্পর্কে ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব রাজা ৮ম এডওয়ার্ডের প্রণয়ব্যাপারে শুধু ইংলণ্ডের নয়, সমগ্র পৃথিবীর লোকের আগ্রহ স্মরণীয়।

রাজানুগ্রহপুষ্ট রাজসভাকবি কালিদাস কি সমগ্র বিষয়টিকে নাটকদ্বয়ে অতি রোমান্টিকভাবে সুধাধবলিত করিয়াছেন? অপ্সরা-জন্ম কি সুন্দরীর হীন বা অজ্ঞাতকুলে জন্মের euphemistic রূপান্তর? রাজার সুতীব্র প্রেম ও ধর্মপরায়ণতা এবং সুন্দরীর প্রণয়নিষ্ঠা ও সুকুমার চরিত্র কি তাঁহাদের বিবাহপূর্বক বা অবিবাহপূর্বক গোপনপ্রেমের উপর কমনীয় প্রলেপ? দৈব বা ঋষিশাপ কি রাজার কিছুকাল প্রণয়িনী-উপেক্ষা বা গোপনের কৈফিয়ৎ? ঋষির আশীর্বাদছায়ায় উভয়ের পুনর্মিলন কি বাস্তব ঘটনার সাফাই? বিক্রমোর্বশীতে পিতাপুত্রের মিলন পুত্রের কৈশোরে ঘটে, শকুন্তলায় তাহা ঘটিয়াছে পুত্রের বাল্যে—ইহাতে কি সময় পিছাইয়া বলার কোনও প্রয়াস এবং তাহাতে কোনও উদ্দেশ্য ছিল? কিছুই বলা যায় না। সবই কল্পনা ও অনুমানমাত্র-নির্ভর।

উভয়নাটকেই বর্ণিত তরুণ রাজপুত্রের শৌর্য ইতিহাসে সমর্থিত—স্কন্দগুপ্ত আজীবন যুদ্ধবিগ্রহে শৌর্যবীর্যের বহু পরিচয় দিয়াছিলেন, তরুণ বয়সেই তিনি একবার যুদ্ধে হূণদিগকে পরাজয় করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন।

দুষ্যন্তকে শকুন্তলায় যে বারম্বার ইন্দ্রের অতিমিত্র রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাও ইতিহাসে সমর্থিত—কুমারগুপ্তের লিপিরাজিতে দেখা যায় তিনি যে সকল বহু রাজোপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেকটিতে তাঁহার ইন্দ্রোপমত্ব প্রমাণের ইচ্ছায় "মহেন্দ্র" শব্দ সংযুক্ত হইয়াছিল এবং এই শব্দটি বিক্রমোর্বশীতেও পুনঃপুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে।

পৌরাণিক মতে পুরূরবা ও দুষ্যন্ত উভয়েই চন্দ্রবংশোদ্ভব এবং পুরূরবা দুষ্যন্তের পূর্বপুরুষ। গুপ্তরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ১ম চন্দ্রগুপ্তের বংশধর কুমারগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্তের সঙ্গে পুরাণের চন্দ্রবংশীয় পুরূরবা ও দুষ্যন্তের এবং আয়ু ও ভরতের (সর্বদমন) ঐক্যস্থাপন কি কবির পক্ষে ইচ্ছাকৃত ছিল?

আমাদের অনুমানে যদি কিছু সত্যতা থাকে তবে শকুন্তলায় রাজপুত্র সর্বদমনের ভবিষ্যখ্যাতি সম্বন্ধে যে সুনিশ্চয়তার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় কালিদাস স্কন্দগুপ্তের অন্ততঃ যুবরাজত্বকাল দেখিয়াছিলেন। হয়তো উভয় নাটকই স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালে তাঁহার legitimate এবং honourable birth প্রমাণের ইচ্ছায় রচিত; কুমারগুপ্তের প্রণয়কাহিনী সম্বন্ধে তাঁহার জীবিতকালে কিছু না বলাই সুরুচিসম্মত বিবেচিত হইয়াছিল।

কিন্তু ইহা সদা স্মরণীয় যে, কাব্যনাটক ইতিহাস নয়, কাব্যনাটক হইতে (বিশেষতঃ অতিকল্পনা ও অত্যুক্তিপ্রবণ ভারতে) কদাপি ইতিহাস নির্ণয়ের চেষ্টা করা উচিত নয়। ইতিহাসের কিছু গন্ধ, ছায়া বা লেশ অবলম্বনে কাব্যনাটক রচিত হইতে পারে বটে কিন্তু উভয়ের মধ্যে বহু দূরত্ব। এই নাটক পাঠের সময়ে অবশ্য ইহা কাব্যরূপেই পড়িতে হইবে কারণ উহা সেই উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছিল।

আধুনিক সরল কথ্য বাংলায় আমরা নাটকটি অনুবাদ করিলাম—বিশেষত যাহাতে ইহার অভিনয় হইলে natural হয় এবং stiff বা affected মনে না হয়। মূলের ভাষা, এমন কি প্রাকৃতও, কিন্তু সরল হইলেও তাহাতে বেশ literary flourish আছে। তাহার কারণ সহজেই অনুমেয়—গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল অভিনয়ের জন্য তত নয়, যত শিক্ষিত লোকের পাঠের জন্য।

অভিজ্ঞান-শকুন্তল

নান্দী[1]

[2]যাহা সৃষ্টিকর্তার প্রথম সৃষ্টি, যাহা শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী প্রদত্ত আহুতি বহন করে, যাহা হোত্রীরূপে যজ্ঞ সম্পাদন করে, যে দুই কাল-বিধান করে, যাহা শ্রবণক্রিয়ার সম্পাদকরূপে বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থিত, যাহাকে সকল বীজের উৎপত্তিস্থান বলা হয়, এবং যাহাদ্বারা প্রাণীরা প্রাণরক্ষা করে—সেই প্রত্যক্ষ অষ্ট-রূপধারী মহেশ্বর আপনাদের রক্ষণ করুন।

নান্দীর পর

প্রস্তাবনা

সূত্রধার[1]। (নেপথ্যের[2] দিকে দৃষ্টি করিয়া) আর্যে, পাত্রদের[3] সাজসজ্জা যদি শেষ হয়ে থাকে, তবে এদিকে এস।

প্রবেশ করিয়া

নটী[4]। আর্যপুত্র, এই যে আমি এসেছি।

সূত্রধার। আর্যে, এই মণ্ডলীতে অনেক বিদ্বানব্যক্তিরা উপস্থিত আছেন। কালিদাস[5] যা রচনা করেছেন, সেই অভিজ্ঞান-শকুন্তল[6] নামক নতুন নাটক আজ আমাদের অভিনয় করতে হবে। অতএব পাত্রদের প্রত্যেকের বিষয়ে যত্ন নিও।

নটী। অভিনয় বিষয়ে আর্য যেমন উত্তম শিক্ষা দিয়েছেন[৭], তার ফলে কিছুরই ত্রুটি হবে না।

সূত্রধার। আর্যে, তোমাকে সত্যকথা বলছি—বিদ্বানরা পরিতুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত[৮] আমি শিক্ষাদান ঠিকমত হয়েছে বলে মনে করি না ; যারা উত্তমরূপে শিক্ষিত, তাদেরও মন নিজেকে বিশ্বাস করে না[৯]।

নটী। আর্য, সে কথা ঠিকই। তবে বলুন আর্য, এখন কি করতে হবে।

সূত্রধার। এই মণ্ডলীর কর্ণতৃপ্তি সাধন ছাড়া আর কি করা যেতে পারে? অতএব এই যে উপভোগ্য গ্রীষ্মঋতু সম্প্রতি আরম্ভ হয়েছে, সেই বিষয়েই একটা গান গাও, কারণ এই সময়ে অবগাহন স্নান সুখকর, পারুল ফুলের সংস্পর্শে বনের বাতাস সুগন্ধি, গাছের ঘন ছায়ায় ঘুম সুলভ্য, আর সন্ধ্যাবেলাগুলি মনোরম!

নটী। বেশ। (গাহিলেন)—

শিরীষ কুসুমে কেশরের চূড়া,
কত না পেলব মরি ;
লঘুলীলাভরে ভ্রমর তাহাতে
চুমিছে সোহাগ করি।
অতি সাবধানে প্রমদা সকলে,
সেই সে কেশর তুলে
কোমল করেতে ভূষণ করিয়া
পরিছে শ্রবণমূলে[১০]!

সূত্রধার। আর্যে, চমৎকার গেয়েছ। রঙ্গালয়ের সকলের মন তোমার গানের সুরে নিবদ্ধ হয়ে সকলকে যেন চিত্রার্পিতের মতো মনে হচ্ছে[১১]। অতএব এখন কি অভিনয় করে এঁদের সন্তুষ্ট করা যায়?

নটী। কেন, মশায় তো আগেই বলেছেন অভিজ্ঞান-শকুন্তল নামক নতুন নাটকের অভিনয় করতে হবে।

সূত্রধার। আর্যে, ঠিকই মনে করিয়েছ। ঠিক এইমাত্রই সে কথা ভুলে গিয়েছিলাম, কারণ তোমার গানের মনোহারী সুর[১২] আমার মনকে জোর করে অন্যদিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল—যেমন অতি-বেগবান হরিণের দ্বারা এই রাজা দুষ্মন্ত[১৩] অন্য দিকে নীত হয়েছিলেন[১৪]।

উভয়ে নিষ্ক্রান্ত

১ অঙ্ক

মৃগের অনুসরণে রথে[১], তীরযুক্ত ধনু হস্তে রাজার এবং সঙ্গে সারথির প্রবেশ

সারথি[২]। (রাজার এবং মৃগের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) আয়ুষ্মন, হরিণটির দিকে এবং বাণযুক্ত ধনুহাতে আপনার দিকে তাকিয়ে আমার মনে হচ্ছে যেন মৃগানুসারী পিনাকীকে[৩] সাক্ষাৎ দেখছি।

রাজা। সারথি, হরিণটা আমাদের অনেক দূরে টেনে নিয়ে এসেছে[৪]। কিন্তু ও এখনও মনোহর ভাবে ঘাড় বাঁকিয়ে বারবার পিছনে ধাবমান রথের দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে; তীর পড়ার ভয়ে শরীরের পিছন দিকের বেশির ভাগ শরীরের সামনের দিকের নীচে গুটিয়ে নিচ্ছে; পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ও মুখ হাঁ করে আছে এবং মুখ থেকে অর্ধচর্বিত দর্ভ সারাপথে ছড়িয়ে পড়ছে; আর ও এমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লাফে দৌড়চ্ছে যে ওর শরীর শূন্যেই বেশিক্ষণ এবং মাটিতে অল্পক্ষণই থাকছে।
(সবিস্ময়ে) কিন্তু এটা কি করে হল যে, আমি ওর ঠিক পিছনে পিছনে থাকলেও ওকে এখন ভাল করে দেখতে পাচ্ছি না?

সারথি। আয়ুষ্মন্, এখানে জমিটা উঁচুনীচু হওয়ায় আমি রাশ টেনে রেখেছিলাম, তাতে রথের বেগ কমে যাওয়ায় হরিণটা অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। এবার আমরা সমান জমিতে এসেছি, অতএব এখন আপনি সহজেই ওর নাগাল পাবেন।

রাজা। তাহলে রাশ ঢিলে করে দাও।

সারথি। আয়ুষ্মান্ যেমন আজ্ঞা করেন। (রথের দ্রুতবেগ অভিনয় করিয়া) আয়ুষ্মন্, দেখুন দেখুন—রাশ ছেড়ে দেওয়ায় ঘোড়াগুলো যেন হরিণটার বেগ সইতে না পেরে কেমন ছুটে চলেছে! ওদের শরীরের সামনের দিকটা অনেকখানি লম্বা হয়ে পড়েছে; মাথার

চামরের আগাগুলো নিষ্কম্প; কানগুলো খাড়া ও নিশ্চল; নিজেদের খুরের আঘাতে যে ধুলো উড়োচ্ছে তাও ওদের স্পর্শ করতে পারছে না।

রাজা। ঠিকই। ঘোড়াগুলো যেন সূর্যের ও ইন্দ্রের রথের ঘোড়াদেরও হারিয়ে দিয়ে ছুটেছে। ফলে যা ছোট দেখাচ্ছিল তা হঠাৎ বড় হয়ে উঠছে; যার মাঝখানে ফাঁক ছিল, তা যেন জোড়া লেগে যাচ্ছে; যা বাস্তবিক পক্ষে বাঁকা তাও সোজা দেখাচ্ছে; রথের বেগে কিছুই এক মুহূর্তও আমার থেকে দূরে বা আমার কাছে থাকছে না[৫]।

সারথি, এইবার দেখ ওকে শেষ করলাম! (ধনুতে তীর লাগাইবার ভঙ্গী করিলেন)

নেপথ্যে[৬]

ভো ভো রাজন্, এ আশ্রমের হরিণ, মারবেন না, মারবেন না!

সারথি। (শুনিতে পাইয়া তাকাইয়া) আয়ুষ্মন্, আপনি তীর ছাড়তে যাচ্ছেন কিন্তু আপনার ও হরিণের মাঝখানে পথের উপর তপস্বীরা এসে দাঁড়িয়েছেন।

রাজা। (উদ্বিগ্নভাবে[৭]) তবে এখনি ঘোড়া থামাও!

সারথি। ভাল। (রথ থামাইলেন)

সঙ্গে অন্য দুইজনকে লইয়া একজন তপস্বীর প্রবেশ

তপস্বী। (হাত তুলিয়া) রাজন্, এ আশ্রমের হরিণ, মারবেন না, মারবেন না! পুষ্পরাশির মধ্যে অগ্নিক্ষেপণের মতো হরিণের ঐ কোমল শরীরে ঐ বাণ কখনও মারা উচিত নয়, কদাপি না। কোথায় বা হরিণশিশুর অতিক্ষীণ প্রাণ আর কোথায় বা আপনার তীব্রঘাতী বজ্রকঠিন বাণ[৮]! অতএব যা দিয়ে নিপুণ লক্ষ্য করেছেন, সে বাণ সম্বরণ করুন। আপনার অস্ত্র আর্তের ত্রাণের জন্য নিরপরাধের উপর নিক্ষেপের জন্য নয়।

রাজা। বেশ, সম্বরণ করলাম। (সেরূপ করিলেন)

তপস্বী। এ পুরুবংশ-প্রদীপ আপনারই যোগ্য। পুরুবংশে[৯] জাত আপনার পক্ষে এইই উচিত। আপনি এই রকমই গুণশালী চক্রবর্তী পুত্র লাভ করুন।

অপর তপস্বীদ্বয়। (বাহু তুলিয়া) অবশ্যই চক্রবর্তী পুত্র লাভ করুন।

রাজা। (সপ্রণামে) ব্রাহ্মণবাক্য গ্রহণ করলাম।

১ম তপস্বী। রাজন্, আমরা সমিধ সংগ্রহে যাচ্ছি। ঐ যে মালিনী নদীর তীরে কুলপতি[১০] কণ্বের আশ্রম দেখা যাচ্ছে। যদি আপনার কাজে ব্যাঘাত না হয় তবে ওখানে গিয়ে অতিথির প্রতি করণীয় সৎকার গ্রহণ করুন। উপরন্তু, তপস্বীদের বিঘ্নবিহীন ও সু-অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকর্ম দেখে আপনি বুঝতে পারবেন আপনার জ্যা-চিহ্নিত[১১] বাহু কতদূরে পর্যন্ত লোককে রক্ষা করে।

রাজা। কুলপতি কি আশ্রমে আছেন?

তপস্বী। না, তাঁর কন্যা শকুন্তলার উপর অতিথি সৎকারের ভার দিয়ে তার প্রতিকূল দৈব শান্তির জন্য এই সেদিন তিনি সোমতীর্থে[১২] যাত্রা করেছেন।

রাজা। বেশ, তাহলে তাঁর কন্যার সঙ্গেই দেখা করব, তিনিই মহর্ষির কাছে আমার ভক্তি জানাবেন।

তপস্বী। আমরা তবে আসি। শিষ্যদের সঙ্গে নিষ্ক্রান্ত

রাজা। সারথি, ঘোড়া ছুটোও; চল, পুণ্য আশ্রম দর্শন করে আমরা পবিত্র হই।

সারথি। আয়ুষ্মান যেমন আজ্ঞা করেন। (আবার রথের দ্রুতবেগ অভিনয় করিলেন)

রাজা। (চারিদিকে তাকাইয়া) সারথি, না বলে দিলেও অনায়াসে বুঝতে পারা যায় আমরা তপোবনের মধ্যে আশ্রমের কাছে এসেছি।

সারথি। কি করে?

রাজা। দেখছ না? গাছের যে কোটরগুলোতে শুকপাখীরা থাকে, তার মুখ থেকে নীবার ধান গাছগুলোর তলায় ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে; মধ্যে মধ্যে তেলাল পাথর দেখে বোঝা যাচ্ছে তার উপর ইঙ্গুদী[১৩] ফল ভাঙ্গা হয়; হরিণগুলো এত নির্ভয়ে থাকে যে আমাদের শব্দ পেয়েও পালাচ্ছে না; আর জলাশয়ে যাবার পথগুলোতে বল্কলের গা থেকে ঝরা জলের রেখার দাগ পড়েছে।

সারথি। সবই ঠিক।

রাজা। (অল্পদূর পরে) তপোবনবাসীদের কোনও রকম অসুবিধা করা উচিত হবে না। এখানেই রথ থামাও, নেমে পড়ি।

সারথি: ঘোড়া সাম্‌লিয়েছি, আয়ুষ্মান্ নামুন।

রাজা। (নামিয়া) সারথি, তপোবনে বিনীত বেশে যেতে হয়। অতএব এগুলো রাখ (ধনু ও আভরণাদি খুলিয়া সারথিকে দিলেন)। সারথি, আশ্রমবাসীদের সঙ্গে দেখা করে আমি ফিরতে ফিরতে ঘোড়াগুলোর গা ধুয়ে দাও।

সারথি। তাই করছি। নিষ্ক্রান্ত

রাজা। (অল্পক্ষণ পায়চারি করিয়া এবং তাকাইয়া) ঐ যে আশ্রমদ্বার, ঢোকা যাক। (প্রবেশ করিয়া এবং নিমিত্ত[১৪] সূচনা করিয়া) এই আশ্রমস্থল শান্তভাবের[১৫] স্থান, অথচ আমার বাহু স্ফুরিত হচ্ছে; এখানে তার ফল ফলবে কোথা থেকে? অথবা হয়তো ভবিতব্যের দ্বার সর্বত্রই খোলা থাকে[১৬]!

নেপথ্যে

ওরে, এদিকে এদিকে

রাজা। (কান দিয়া) ঐ গাছের সারির ডানদিকে যেন কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে; ওদিকে যাওয়া যাক। (অল্প অগ্রসর হইয়া এবং দেখিতে পাইয়া) কয়েকটি তরুণী তপস্বীকন্যা নিজেদের দেহানুযায়ী ঘট হাতে নিয়ে ছোট ছোট গাছে জল দেবার জন্য এইদিকেই আসছে মনে হচ্ছে। (নিপুণভাবে দৃষ্টি করিয়া) আহা! কি সুন্দর দেখতে এরা! আশ্রমবাসিনীদের যদি এমন রূপ হয় যা রাজার অন্তঃপুরেও দুর্লভ, তবে তো বলতে হয় বনলতা শোভায় উদ্যান-লতাকেও হারিয়ে দিয়েছে। আচ্ছা, এই ছায়ায় দাঁড়িয়ে এদের অপেক্ষায় থাকা যাক্। (দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন)

দুইজন সঙ্গিনীর সঙ্গে যথোক্তরূপ কর্মে ব্যাপৃতা

শকুন্তলার প্রবেশ

শকুন্তলা। ওরে, এদিকে এদিকে!

অনসূয়া। হাঁরে শকুন্তলা, আশ্রমের ছোট গাছগুলোকে তাত কাশ্যপ[১৭] তোর চেয়েও যেন বেশি ভালবাসেন মনে হয়, কারণ তুই নবমালিকা ফুলের চেয়েও কোমল হলেও তিনি তোকে এদের আলবালে[১৮] জল ভরার কাজে লাগিয়েছেন!

শকুন্তলা। শুধু তাত লাগিয়েছেন বলেই নয়; এদের উপর আমার সহোদর-স্নেহও আছে। (গাছে জলসেচনের অভিনয় করিলেন)

রাজা। ইনিই কি কণ্বের সেই কন্যা? মাননীয় কাশ্যপ কিন্তু এঁকে আশ্রমধর্মে লাগিয়ে সুবিবেচনার পরিচয় দেন নি; সত্যিই কোনও কৃত্রিম প্রসাধন বিনা স্বভাবতঃই মনোহর এমন শরীরকে যিনি তপঃক্ষম করাব চেষ্টা করেন, সে ঋষি নিশ্চয়ই নীল জলপদ্মের পাঁপড়ির ধার দিয়ে শমীগাছ[১৯] কাটার প্রয়াস করেন। ভাল, গাছের আড়াল থেকেই অজ্ঞাতে এদের দেখি। (সেরূপ করিলেন)

শকুন্তলা। অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা এমন এঁটে আমার বাকল[২০] বেঁধে দিয়েছে যে কষ্ট পাচ্ছি; একটু ঢিলে করে দাও না ভাই।

অনসূয়া। বেশ, দিচ্ছি। (ঢিলা করিয়া দিলেন)

প্রিয়ম্বদা। (হাসিয়া) সেজন্য দোষ দে তোর স্তন যে বাড়াচ্ছে, নিজের সেই যৌবনকে[২১], আমাকে কেন দোষ দিস্?

রাজা। সত্য বটে, বল্কল ঐ শরীরের উপযুক্ত নয়, কিন্তু তাতে যে অলঙ্কারের শোভা একেবারেই হয় নি তাও নয়, কারণ শৈবালে জড়ান থাকলেও পদ্ম মনোহরই থাকে; চাঁদের কলঙ্ক মলিন হলেও চাঁদের শোভাই তাতে বাড়ে; এই তন্বী বল্কলদ্বারাও অধিকতর মনোজ্ঞাই হয়েছে; যাদের আকৃতি মধুর, কিসে বা তাদের ভূষণ না হয়[২২]?

শকুন্তলা। (সামনে তাকাইয়া) ঐযে বাতাসে নড়া পল্লবের আঙুল দিয়ে ডেকে ছোট বকুলগাছটা আমাকে যেন শিগ্‌গির আসতে বলছে, যাই ওকে দেখি। (অগ্রসর হইলেন)

প্রিয়ম্বদা। শকুন্তলা, ওখানেই একটু দাঁড়িয়ে থাক্ না, তুই কাছে দাঁড়ানোতে ঐ ছোট বকুলগাছটাকে লতাযুক্তের মতো দেখাচ্ছে[২৩]।

শকুন্তলা। সেইজন্যেই তো তোমার প্রিয়ম্বদা নাম হয়েছে[২৪]।

রাজা। প্রিয়ম্বদা শকুন্তলাকে প্রিয়কথা বলেছে বটে কিন্তু সত্যকথাই[২৫] বলেছে—শকুন্তলার অধর নব পল্লবের বর্ণ, বাহু দুটি যেন কোমল শাখা এবং সর্বাঙ্গে কুসুমতুল্য লোভনীয় যৌবন বিকশিত[২৬]।

অনসূয়া। শকুন্তলা, যার তুই 'বনজোছনা' নাম রেখেছিস, ঐ যে সেই নবমালিকা লতাটি, যে স্বয়ম্বরা হয়ে আমগাছকে বিয়ে করেছে—ওকে তুই ভুলে গিয়েছিস।

শকুন্তলা। ওকে যদি ভুলে যাই তো নিজেকেও যে ভুলে যাব! (লতাটির কাছে গিয়া অবলোকনপূর্বক) ওরে বড় চমৎকার সময়েই এই লতা আর গাছের যুগল-মিলন ঘটেছে—বনজোছনা নবকুসুম-যৌবনা, আর আমগাছও স্নিগ্ধপল্লবে উপভোগক্ষম[২৭]! (দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন)

প্রিয়ম্বদা। জানিস অনসূয়া, শকুন্তলা বনজোছনাকে অত মনোযোগ দিয়ে দেখছে কেন?

অনসূয়া। না, ঠিক বলতে পারলাম না; তুমিই বল।

প্রিয়ম্বদা। ও ভাবছে—"বনজোছনা যেমন সুযোগ্য গাছের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, আমিও যেন তেমনি নিজের উপযুক্ত বর পাই[২৮]!"

শকুন্তলা। ওটা নিশ্চয়ই তোমার নিজেরই সম্বন্ধে ইচ্ছার কথা বল্‌ছ! (কল্‌সী উল্টাইয়া গাছে জল ঢালিলেন)

রাজা। শকুন্তলা কি কুলপতির অসবর্ণা পত্নীর গর্ভজাতা হওয়া সম্ভবপর[২৯]? যাক্, ভাবনার প্রয়োজন নেই—আমার নিষ্পাপ মন যখন শকুন্তলাকে লাভে অভিলাষী হয়েছে, তখন সে নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়ের বিবাহযোগ্যা, কারণ কোনও বিষয় সম্বন্ধে সৎ লোকের মনে দ্বিধা উপস্থিত হলে তার নিজের মনোগত প্রবৃত্তিই তার নির্দেশক হয়[৩০]। কিন্তু তবু শকুন্তলা সম্বন্ধে ঠিক তথ্য জান্‌তে হবে।

শকুন্তলা। (সভয়ে) ওমা! জল ঢালায় নবমালিকা থেকে হঠাৎ উড়ে এসে একটা মৌমাছি আমার মুখের উপর পড়ছে! (ভ্রমর-জনিত অস্বাচ্ছন্দ্যের অভিনয় করিলেন)

রাজা। (সস্পৃহভাবে) ওহে মধুকর, যে কম্পমান চোখে উনি ক্রমাগত

চঞ্চলভাবে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন, তা তুমি বার বার স্পর্শ করছ; ওঁর কানের কাছে উড়ে উড়ে গোপন কথা বলার মতো মৃদু গুঞ্জন করছ; উনি দুই বাহু ঘুরিয়ে নিবারণের চেষ্টা করা সত্ত্বেও তুমি ওঁর রতিসর্বস্ব অধর[৩১] পান করছ—তুমিই কৃতী, আর আমি ওঁর বিষয়ে তত্ত্বান্বেষণের কথা ভেবে মরছি!

শকুন্তলা। না:, এ অসভ্য ছাড়ছে না! এখান থেকে সরে যাই! (এক পদ সরিয়া দৃষ্টি করিয়া) আবার এখানেও এল যে! ওরে, মৌমাছিটা আমাকে যে মেরে ফেল্‌ল, তোরা এই অভদ্রের হাত থেকে বাঁচা না আমায়!

সখীদ্বয়। (একটু হাসিয়া) আমরা বাঁচাবার কেগো? দুষ্যন্তকে ডাক না, তপোবন রক্ষা করা তো রাজার কাজ।

রাজা। আমার দেখা দেবার এই উপযুক্ত সুযোগ। ভয় নেই, ভয় নেই—(এইরূপ বলিতে আরম্ভ করিয়া, স্বগত) না, তাতে আমি যে রাজা তা প্রকাশ হয়ে পড়বে। আচ্ছা, এই রকম বলা যাক—

শকুন্তলা। (আরও এক পদ সরিয়া পুনরায় দৃষ্টি করিয়া) আবার এখানেও আমার পিছু ছাড়ছে না যে! ✓

রাজা। (হঠাৎ বাহির হইয়া পড়িয়া) ওরে, দুষ্টদের শাসনকর্তা পৌরব যখন পৃথিবী শাসন করছেন, তখন কে এই সরলা তপস্বী-কন্যাদের সঙ্গে এরকম অভদ্র ব্যবহার করছে?

রাজাকে দেখিয়া তরুণীরা সকলেই যেন কিছু ভীতা হইলেন

অনসূয়া। না আর্য, এমন বিশেষ কিছু হয় নি। আমাদের এই প্রিয়সখী একটা মৌমাছির উৎপাতে বড়ই কাতর হয়ে পড়েছে। (এই বলিয়া শকুন্তলাকে দেখাইলেন)

রাজা। (শকুন্তলার দিকে ফিরিয়া) তপস্যার[৩২] কুশল তো?

শকুন্তলা সন্ত্রস্তভাবে নির্বাক হইয়া রহিলেন

অনসূয়া। এখন একজন বিশিষ্ট অতিথি লাভে তা বটে[৩৩]। শকুন্তলা, কুটীরে যাও, ফল প্রভৃতি সমেত অর্ঘ নিয়ে এস, এই জলেই পাদোদক হবে।

রাজা। আপনাদের মিষ্ট কথাতেই অতিথিকে অভ্যর্থনার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।[৩৪]

প্রিয়ম্বদা[৩৫]। তাহলে আর্য এই সপ্তপর্ণ গাছের ঘন ছায়ায় শীতল বেদিকায় কিছুক্ষণ বসে পরিশ্রম দূর করুন।

রাজা। আপনারা যে কাজ করছিলেন তাতে আপনাদেরও নিশ্চয়ই পরিশ্রম হয়েছে।

অনসূয়া। শকুন্তলা, অতিথির সেবার জন্যে আমাদেরও কাছেই থাকা উচিত; এস আমরা এখানে বসি। (সকলে বসিলেন)

শকুন্তলা। (স্বগত) এঁকে দেখে আমার মনে তপোবনবিরুদ্ধ ভাবের[৩৬] উদয় হচ্ছে কেন?

রাজা। (সকলের দিকে চাহিয়া) আহা, একবয়সী আর আকৃতিতেও প্রায় সমান আপনাদের বন্ধুতা দেখতে বড়ই মনোরম!

প্রিয়ম্বদা। (জনান্তিকে[৩৭]) অনসূয়া, বুদ্ধিমান ও গম্ভীর-আকৃতি, প্রিয় ও মিষ্টভাষী এঁকে দেখে উচ্চপদস্থ লোক বলে মনে হচ্ছে, ইনি কে হতে পারেন?

অনসূয়া। আমারও ভাই, সেই কথাই জানতে ইচ্ছে করছে। ওঁকেই জিজ্ঞাসা করা যাক্। (প্রকাশ্যে[৩৮]) আর্যের মিষ্টকথায় ভরসা পেয়ে আমার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হচ্ছে আর্য কোন্ রাজ-বংশ অলঙ্কৃত করেছেন, কোন্ দেশেরই বা লোককে আপনার বিরহে ব্যাকুল করেছেন, আর অত্যন্ত সুকুমার শরীর সত্ত্বেও কেনই বা তপোবনে আসবার পরিশ্রম স্বীকার করেছেন?[৩৯]

শকুন্তলা। (স্বগত) মন আমার, অধীর হয়ো না! তোমার যা জানতে ইচ্ছা, ঐ অনসূয়াই তা বলছে[৪০]।

রাজা। (স্বগত) এখন নিজেকে প্রকাশ করি, না আত্মগোপন করি? আচ্ছা, এঁকে এই রকম বলা যাক—(প্রকাশ্যে) দেখুন, রাজা পৌরব আমাকে ধর্মাধিকারে নিয়োগ করায়[৪১] তপোবনের ক্রিয়াকর্ম নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা জানবার জন্যে আমি এই আশ্রমে এসেছিলাম।

অনসূয়া। তাহলে তপোবনবাসীরা এখন সনাথ হলেন! (শকুন্তলা শৃঙ্গারলজ্জা প্রদর্শন করিলেন[৪২])

সখীদ্বয়। (রাজা ও শকুন্তলার পরস্পরের প্রতি মনোভাব বুঝিতে পারিয়া,

জনান্তিকে) হাঁরে শকুন্তলা, আজ যদি তাত কাশ্যপ এখানে থাকতেন !

শকুন্তলা। তবে কি হত ?

সখীদ্বয়। তবে এই বিশিষ্ট অতিথিকে নিজের জীবনসর্বস্ব পর্যন্ত দিয়ে কৃতার্থ করতেন !

শকুন্তলা। দূর হও তোমরা ! কি যেন সব মাথায় এনে বাজে বকৃছ ! তোমাদের কথায় আমি কান দেব না[৪৩]।

রাজা। আপনারা যেমন আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন, আমিও তেমনি আপনাদের এই সখীর সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করি।

সখীদ্বয়। আর্য, আপনার সে অনুরোধ তো আমাদের অনুগ্রহ করাই হবে।

রাজা। শুনেছি ভগবান কাশ্যপ আকৌমার ব্রহ্মচর্য পালন করেছেন, তবে আপনাদের এই সখী কি করে তাঁর কন্যা হতে পারেন ?

অনসূয়া। শুনুন আর্য, কৌশিক এই গোত্রনামে একজন মহাপ্রতাপ ঋষি[৪৪] ছিলেন—

রাজা। হাঁ, ছিলেন শুনেছি।

অনসূয়া। তাঁকেই আমাদের প্রিয়সখীর জন্মদাতা বলে জানবেন। পরিত্যক্তা হবার পর তাত কাশ্যপ লালনপালন প্রভৃতি করায় তিনিই এখন ওর পিতা।

রাজা। 'পরিত্যক্ত' কথায় আমার কৌতূহল আরও বাড়ল। প্রথম থেকে শুনতে ইচ্ছা করছে।

অনসূয়া। শুনুন আর্য, একবার যখন সেই ঋষি গৌতমী নদীতীরে উগ্র তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন, তখন দেবতারা কি কারণে ভয় পেয়ে তাঁর তপস্যা ভাঙবার জন্যে মেনকা নামে অপ্সরাকে পাঠালেন।

রাজা। অন্যের তপস্যায় ভয় পাওয়া দেবতাদের স্বভাব !

অনসূয়া। তারপর বসন্তকাল আরম্ভ হলে মেনকার উন্মাদক রূপ দেখে— (এইরূপ অর্ধেক বলিয়া লজ্জাবশে থামিলেন)

রাজা। বাকিটা বুঝতে পারছি[৪৫]। তাহলে অপ্সরার গর্ভে এঁর জন্ম হয়।

অনসূয়া। তাইই !

রাজা। ঠিকই হয়েছে। তা না হলে মানবীর পক্ষে কি এমন রূপ সম্ভবপর? পৃথিবী থেকে তো প্রভাসমুজ্জ্বল বিদ্যুৎছটার উদ্ভব হয় না[৪৬]।

শকুন্তলা অধোমুখে রহিলেন

রাজা। (স্বগত) আমার মনোরথ সিদ্ধির পথ এইবার পেলাম[৪৭], কিন্তু প্রিয়ম্বদা পরিহাস করে শকুন্তলার উপযুক্ত বরলাভের ইচ্ছা সম্বন্ধে যা বল্‌ছিলেন, তা শুনে আমার মন যে আবার কিছু দ্বিধাভাবে কাতর হয়েছে।

প্রিয়ম্বদা। (মৃদুহাস্যে শকুন্তলার প্রতি দৃষ্টি করিয়া রাজার দিকে ফিরিয়া) আর্য যেন আরও কিছু বলতে চাচ্ছিলেন?[৪৮]

শকুন্তলা অঙ্গুলিদ্বারা সখীকে তর্জন করিলেন

রাজা। ঠিকই বুঝেছেন। সৎলোকের বৃত্তান্ত শুনবার লোভে আমার আরও একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার আছে।

প্রিয়ম্বদা। কোনও সঙ্কোচ করবেন না, তপস্বীদের কাছে বিনা বাধায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যায়।

রাজা। আপনার সখী সম্বন্ধে এই কথা জান্‌তে ইচ্ছা করি যে, বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত কি এঁকে, যাতে প্রেমের ব্যাপার নিষিদ্ধ সেই তপস্বিব্রত পালন করতে হবে, না ইনি নিজের নয়নের মতো নয়ন ব'লে যে হরিণীদের ভালবাসেন, তাদেরই সঙ্গে চিরজীবন কাটাবেন[৪৯]?

প্রিয়ম্বদা। আর্য, বিবাহের মতো ধর্মের অনুষ্ঠানেও স্ত্রীলোক পরবশ[৫০], এবং ওর পিতারও ইচ্ছা ওকে যোগ্য পাত্রে সম্প্রদান করা।

রাজা। (স্বগত) আমার কামনা পূর্ণ হওয়া তবে অসম্ভব নয়! হৃদয়, আশা রাখ! এখন সব সন্দেহ মিটে গিয়েছে; যাকে স্পর্শের অসাধ্য আগুন মনে করেছিলে, এখন দেখা গেল তা আগুন নয়, উজ্জ্বল রত্ন, যা স্পর্শ করা যায়।

শকুন্তলা। (যেন সরোষে) অনসূয়া, আমি এখান থেকে চল্লাম।

অনসূয়া। কেন?

শকুন্তলা। আর্যা গৌতমীকে[৫১] গিয়ে বলি এই প্রিয়ম্বদা যা তা বাজে বকছে।

অনসূয়া। ছাখ্, যে মাননীয় অতিথিকে এখনও ঠিকমত সম্মান দেখান হয়নি, তাঁকে ফেলে রেখে ইচ্ছামত চলে যাওয়া তোর উচিত নয়।

শকুন্তলা কিছু না বলিয়া চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন

রাজা। (শকুন্তলাকে ধরিয়া রাখিতে ইচ্ছুক হইয়া কিন্তু আত্মসম্বরণ করিয়া, স্বগত) কি অদ্ভুত! কামনাশীল লোকের কিছু করার ইচ্ছা হওয়াটাকেই যেন কাজটা করে ফেলা হয়েছে বলে মনে হয়! এই মুনিকন্যাকে অনুসরণে আমার ইচ্ছা হলেও ভদ্রতার বিধি জোর করে আমাকে আটকে রাখল; এখান থেকে না উঠলেও আমার মনে হচ্ছে যেন গিয়ে আবার ফিরে এলাম।

প্রিয়ম্বদা। (শকুন্তলাকে আটকাইয়া) ছাখ, তোর চলে যাওয়া উচিত নয়।

শকুন্তলা। (ভ্রূভঙ্গ সহকারে) কেন নয়?

প্রিয়ম্বদা। তুই আমার কাছে দুই কলসি গাছের জল ধারিস। সেটা দে এখন; ধার শোধ করে তবে যাস্। (বলপূর্বক শকুন্তলাকে ফিরাইয়া আনিলেন)

রাজা। ভদ্রে, গাছে জল দেওয়ার পরিশ্রমে ওঁকে ক্লান্ত দেখছি, কারণ কলসি তুলে তুলে ওঁর কাঁধ নুয়ে পড়েছে, হাতের তালু ভয়ানক লাল হয়ে উঠেছে, এখনও জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলায় স্তন কাঁপছে, মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে তাতে কানের শিরীষফুল এঁটে গিয়েছে, আর মাথার খোঁপা খুলে পড়ায় এলোমেলো চুলগুলো উনি একহাতে সাম্‌লে রেখেছেন। আচ্ছা, আমি ওঁর ধার শোধ করছি। (হাতের আংটি খুলিয়া প্রিয়ম্বদাকে দিতে গেলেন)

সখীদ্বয় আংটিতে লেখা নাম পড়িয়া[৫২] পরস্পর মুখ-চাওয়াচায়ি করিতে লাগিলেন

রাজা। ওথেকে আমাকে অন্যলোক[৫৩] বলে মনে করবেন না। আমি একজন রাজপুরুষ[৫৪]।

প্রিয়ম্বদা। তাহলে ও আংটি আপনার হাত থেকে খোলা ঠিক হবে না। আর্যের কথাতেই ওর ধার এখন শোধ হয়েছে। (একটু হাসিয়া) ও শকুন্তলা, তোমার ধার শোধ করে দিলেন এই সহৃদয় আর্য—অথবা মহারাজা[৫৫]। এবার তুমি যেতে পার!

শকুন্তলা। (স্বগত) যদি সত্যিই পারতাম[৫৬]! (প্রকাশ্যে) তুমি আমাকে যেতে দেবার বা আটকাবার কে?

রাজা। (শকুন্তলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, স্বগত) ওঁর প্রতি আমার মনের ভাব যে রকম হয়েছে, আমার প্রতি ওঁরও কি তাই হয়েছে? তাহলে তো আমার কামনা পূর্ণ হওয়ার খুবই সম্ভাবনা, কারণ যদিও উনি আমার সঙ্গে কথা বলছেন না, তবু কিন্তু আমি কোনও কথা বললে মন দিয়ে শুনছেন; যদিও উনি আমার দিকে তাকিয়ে থাকছেন না, তবু কিন্তু ওঁর দৃষ্টি অন্য আর কিছুর উপরও বেশিক্ষণ থাকছে না[৫৭]।

নেপথ্যে

ওহে তপস্বীরা! তপোবনের প্রাণীদের রক্ষার জন্য প্রস্তুত থাক! রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়ায় বার হয়ে এদিকে খুব কাছে এসে পড়েছেন। আশ্রমের যে গাছগুলোর ডালে ভিজে[৫৮] বল্কলগুলো শুখোতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, ঘোড়ার খুরের আঘাতে উড়ে অস্তগামী সূর্যের মত রঙের ধুলো পঙ্গপালের মতো এসে তার উপর পড়ছে! আর, রথ দেখে ভয় পেয়ে একটা হাতি আমাদের তপস্যার মূর্তিমান বিঘ্নের মতো তপোবনে ঢুকছে—তার প্রচণ্ড আঘাতে ভেঙে একটা গাছের ডাল তার একটা দাঁতে আটকে রয়েছে, পায়ে রাশি রাশি লতা জড়িয়ে গিয়ে শিকলের মত এঁটে রয়েছে, আর তাকে দেখে হরিণের পাল দল ভেঙে ছুটে পালাচ্ছে!

শুনিয়া তরুণীরা সকলেই যেন কিছু ভীতা হইলেন

রাজা। (স্বগত) হায় ধিক, সৈনিকরা[৫৯] আমার খোঁজে এসে তপোবনে চড়াও হয়েছে। এখনি ফিরে যাই।

সখীদ্বয়। আর্য, এই বুনো হাতির কথায় আমাদের কেমন ভয় ভয় লাগছে। অনুমতি দিন, আমরা কুটীরে যাই।

রাজা। (ব্যস্তভাবে) নিশ্চয়ই যাবেন। আমিও দেখি, আশ্রমের যেন কোনও ক্ষতি না হয়, সে চেষ্টা করি।

সকলে গাত্রোত্থান করিলেন

সখীদ্বয়। আর্য, আপনার যথাযোগ্য অতিথিসৎকার না করতে পারায়

আপনাকে আবার দর্শনের কথা বলতে আমাদের লজ্জাবোধ হচ্ছে।

রাজা। না না, সেকথা বলবেন না, আপনাদের সঙ্গে দেখা হওয়ায়ই আমি যথেষ্ট সম্মানিত বোধ করছি।

শকুন্তলা। অনসূয়া, একটা তাজা কুশের কাঁটা আমার পায়ে বিঁধেছে, আর বাকলটাও কুরবকের ডালে আটকে গিয়েছে[৬০], একটু দাঁড়া না ভাই, এটা ছাড়িয়ে নি।

শকুন্তলা এই ছলে বিলম্বপূর্বক রাজাকে কিছুক্ষণ দেখিয়া সখীদের সঙ্গে নিষ্ক্রান্তা হইলেন[৬১]

রাজা। রাজধানীতে ফিরতে মোটেই ইচ্ছা করছে না। সঙ্গের লোকজনের সঙ্গে দেখা হলে তপোবনের কাছাকাছি ওদের কোথাও তাঁবু ফেলতে বলি। শকুন্তলার ব্যাপারটা ছাড়তে পারছি না; আমার শরীরটা সামনে এগুচ্ছে কিন্তু অস্থির মনটা পিছনে ছুটছে, ঠিক যেমন বাতাসের বিপরীত দিকে একটা ধ্বজা নিয়ে চললে তার পাৎলা পতাকাটার হয়![৬২]

সকলে নিষ্ক্রান্ত

২ অঙ্ক

বিষণ্ণমূর্তি বিদূষকের[১] প্রবেশ

বিদূষক। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) হায় অদৃষ্ট। এই মৃগয়াভক্ত রাজার বন্ধু হয়ে প্রাণটা গেল। 'ঐ হরিণ, ঐ শূওর, ঐ বাঘ' এই শুনতে শুনতে গ্রীষ্মকালের দুপুরবেলায় গাছের তলায় একটু ছায়াও নেই যেখানে, সেই সব বনে বনে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। পাহাড়ে নদীর গরম গরম জল, গাছের পাতা পচে যা তিক্ত হয়ে গিয়েছে, তাই খেতে হচ্ছে। অবেলায় আহার জুটছে প্রায়ই শুধু শূলে স্যাঁকা মাংস। ঘোড়ার পিঠে ওঁর পিছনে পিছনে দৌড়ে শরীরের গাঁটগোঁট ঢিলে হয়ে গিয়েছে। তাও যদি রাত্রে একটু ঘুমুতে পেতাম। ভোর

হতে না হতে হতভাগা[২] শিকারীগুলো কুকুরের দল নিয়ে জঙ্গল ঘেরাও করায় এমন চেঁচামেচি করে যে তন্দ্রাটা ছুটে যায়। এত সত্ত্বেও দুঃখের শেষ নেই—গোদের ওপর আবার বিষ-ফোঁড়া গজিয়েছে। এই গতকাল আমরা একটু পিছনে পড়ে গিয়েছি, এমন সময়ে রাজামশায় হরিণের পিছনে পিছনে এক আশ্রমে ঢুকে আমারই পোড়া কপালের গুণে দেখা পেলেন তপস্বীদের শকুন্তলা নামে একটি তরুণী মেয়ের। তাই রাজধানীতে ফিরে যাবার চিন্তাও ওঁর মনে আর উঠছে না। কালও[৩] সারারাত সেই মেয়েটির কথা ভেবে ভেবে অনিদ্রায় ওঁর রাত ভোর হয়েছে। উপায় নেই, উনি প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে এলে দেখা করে বলে দেখি কি হয়।

(এই বলিয়া পায়চারি করিতে করিতে দূরে রাজাকে আসিতে দেখিয়া) ঐ যে, হাতে ধনুক, গলায় বনফুলের মালা পরা যবনী-দের[৪] সঙ্গে এই দিকেই আসছেন আমার প্রিয় বন্ধু। আচ্ছা, এক কাজ করা যাক। হাতপা ভাঙ্গা নুলো খোঁড়ার মতো দাঁড়িয়ে থাকি, তাতেও যদি একটু রেহাই পাওয়া যায়। (এই বলিয়া একটা লাঠিতে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন)

যথাবর্ণিত সঙ্গিনীদের সঙ্গে রাজার প্রবেশ

রাজা। প্রিয়া সুলভা না হতে পারেন কিন্তু তাঁর ভাব দেখে আমার মনে আশ্বাস হচ্ছে ; কামদেবের ইচ্ছা পূর্ণ হবার আগে যখন দেখা যায় প্রণয়িযুগল দুজনেই পরস্পরকে কামনা করছে, তখন মনে আনন্দই হয় !

(মনে মনে হাসিয়া) নিজের অভিলাষ অনুযায়ী প্রার্থিত জনের মনের ভাব কল্পনা করে প্রেমিকরা এই রকম করেই ঠকে। যেন অন্য কিছুর দিকে তাকিয়ে তিনি যে স্নিগ্ধ দৃষ্টি ক্ষেপণ করেছিলেন, নিতম্বের ভারবশতঃ তিনি যে ধীরগতিতে যেন বিলাসলীলা[৫] দেখিয়ে চলে গিয়েছিলেন, সখী 'যেও না' বলে আটকালে তিনি ক্রোধভরে যা বলেছিলেন—তা সবই যেন আমারই উদ্দেশ্যে ! হায়, প্রেমিকরা সর্বত্র নিজের মনের ভাবই দেখে !

বিদূষক। (পূর্বোক্তরূপে স্থিত হইয়া) হে বন্ধু, আমি হাতপা নাড়তে পারছি না। তাই খালি মুখের কথায়ই আপনার জয় ইচ্ছা করছি। আপনার জয় হোক!

রাজা। হাতপা ও রকম অবশ হবার কারণ কি?

বিদূষক। কারণ কিই বটে! নিজেই চোখে খোঁচা দিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন চোখ দিয়ে জল পড়ছে কেন!

রাজা। ঠিক বুঝতে পারলাম না।

বিদূষক। হে বন্ধু, বেতগাছ যে জলে নুয়ে পড়ে, তা কি তার নিজের শক্তিতে, না নদীর বেগে?

রাজা। নদীর বেগে।

বিদূষক। আপনিও তেমনি আমার বেলায়!

রাজা। কি রকম?

বিদূষক। এই যে আপনি সব রাজকার্য ছেড়ে ব্যাধের মতো এই সব বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আর রোজ রোজ জীবজন্তুর পিছনে দৌড়ে আমার শরীরের সব গাঁট হলহলে হয়ে আমি হাতপা নাড়ার ক্ষমতা হারিয়েছি। অতএব আমাকে দয়া করুন, যাতে অন্ততঃ একটা দিনও একটু বিশ্রাম করতে পারি।

রাজা। (স্বগত) ইনি তো এই বলছেন। এদিকে আমার নিজের মনও শকুন্তলার কথা ভেবে মৃগয়াবিমুখ হয়েছে, কারণ যারা আমার প্রিয়ার সঙ্গে একত্র বাস ক'রে তাকে সরল দৃষ্টিপাত শিখিয়েছে, এই ধনুতে জ্যা আর তীর লাগিয়েও সেই হরিণদের ওপর লক্ষ্য করবার সামর্থ্য আমার আর নেই।

বিদূষক। (রাজার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিয়া) মশায় কি যেন ভাবতে ভাবতে বিড়বিড় করছেন। আমার অরণ্যে রোদন হল!

রাজা। (ঈষৎ হাসিয়া) কি আর ভাবব! বন্ধুর কথা অগ্রাহ্য করা যায় না; বেশ, থামলাম।

বিদূষক। চিরজীবী হন। (এই বলিয়া চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন)[৬]

রাজা। বন্ধু, দাঁড়াও, আমার কথা এখনও শেষ হয় নি।

বিদূষক। আজ্ঞা করুন।

রাজা। বিশ্রামের পর তোমাকে আমার একটা খুব সহজ কাজে সাহায্য করতে হবে।

বিদূষক। কি? মেঠাই খেতে হবে? তাতে খুবই রাজি আছি।

রাজা। বল্‌ছি। কে আছে এখানে?

প্রবেশ করিয়া

দৌবারিক[৭]। (প্রণামান্তে) মহারাজ আজ্ঞা করুন।

রাজা। রৈবতক[৮], সেনাপতিকে একবার ডাক তো।

দৌবারিক। যে আজ্ঞা। (বাহির হইয়া সেনাপতির সঙ্গে পুনরায় প্রবেশ করিয়া) ঐ যে, আজ্ঞাদানের অপেক্ষায় রাজা এই দিকেই তাকিয়ে আছেন। আর্য অগ্রসর হন।

সেনাপতি। (রাজাকে দেখিয়া) মৃগয়ার অনেক দোষ বলা হয় কিন্তু মহারাজের ওপর শুধু তার গুণগুলোই দর্শিয়েছে, কারণ ক্রমাগত ধনুকের জ্যা টানার ফলে তাঁর শরীরের সামনের দিক সুদৃঢ় হয়েছে; সূর্যের তাপ সয়ে সয়ে শরীরে আর ঘামের চিহ্ন নেই; শরীর একটু ঝরে গেলেও মাংসপেশীর বৃদ্ধিতে তা বোঝা যাচ্ছে না—ওঁকে দেখে যেন পাহাড়ে বিচরণশীল হাতির মতো জীবনীশক্তিপূর্ণ মনে হচ্ছে।

(নিকটে আসিয়া) মহারাজের জয় হোক। বনের সব জন্তু ঘেরাও করে ফেলা হয়েছে। মহারাজ দেরি করছেন কেন?

রাজা। মৃগয়ার নিন্দা করে মাধব্য[৯] আমার উৎসাহ কমিয়ে দিয়েছে।

সেনাপতি। (জনান্তিকে[১০]) বন্ধু, তুমি লেগে থাক, আর আমি এদিকে মহারাজের মনটা বুঝি। (প্রকাশ্যে) এ মূর্খ যা ইচ্ছা বলুক, কিন্তু আপনি নিজেই বিচার করুন—মৃগয়াতে মেদ হ্রাস হয়ে ভুঁড়ি শুকিয়ে শরীর হাল্কা এবং শ্রমক্ষম হয়; ভয় এবং ক্রোধের বশে জন্তুদের মন কি রকম ক্রিয়া করে তা দেখা যায়, এবং ধনুর্ধারীদের চরম উৎকর্ষ হচ্ছে সচল লক্ষ্য ভেদ করা—মৃগয়াকে লোকে মিথ্যাই ব্যসন বলে; মৃগয়ার মতো আনন্দ কিসে হয়?

বিদূষক। (কৃত্রিম ক্রোধের ভান করিয়া) দূর হও তুমি উৎসাহদাতা!

রাজা এখন প্রকৃতিস্থ হয়েছেন, আর তুমি এক বন থেকে আর এক বনে ঘুরে বেড়িয়ে মানুষের নাকখেগো কোনো ধাড়ি ভালুকের মুখে গিয়ে পড়বে !

রাজা। ভদ্র সেনাপতি, আমরা আশ্রমের কাছে শিবির ফেলেছি, তাই তোমার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। অতএব এখন মোষগুলো বার বার জলের মধ্যে শিং নেড়ে নেড়ে বিলে গিয়ে গা ডুবিয়ে থাক ; হরিণের পাল ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গাছের ছায়ায় বসে জাবর কাটুক ; শূওররা নির্ভয়ে ডোবা পুকুরে মুথো খুঁড়ুক ; আর আমার এই জ্যা-মুক্ত ধনুও এখন বিশ্রাম পা'ক।

সেনাপতি। মহারাজের যেমন ইচ্ছা।

রাজা। অতএব যে খেদুরেরা[১১] আগে রওনা হয়ে গিয়েছে তাদের ফিরিয়ে আন। সৈন্যদের নিষেধ করে দাও তপোবনে যেন কোনও উৎপাত না করে, কারণ তপস্বীরা শান্ত প্রকৃতির হলেও তাঁদের মধ্যে দাহকর তেজ লুকানো থাকে, যেমন সূর্যকান্ত মণি স্পর্শে শীতল হয় বটে কিন্তু তাতে অন্য তেজ পড়লে তা থেকে তার নিজের ভয়ানক তেজ বার হয়।[১২]

সেনাপতি। মহারাজ যেমন আজ্ঞা করেন।

বিদূষক। মরুক তবে তোমার যত উৎসাহ দান ! সেনাপতি নিষ্ক্রান্ত

রাজা। (সঙ্গীদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) তোমরা[১৩] এবে মৃগয়াবেশ ছাড়। রৈবতক, তুমিও এখন নিজের কাজে যাও।

পরিজনেরা। মহারাজ যেমন আজ্ঞা করেন। নিষ্ক্রান্ত

বিদূষক। বেশ নিরিবলি[১৪] হয়েছে। এখন তবে আপনি এই গাছের ছায়ার চাঁদোয়ার নীচে পাথরের উপরে বসুন, যাতে আমিও বসতে পেরে বাঁচি।

রাজা। চল, তুমি এগোও।

বিদূষক। আপনিও আসুন।

উভয়ে অগ্রসর হইয়া বসিলেন

রাজা। মাধব্য, বৃথাই তোমার চোখ, কেননা যা দেখার মতো জিনিষ, তা তুমি দেখলে না।

বিদূষক। কেন, এই তো আপনি আমার সামনে রয়েছেন।

রাজা। সকলেই নিজের লোককে সুন্দর দেখে। আমি কিন্তু আশ্রমের শোভাস্বরূপা সেই শকুন্তলার কথা বলছিলাম।

বিদূষক। (স্বগত) এই রে! ওঁকে কিন্তু বেশি বাড়াবাড়ি করতে দেব না। (প্রকাশ্যে) হে বন্ধু, আপনি তপস্বীদের সেই মেয়েটিকে পাওয়ার কামনা করেছেন মনে হচ্ছে।

রাজা। বন্ধু, যা নেওয়া উচিত না, তাতে পৌরবদের মন আকৃষ্ট হয় না। জানতে পারলাম অপ্সরার গর্ভে মুনিকন্যার জন্ম হয়। জন্মের পর তাঁর মা তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন; লতা থেকে খসে একটি নবমালিকা ফুল আকন্দ গাছের ওপর পড়লে যেমন হয়।[১৫]

বিদূষক। (সহাস্যে) মিষ্টি খেজুর খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গেলে যেমন কারও তেঁতুল খেতে ইচ্ছে করে, তেমনি স্ত্রীরত্নপরিভোগী আপনারও এখন এই বাসনা হয়েছে।

রাজা। তাঁকে এখনও দেখনি বলেই অমন কথা বলছ।

বিদূষক। যা দেখে আপনারও বিস্ময় জন্মেছে, তা নিশ্চয়ই খুবই চমৎকার হওয়া উচিত।

রাজা বন্ধু, বেশি আর কি বলব—সৃষ্টিকর্তার শক্তিসামর্থ্য আর শকুন্তলার মূর্তি, এই দুয়ের কথা বিবেচনা করে আমার মনে হয় যেন বিধাতা একটা ছবি এঁকে তাতে প্রাণসংযোগ করেছেন, অথবা সব রকমের রূপ একত্র সংগ্রহ করে শকুন্তলাকে নির্মাণ করেছেন, অথবা নিজের মনোবলে যেন আরো একটি স্ত্রীরত্ন[১৬] সৃষ্টি করেছেন।

বিদূষক। তাহলে অন্য সব রূপবতীরা তবে এখন আপনার মনে আর ঠাঁই পাবেন না।

রাজা। আমার আরো মনে হচ্ছে—অনাঘ্রাত ফুল, অথবা আঙুল দিয়ে ছেঁড়া হয়নি এমন কচি পাতা, অথবা ঘসামাজাকাটা হয়নি এমন রত্ন, অথবা যার রস এখনও আস্বাদ করা হয়নি এমন টাট্‌কা মধু, অথবা অখণ্ড[১৭] পুণ্যফলের মতো শকুন্তলার সেই অনিন্দ্য রূপ ভোগ করা বিধাতা না জানি কার ভাগ্যে লিখেছেন!

বিদূষক। তা হলে আপনার শিগ্‌গির ওঁকে বাঁচানো উচিত, যাতে ইঙ্গুদী তেলে চক্‌চকে মাথা[১৮] কোনও তপস্বীর হাতে তিনি না পড়েন।

রাজা। উনি তো পতিনির্বাচন বিষয়ে স্বাধীনা নন; আর তাঁর বাপও আবার এখন এখানে নেই।

বিদূষক। আচ্ছা, তাঁর মুখচোখের রকম দেখে আপনার ওপর তাঁর মনের ভাবটা কি রকম বুঝলেন?

রাজা। তপস্বীকন্যারা স্বভাবতঃই চাপা প্রকৃতির হয়, তবু কিন্তু আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালে তিনি চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছিলেন; যেন অন্য কোনো কারণে হাসছেন, এরকম হাসির ভাব দেখাচ্ছিলেন; শালীনতা বশতঃ মদনের ক্রিয়া তাঁতে প্রকট হতে পারে নি, কিন্তু একেবারে বদ্ধও থাকে নি।

বিদূষক। দেখাহওয়ামাত্রই অবশ্য তিনি আপনার কোলে উঠে বসতে পারেন না!

রাজা। সখীদের সঙ্গে চলে যাবার সময়েও শালীনতা সত্ত্বেও আবার তিনি অনুরাগের ভাব এই রকমে প্রকাশ করে ফেলেছিলেন—পায়ে দর্ভের কাঁটা যদিও বাস্তবিক ফোটে নি তবু তিনি কয়েক পা গিয়ে তাই বলে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন এবং গাছের ডালে বল্কল আটকিয়ে না গেলেও তা ছাড়িয়ে নেবার ভানে মুখ ফিরিয়ে আমাকে দেখছিলেন।

বিদূষক। বেশ, তাহলে আপনি যোগাড়যন্ত্র আরম্ভ করুন[১৯]। আমি তো দেখছি আপনি তপোবনকে উপবন করে তুলেছেন!

রাজা। বন্ধু, তপস্বীদের কেউ কেউ আমাকে চিনে ফেলেছে, এতএব ভেবে দেখ কি অছিলায় আবার আমি আশ্রমে যেতে পারি।

বিদূষক। আপনি রাজা, "তোমাদের নীবার ধানের ষষ্ঠ ভাগ[২০] আমাকে রাজস্বরূপে এনে দাও", এছাড়া আপনার পক্ষে অন্য আর কোনও অছিলার প্রয়োজন কি?

রাজা। মূর্খ! তপস্বীরা অন্য এক রকমের রাজস্ব দান করেন যা রাশি রাশি রত্নের চেয়েও বেশি বাঞ্ছনীয়, কারণ গৃহস্থদের কাছ থেকে

রাজারা যে রাজস্ব পান তার ফল ক্ষয়শীল কিন্তু তপস্বীরা তাঁদের তপস্যার একষষ্ঠ ভাগ অক্ষয় রাজস্বরূপে আমাদের দেন।

নেপথ্যে

যাক, আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে

রাজা। (শুনিতে পাইয়া) কারা এল? ধীর প্রশান্ত স্বরে মনে হচ্ছে তপস্বীরা হতে পারেন।

প্রবেশ করিয়া

দৌবারিক। মহারাজের জয় হোক। দুইজন ঋষিকুমার সদর দরজায় উপস্থিত হয়েছেন।

রাজা। তাহলে দেরি না করে এখনই তাঁদের নিয়ে এস।

দৌবারিক। এখনই আনছি। (বাহির হইয়া দুইজন ঋষিকুমারের সঙ্গে আবার প্রবেশ করিয়া) মশায়রা এদিকে আসুন।

ঋষিকুমারদ্বয় রাজার দিকে তাকাইয়া রহিলেন

১ম কুমার। অহো, এঁর মূর্তি দীপ্তিমান হলেও তাতে ভয় লাগে না। হয়তো তপস্বীদের থেকে বেশি ভিন্ন নন যে রাজা, তাঁর পক্ষে এরকম হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ তপস্বীদের তপস্যার ফল যেমন সকলেই লাভ করে, তেমনি ইনি যে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করেছেন তাতে অন্য সকল আশ্রম-অবলম্বীরাও পুষ্ট হয়[২১]; তপস্বীরা যেমন তপোবল সঞ্চয় করেন, ইনিও তেমনি নিয়ত প্রজাবর্গের রক্ষাবিধান-রূপ ধর্মাভ্যাসের ফল সঞ্চয় করেন; সিদ্ধ মিথুনরা যেমন স্বর্গে ঋষিদের গুণগান করেন তেমনি চারণদ্বয়[২২] সর্বদা এই সংযমী রাজার যে গুণগান করে তাও আকাশ স্পর্শ করে—দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য মাত্র এইটুকু যে এঁর বেলায় পুণ্য 'মুনি' শব্দের প্রথমে 'রাজা' শব্দটি যুক্ত হয়।

২য় কুমার। গৌতম, ইনিই কি ইন্দ্রের বন্ধু সেই দুষ্যন্ত?

১ম। হাঁ, ইনিই তিনি।

২য়। সেই কারণেই এটা মোটেই আশ্চর্য মনে হয় না যে এই অতি-দীর্ঘবাহু[২৩] রাজা একাই সেই সমগ্র পৃথিবী ভোগ করেন, সমুদ্র হচ্ছে যার শ্যামসীমা, এবং তাঁদের চিরশত্রু দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধে

দেবতারা শুধু এই দুয়েরই বলে জয় আকাঙ্ক্ষা করেন—এঁর জ্যাযুক্ত ধনু এবং ইন্দ্রের বজ্র।

উভয় কুমার। (অগ্রসর হইয়া) হে রাজন্‌, আপনি বিজয়লাভ করুন।

রাজা। (প্রস্তরাসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আপনাদের অভিবাদন করি।

উভয় কুমার। আপনার স্বস্তি কামনা করি। (এই বলিয়া ফল প্রভৃতি উপহার দিলেন)[২৪]

রাজা। (প্রণাম সহকারে গ্রহণ করিয়া) আপনাদের আজ্ঞা শুনতে ইচ্ছা করি।

উভয়ে। আশ্রমবাসীরা জেনেছেন যে আপনি এখানে আছেন। তাই তাঁরা আপনার কাছে প্রার্থনা করছেন—

রাজা। কি আজ্ঞা করছেন?

উভয়ে। মহামান্য মহর্ষি কণ্বের অনুপস্থিতিবশতঃ রাক্ষসরা আমাদের যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। তাই আমরা প্রার্থনা করি যে আপনি সারথিকে মাত্র সঙ্গে নিয়ে কয়েক রাত্রি আমাদের আশ্রমকে সনাথ করুন।

রাজা। এতে আমি অনুগৃহীত হলাম।

বিদূষক। (গোপনে রাজাকে নিম্নস্বরে) এঁদের এই প্রার্থনায় আপনার পক্ষে এখন সুবিধাই হল!

রাজা। (স্মিতহাস্যে[২৫]) রৈবতক, আমার নাম করে সারথিকে বল বাণসমেত ধনু এবং রথ এখানে নিয়ে আসে।

দৌবারিক। মহারাজের যেমন আজ্ঞা। নিষ্ক্রান্ত

কুমারদ্বয়। (সহর্ষে) এ পূর্বপুরুষদের অনুকারী আপনার যোগ্যই; বিপন্নকে অভয়দান মন্ত্রেই তো পৌরবরা দীক্ষিত।

রাজা। (প্রণামপূর্বক) আপনারা রওনা হয়ে যান। আমিও আপনাদের প্রায় পিছনেই আসছি।

উভয়ে। আপনার জয় হোক। উভয়ে নিষ্ক্রান্ত

রাজা। মাধব্য, শকুন্তলাকে দেখবার ইচ্ছা আছে কি?

বিদূষক। আগে উপচিয়ে পড়ছিল; এখন ঐ রাক্ষসদের কথা শুনে একফোঁটাও বাঁকি নেই।

রাজা। ভয় নেই, আমার কাছেই তো থাকবে।

বিদূষক। তাহলে তো রাক্ষসের হাত থেকে বেঁচে গেলাম !

প্রবেশ করিয়া

দৌবারিক। রথ সজ্জিত হয়ে মহারাজের বিজয়যাত্রা অপেক্ষা করছে। এদিকে কিন্তু রাজধানী থেকে রাজমাতা দেবীর আজ্ঞা নিয়ে করভক এসে পৌঁছেছে।

রাজা। (সসম্মানে [২৬]) কি ? মা পাঠিয়েছেন ?

দৌবারিক। হাঁ মহারাজ।

রাজা। নিয়ে এস।

দৌবারিক। যে আজ্ঞা। (এই বলিয়া বাহির হইয়া করভককে সঙ্গে লইয়া পুনরায় প্রবেশ করিয়া) ওই যে মহারাজ, ওঁর সামনে যাও।

করভক। মহারাজের জয় হোক। রাজমাতা দেবী জানিয়েছেন "আগামী চতুর্থ দিনে আমার উপবাস ব্রত শেষ হবে ; সেই সময়ে দীর্ঘায়ুষ্মানের অবশ্যই এখানে উপস্থিতি আবশ্যক।"[২৭]

রাজা। একদিকে তপস্বীদের কাজ, আর একদিকে মাতৃ-আজ্ঞা। দুইই অলঙ্ঘ্য। এক্ষেত্রে কি উপায় করা যায় ?

বিদূষক ত্রিশঙ্কুর[২৮] মতো মাঝখানে থাকুন !

রাজা। সত্যিই ভাবনায় পড়লাম ! দুই রকম কর্তব্যের ক্ষেত্র দুই বিভিন্ন জায়গায় হওয়ায় আমার মন সামনের পাহাড়ে প্রতিহত নদীর স্রোতের মতো দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে !

(কিছুক্ষণ চিন্তার পর) হে বন্ধু, আমার মা তোমাকে ছেলের মতো দেখেন। অতএব তুমি এখান থেকে ফিরে গিয়ে আমি তপস্বীদের কাজে ব্যস্ত আছি, এই বলে তাঁর পুত্রকৃত্য অনুষ্ঠান সম্পন্ন করাও।

বিদূষক। আপনি আমাকে রাক্ষসের ভয়ে ভীতু মনে করলেন না তো ?

রাজা। (অল্প হাস্য করিয়া) তোমার পক্ষে তা কি করে সম্ভব হয় !

বিদূষক। তাহলে রাজার আত্মীয়ের যে রকম ভাবে যাওয়া উচিত, সেই রকম ভাবে যাব।

রাজা। তপোবনে হট্টগোল যাতে না হয় সেজন্য আমার সব অনুচরদেরও তোমারই সঙ্গে ফেরৎ পাঠাব।

বিদূষক। (সগর্বে) তবে তো এখন আমি যুবরাজ হলাম !

রাজা। (স্বগত) লোকটি অস্থিরমতি, হয়তো আমার মনের ইচ্ছা অন্তঃপুরিকাদের কাছে বলে ফেল্‌তে পারে[২৯]। ভাল, একে এরকম বলা যাক—(বিদূষকের হাত ধরিয়া, প্রকাশ্যে) বন্ধু, ঋষিদের প্রতি সম্মানবশতঃ আমি আশ্রমে যাচ্ছি, তাপস-কন্যার প্রতি অবশ্যই আমার সত্যসত্যই অভিলাষ নেই, কারণ কোথায় বা আমি, আর কোথায় বা মৃগশিশুদের সঙ্গে বর্ধিত এবং মন্মথব্যাপারে অজ্ঞা শকুন্তলা! বন্ধু, আমি পরিহাস করে যে বাজে গল্প করেছিলাম তা সত্য মনে ক'রো না যেন।

বিদূষক। নিশ্চয়ই না[৩০]।

সকলে নিষ্ক্রান্ত

৩ অঙ্ক

বিষ্কম্ভক[১]

যজ্ঞের জন্য কুশহস্তে কণ্বের একজন শিষ্যের প্রবেশ

শিষ্য। অহো, রাজা দুষ্যন্তের এমন ভয়ানক প্রতাপ যে তিনি আশ্রমে প্রবেশ করা মাত্র আমাদের সব ক্রিয়াকর্ম নিরুপদ্রব হয়েছে! ধনুতে বাণ সংযোগের কি কথা, দূর থেকে যেন হুঙ্কারের মতো জ্যা-শব্দ করেই তিনি সব বিঘ্ন দূর করছেন। আচ্ছা, যজ্ঞবেদির উপর বিছাবার জন্যে এই দর্ভগুলো পুরোহিতদের কাছে নিয়ে যাই। (অগ্রসর হইয়া এবং দেখিতে পাইয়া, আকাশে[২]) ও প্রিয়ম্বদা, ঐ বেণামূল বাঁটা আর ডাঁটাশুদ্ধ পদ্মপাতা কার জন্যে নিয়ে যাচ্ছ? (যেন কাহারও উত্তর শুনিতে পাওয়ার অভিনয় করিয়া) কি বললে? রোদ লেগে শকুন্তলার ভয়ানক অসুখ করেছে, তার শরীরের তাপ কমাবার জন্য? তাহলে খুবই যত্ন করে ওর শুশ্রূষা ক'রো, কারণ সে যে কুলপতি ভগবান কণ্বের নিজের প্রাণের সমান[৩]। আমিও ওর জন্যে গৌতমীর হাতে যজ্ঞের শান্তিজল পাঠিয়ে দিচ্ছি। নিষ্ক্রান্ত

বিষ্কম্ভক সমাপ্ত

প্রেম-কামনাময় অবস্থায় রাজার প্রবেশ

রাজা। (চিন্তাকুলভাবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) তপস্বীদের শক্তির কথা জানি[৪], শকুন্তলা যে পরাধীনা তাও জানি, তবু আমার হৃদয়কে তার থেকে ফিরিয়ে নিতে পারছি না।

(প্রেমজনিত কষ্টের অভিনয় করিয়া) হে ভগবান্ মদন, তুমি এবং চন্দ্র আশ্বাসের স্থল[৫] হলেও তোমরা দুজনেই প্রেমিকদের বঞ্চনা করে থাক, কারণ তোমার ফুলবাণ-ধারণ আর চন্দ্রকিরণের শীতলতা দুইই আমার মতো অবস্থার লোকের কাছে অযথার্থ বলে মনে হয়, কেননা চন্দ্র হিমগর্ভ কিরণে অগ্নিবর্ষণ করেন আর তুমিও তোমার কুসুমবাণ বজ্রের মতো পীড়াদায়ক কর।

(সখেদে পদচারণা করিয়া) পূর্বাহ্নের যজ্ঞ সমাপ্ত হওয়ায় তপস্বীদের অনুমতি পেয়ে এখন কোথায় গিয়ে আমার মনের দুঃখ একটু উপশম করি? (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) প্রিয়ার দর্শন পাওয়া ছাড়া আর কিবা উপায় আছে? তবে তাঁকেই খুঁজি। (সূর্যের দিকে তাকাইয়া) এই উগ্র গ্রীষ্মের দুপুর বেলায় শকুন্তলা সখীদের সঙ্গে সাধারণতঃ মালিনী নদীর তীরে লতামণ্ডপে কাটান। তাহলে সেখানেই যাওয়া যাক। (কিছু অগ্রসর হইয়া এবং শরীরে বাতাসের স্পর্শলাভ করিয়া) আহা, এখানে কি সুন্দর ঠাণ্ডা হাওয়া! মালিনী তরঙ্গের জলকণা-সিক্ত এবং পদ্মের গন্ধে সুগন্ধি এই হাওয়া মদনতপ্ত শরীরের দ্বারা গাঢ় আলিঙ্গনের যোগ্য।

(পদচারণা করিয়া ও দেখিতে পাইয়া) ঐ বেতগাছের বেড়া দেওয়া লতামণ্ডপে হয়তো শকুন্তলা আছেন, কারণ ঐ মণ্ডপের প্রবেশপথে সাদা বালির উপর, সামনের দিকে উঁচু এবং নিতম্ব-ভারবশতঃ গোড়ালির দিকে গভীর, টাটকা পায়ের দাগের সারি দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, গাছের ডালের ফাঁক দিয়ে দেখা যাক। (অগ্রসর হইয়া এবং সেরূপ করিয়া, সহর্ষে) আঃ, চোখ জুড়োল! ঐ তো আমার মনোরথ-প্রিয়তমা ফুলবিছানো পাথরের উপর শুয়ে আর সখী দুজন পাশে বসে! আচ্ছা, এঁদের বিশ্রব্ধ কথাবার্তা শোনা যাক। (তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন)

যথাবর্ণিত অবস্থায় সখীদের সঙ্গে শকুন্তলার প্রবেশ*

সখীদ্বয়। (বীজন করিতে করিতে, সস্নেহে) শকুন্তলা, পদ্মপাতার হাওয়ায় আরাম বোধ হচ্ছে তো?

শকুন্তলা। সখীরা কি আমায় হাওয়া করছে' ?

সখীদ্বয় বিষণ্ণতার অভিনয় করিয়া পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করিলেন

রাজা। শকুন্তলাকে বড়ই অসুস্থ মনে হচ্ছে। (চিন্তা করিয়া) এর কারণ কি রোদ লাগা? না, আমার মন যা চায় তাই হতে পারে? (সতৃষ্ণভাবে নিরীক্ষণ করিয়া) কিন্তু সন্দেহের আর প্রয়োজন কি? স্তনে বেনামূল বাঁটার প্রলেপ, বাহুতে একটা পদ্মডাঁটা বালার মত জড়ান—প্রিয়ার ঐ শরীর অসুস্থ হলেও কি কমনীয়! মদনের আর গ্রীষ্মের তাপের ফল একই রকম হতে পারে বটে কিন্তু যুবতীদের শরীরে গ্রীষ্মের তাপের কষ্ট মদনতাপের কষ্টের মত তেমন মনোহর হয় না।

প্রিয়ম্বদা। (জনান্তিকে) অনসূয়া, রাজাকে প্রথম দেখা অবধি শকুন্তলাকে যেন কেমন অস্থির মনে হয়েছে। ওর এখন এই অসুস্থতার অবস্থা কি তাঁরই জন্য হতে পারে?

অনসূয়া। আমারও ভাই তাই মনে হয়। আচ্ছা, ওকেই জিজ্ঞেসা করা যাক্। (প্রকাশ্যে) ভাই শকুন্তলা, তোকে আমরা একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, তোকে তো বড়ই অসুস্থ বলে মনে হচ্ছে—

শকুন্তলা। (শয়ন হইতে অর্ধেক উঠিয়া বসিয়া) কি জিজ্ঞেস করতে চাস্ ভাই?

অনসূয়া। দ্যাখ ভাই, প্রেমের ব্যাপার সম্বন্ধে আমাদের নিজেদের কোনো অভিজ্ঞতা নেই, কিন্তু পুরানো গল্পটল্পতে প্রেমে কাতর মেয়েদের অবস্থা যে রকম বলা হয়, তোরও সেই রকম দেখছি। তুই কেন এত কষ্ট পাচ্ছিস খুলে বল দেখি! অসুখের কারন ঠিক না জানতে পারলে তো প্রতিকার করা যায় না।

রাজা। আমার যে কথা মনে হয়েছিল, অনসূয়ারও তাই মনে হয়েছে; অতএব আমার নিজের যা ইচ্ছা, সেই অনুসারেই আমি দেখি নি।

শকুন্তলা। (স্বগত) আমার মনের ভাব তো খুবই প্রবল, কিন্তু এখনই হঠাৎ এদের কাছে বলতে পেরে উঠব না।

প্রিয়ম্বদা। শকুন্তলা, অনসূয়া ঠিক কথাই বলছে ভাই। তুমি কেন নিজের এই কাতর অবস্থা অগ্রাহ্য করছ? তুমি দিন দিন যে কাহিল হয়ে পড়ছ; তোমার লাবণ্যময় রূপই শুধু এখনও নষ্ট হয় নি।

রাজা। প্রিয়ম্বদা ঠিকই বলেছে, শকুন্তলার গাল দুটি ভয়ানক শুকিয়ে গিয়েছে, স্তনে কঠিনতা নেই, ক্ষীণ কটি আরও ক্ষীণ হয়ে গিয়েছে, কাঁধ দুটি নুয়ে পড়েছে[৮], গায়ের রঙে উজ্জ্বলতা নেই—মাধবী লতায় গরম হাওয়া লেগে পাতা শুকিয়ে উঠলে যেমন দেখায়, মদনতাপে শুষ্কশরীর এঁকে দেখে তেমনি দুঃখও বোধ হচ্ছে আবার ভালও লাগছে।

শকুন্তলা। আর কাকেই বা বলব ভাই? কিন্তু তাতে তোমাদেরও আবার কষ্ট দেওয়া হবে।

সখীদ্বয়। সেই জন্যেই তো আমরা জানতে চাচ্ছি। যারা স্নেহ করে তাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করলে দুঃখের কষ্ট সহ্য করা যায়।

রাজা। যারা সুখদুঃখের ভাগ নেয় তারা যখন জিজ্ঞাসা করছে তখন উনি মনের দুঃখের গোপন কারণ নিশ্চয়ই বলবেন, কিন্তু যদিও বারবার পিছনে তাকিয়ে আগ্রহের সঙ্গে আমাকে দেখেছিলেন তবু এখন কিন্তু ওঁর উত্তর শুনতে আমার একটু ভয় করছে[৯]।

শকুন্তলা। তপোবনের রক্ষাকর্তা সেই রাজাকে যেদিন দেখলাম ভাই— (অর্ধেক বলিয়া লজ্জার ভাব দেখাইলেন)

সখীদ্বয়। বল ভাই।

শকুন্তলা। সেদিন থেকে তাঁর প্রতি আসক্তি জন্মে আমার এখন এই অবস্থা হয়েছে[১০]।

রাজা। (সহর্ষে) যা শুনতে চাচ্ছিলাম তা শুনলাম। গ্রীষ্মের শেষে আকাশে মেঘ জমে গুমট হয়ে থাকলে কষ্ট হয়, কিন্তু সেই মেঘ থেকেই যখন বৃষ্টি নামে তখন লোকের যেমন আনন্দ হয়, তেমনি যে মদন আমার কষ্টের কারণ হয়েছিল সেই মদনই এখন শকুন্তলাকে কথা বলিয়ে আমার কষ্ট দূর করল।

শকুন্তলা। এখন যদি তোমাদের উচিত মনে হয় তবে তাই কর যাতে সেই

রাজা আমাকে দয়া করেন, নাহয় তো অবিশ্যিই আমার জন্যে তোমাদের তিলতর্পণ করতে হবে[১১]।

রাজা। একথায় আমার সব সংশয়ই তো কেটে গেল।

প্রিয়ম্বদা। (জনান্তিকে) অনসূয়া, শকুন্তলার প্রেম অনেক দূর এগিয়েছে, এখন আর দেরি সইবে না। যাঁর জন্যে ওর আকাঙ্ক্ষা হয়েছে তিনি পৌরবদের ভূষণস্বরূপ। সুতরাং ওর ইচ্ছা আমাদের মেনে নেওয়াই উচিত।

অনসূয়া। ঠিকই বলেছ।

প্রিয়ম্বদা। (প্রকাশ্যে) শকুন্তলা, তোমার ভালবাসা উপযুক্ত পাত্রেই পড়েছে। বড় নদী সমুদ্রে ছাড়া আর কোথায় গিয়ে পড়ে? মাধবীলতা পল্লবিতা হলে আমগাছ ছাড়া আর কে তার ভার সইতে পারে[১২]?

রাজা। বিশাখা-নক্ষত্রদুটি যে চন্দ্রলেখার সঙ্গে থাকবে[১৩] তাতে আর আশ্চর্য কি!

অনসূয়া। আচ্ছা, দেরি না হয় আর গোপনেও হয়, এমন কি উপায় হতে পারে যাতে আমরা আমাদের সখীর কামনা পূর্ণ করতে পারি?

প্রিয়ম্বদা। গোপনে কি ক'রে হয় তা ভেবে দেখতে হবে, কিন্তু শিগ্‌গির যাতে হয় সেটা সহজেই করা যায়।

অনসূয়া। কি রকম?

প্রিয়ম্বদা। রাজাও শকুন্তলার দিকে স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন এবং আজকাল অনিদ্রায় তাঁকে রোগাও[১৪] দেখাচ্ছে।

রাজা। সত্যিই আমার সে অবস্থাই হয়েছে, কারণ প্রতিরাত্রে হাতের উপর মাথা রেখে[১৫] যখন আমি শুই তখন মনের দুঃখে আমার চোখের কোণ থেকে যে গরম অশ্রু গড়িয়ে পড়ে তা আমার এই সোনার বালার মণিগুলোর উপর পড়ে সেগুলোকে বিবর্ণ করে ফেলেছে; জ্যাঘাতের কড়ায় প্রকোষ্ঠের বালা আর আটকে না থেকে খসে পড়ে, আমি বারবার সেই বালাটি কব্জি থেকে তুলে তুলে দিই।

প্রিয়ম্বদা। (চিন্তা করিয়া) ছাখ, শকুন্তলা তার অবস্থা জানিয়ে কিছু লিখুক, সেটা ফুলের মধ্যে লুকিয়ে দেবতার প্রসাদ বলে রাজার হাতে পৌঁছোয় এমনভাবে পাঠিয়ে দেওয়া যাক্।

অনসূয়া। বাঃ, এই সুন্দর উপায়টা আমার তো বেশ ভালই লাগছে, কিন্তু শকুন্তলা কি বলে ?

শকুন্তলা। তোমরা যা বল তাতে কি আমি কখনো অমত করি ?

প্রিয়ম্বদা। তাহলে নিজের অবস্থা ব'লে কয়েকটি সুন্দর কথা ভাব।

শকুন্তলা। বেশ, ভাবছি কিন্তু প্রত্যাখ্যানের ভয়ে আমার বুক যে কাঁপছে !

রাজা। (সহর্ষে) হে ভীরু, যার কাছে প্রত্যাখ্যানের ভয় করছ, সে যে তোমার সঙ্গে মিলনের জন্যে ব্যগ্র হয়ে এখানেই অপেক্ষা করছে। লক্ষ্মীকে যে কামনা করে সে তাঁকে পেতেও পারে, না পেতেও পারে, কিন্তু লক্ষ্মী যাকে কামনা করেন, সে কি ক'রে তাঁর কাছে দুষ্প্রাপ্য হতে পারে ?

সখীদ্বয়। ওগো আত্মগুণ-অবমানিনি, শরতের যে জোছনায় শরীর জুড়িয়ে যায় তাকে কে পর্দা দিয়ে আড়াল করে রাখে ?

শকুন্তলা। (মৃদু হাসিয়া) বেশ, ভাবছি। (উঠিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন)

রাজা। প্রিয়াকে একদৃষ্টে দেখতে কি ভালই লাগছে, কেননা একটি ভ্রূলতা তুলে তিনি যখন কি লিখবেন ভাবছেন তখন তাঁর আকুঞ্চিত গালে আমার প্রতি অনুরাগ ফুটে উঠছে !

শকুন্তলা। কি লিখব তা তো ভাই ঠিক করেছি কিন্তু লেখার জিনিষ তো এখানে কিছু নেই।

প্রিয়ম্বদা। শুকপাখির পেটের মত মসৃণ এই পদ্মপাতার উপর নখের আঁচড় দিয়ে লেখ।

শকুন্তলা। (সেরূপ করিয়া) যা লিখলাম শুনে বল ভাই তোমরা, ঠিক হল কিনা।

সখীদ্বয়। পড়, আমরা শুনছি।

শকুন্তলা। (পড়িলেন) "তোমার মনের ভাব জানি না, কিন্তু হে নিষ্ঠুর, আমার প্রত্যেক অঙ্গ, কিবা দিন কিবা রাত্রি, তোমার প্রতি অভিলাষিণী হয়ে দারুণ মদনজ্বালায় জ্বলছে[১৬]।"

রাজা। (হঠাৎ সামনে উপস্থিত হইয়া) তন্বি, মদন তোমাকে জ্বালা দিচ্ছে কিন্তু আমাকে সদাসর্বদা দহন করছে—সূর্যের তাপ চন্দ্রকে যতটা ক্লিষ্ট করে, কুমুদিনীকে ততটা করে না।

সখীদ্বয়। (রাজাকে দেখিয়া সহর্ষে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) বিনা বিলম্বে আগত আমাদের সখীর মনোরথকে স্বাগত জানাচ্ছি!

শকুন্তলা উঠিয়া দাঁড়াইবার উপক্রম করিলেন

রাজা। না না, কষ্ট করার দরকার নেই। তোমার অত্যন্ত উত্তপ্ত যে শরীর কুসুমশয্যায় শায়িত ছিল, যার তাপে পদ্মের মৃণাল অবিলম্বে শুখিয়ে ভেঙে যাচ্ছে এবং সেই সুগন্ধে যা সুগন্ধি হচ্ছে, সেই শরীরকে কষ্ট দিয়ে শিষ্টাচার পালনের প্রয়োজন নেই।

অনসূয়া। আমাদের বন্ধু[১৭] এই পাথরেরই একদিক অলঙ্কৃত করুন!

রাজা বসিলেন ; শকুন্তলা সলজ্জভাবে রহিলেন

প্রিয়ম্বদা। আপনাদের দুজনেরই পরস্পরের উপর অনুরাগ স্পষ্ট দেখা গেল, তবু সখীকে স্নেহ করি বলে আমি অপ্রয়োজনেও একটা কথা বলি—

রাজা। ভদ্রে, তা চেপে রাখা উচিত নয়, যা বলতে ইচ্ছা হয় তা না বললে পরে সেজন্য অনুতাপ হয়।

প্রিয়ম্বদা। আপনি রাজা, রাজার ধর্ম এই যে তিনি তাঁর রাজ্যবাসী লোকের দুঃখ দূর করেন।

রাজা। তার চেয়ে বড় ধর্ম আর কিছু হতে পারে না।

প্রিয়ম্বদা। আপনাকে কামনা করার ফলে ভগবান মদন আমাদের এই প্রিয়সখীর এই অবস্থা করেছেন ; অতএব একে গ্রহণ করে এর প্রাণ রক্ষা করা আপনার উচিত।

রাজা। ভদ্রে[১৮], এই প্রার্থনা আপনারা যেমন আমার কাছে করছেন, আমিও তেমনি আপনাদের কাছে করছি যে, আপনাদের প্রিয়সখীরও উচিত আমাকে গ্রহণ করে আমার প্রাণরক্ষা করা। আপনাদের কথায় আমি খুবই অনুগৃহীত বোধ করছি।

শকুন্তলা। (প্রিয়ম্বদার দিকে তাকাইয়া) ভাই, রানীদের ছেড়ে এসে রাজা বড়ই বিরহকাতর আছেন, কেন ওঁকে বিরক্ত করছিস![১৯]

রাজা। হে সুন্দরি, মদিরনয়নে, হে আমার হৃদয়বাসিনি! আমি মদনের বাণে একবার মরে আছি, এখন আমার এই অনন্যপরায়ণ হৃদয়কে যদি তুমি অন্য রকম মনে কর তবে আরও একবার আমার মৃত্যু হবে!

অনসূয়া। বন্ধু, শোনা যায় রাজাদের অনেক প্রেয়সী থাকেন। সুতরাং এমন ব্যবস্থা করবেন যাতে আমাদের প্রিয়সখীর আত্মীয়-স্বজনকে তার জন্যে দুঃখবোধ না করতে হয়[২০]।

রাজা। ভদ্রে, বেশি আর কি বলব ? আমি বহুপত্নীক হলেও আমার বংশের শ্রেষ্ঠ গৌরবস্থল হবে দুটি—সমুদ্রবসনা পৃথিবী আর আপনাদের এই সখী[২১]।

সখীদ্বয়। আমরা সুখী হলাম।[২২]

প্রিয়ম্বদা। (দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া) অনসূয়া, ঐ হরিণের বাচ্চাটা মা'র খোঁজে আগ্রহভরে এদিকে তাকাচ্ছে। চল, ওকে মা'র কাছে পৌঁছে দিই।[২৩]

শকুন্তলা। ওরে, আমাকে একলা ফেলে যাস নে! তোদের একজন আবার ফিরে আসিস!

সখীদ্বয়। যিনি পৃথিবীর শরণ তিনি তোর কাছে রইলেন।

শকুন্তলা। দুজনই চলে গেল যে!

রাজা। অস্থির হয়ো না। তোমার সেবা করার লোক এই যে এখানেই রয়েছে। পদ্মপাতার পাখা দিয়ে ঠাণ্ডা জলের হাওয়া করে তোমার ক্লান্তি দূর করব কি ? অথবা হে করভোরু, পদ্মের মত রঙের তোমার পা দুখানি কোলের উপর রেখে হাত বুলিয়ে তোমাকে আরাম দেব কি ?

শকুন্তলা। মান্য ব্যক্তির কাছে নিজেকে অপরাধী করব না! (এই বলিয়া উঠিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন)

রাজা। সুন্দরি, এখনও বেলা পড়ে নি, তাতে আবার তোমার শরীরের এই অবস্থা। অসুস্থ ও দুর্বল শরীরে পুষ্পশয্যা ও পদ্মপাতার স্তনাবরণ ছেড়ে কি ক'রে তুমি রোদে বার হবে ? (বলপূর্বক শকুন্তলাকে ফিরাইয়া আনিলেন)

শকুন্তলা। পৌরব, ভব্যতা রক্ষা করবেন! মদন-সন্তপ্ত হলেও কিন্তু আমি নিজের ইচ্ছায় চলতে পারি না।

রাজা। হে ভীরু, গুরুজনের ভয় ক'রো না। মাননীয় কুলপতি শাস্ত্রের বিধান জানেন, তিনি যখন জানতে পারবেন তখন তোমাকে দোষ দেবেন না, কারণ অনেক রাজকন্যাই তো গান্ধর্ব মতে বিবাহ

করেছিলেন শোনা যায় এবং তাঁদের পিতারাও তো তাতে আনন্দিতই হয়েছিলেন।

শকুন্তলা। এখন তো আমাকে ছেড়ে দিন, সখীদের পরে জিজ্ঞেস করব।[২৪]

রাজা। বেশ, ছেড়ে দিচ্ছি।

শকুন্তলা। কখন ?

রাজা। সুন্দরি, মৌমাছি যেমন সদ্য ফোটা ফুলের মধু পান করে, তেমনি পিপাসার্ত আমি যখন ধীরে ধীরে তোমার কোমল এবং অস্পৃষ্ট অধরের মধু পান করব, তখন—(এই বলিয়া শকুন্তলার মুখখানি তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিলেন ; শকুন্তলা পরিহারের অভিনয় করিলেন)

নেপথ্যে

ওগো তরুণী চক্রবাকবধূ, সহচরের কাছে বিদায় নেও,
রাত্রি সমাগত হয়েছে ![২৫]

শকুন্তলা। (ত্রস্তভাবে) পৌরব, আমার শরীর কেমন আছে শুনবার জন্যে নিশ্চয় আর্যা গৌতমী এখানে আসছেন। সুতরাং আপনি গাছের ডালের আড়ালে লুকোন।[২৬]

রাজা। বেশ। লুকাইয়া রহিলেন

সখীদ্বয়ের সঙ্গে জলপাত্র হস্তে গৌতমীর প্রবেশ

সখীদ্বয়। আর্যা গৌতমী, এইদিকে আসুন।

গৌতমী। (শকুন্তলার কাছে গিয়া) বাছা, তোমার শরীর একটু ভাল বোধ হচ্ছে তো ?

শকুন্তলা। আর্যে, আমি অনেকটা ভাল আছি।

গৌতমী। এই শান্তিজলে তোমার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হবে। (শকুন্তলার মাথায় জল ছিটাইলেন) বৎসে, বেলা পড়েছে, চল কুটীরে যাই।

সকলের প্রস্থান[২৭]

শকুন্তলা। (স্বগত) হৃদয় ! তোমার কামনার পাত্র নিজেই এসে উপস্থিত হলেও তুমি ভয় ছাড়লে না ! এখন কষ্টের সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়ায় আবার দুঃখ করছ কেন ? (কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া, প্রকাশ্যে) হে আমার পীড়ানাশক লতামণ্ডপ ! আবার তোমার কাছে এসে[২৮] সুখী হব।

এই বলিয়া অন্যাদের সঙ্গে শকুন্তলা সদুঃখে নিষ্ক্রান্ত

রাজা। (গুপ্তস্থান হইতে পূর্বস্থানে ফিরিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে) হায়, বাসনাসিদ্ধিতে কতই না বিঘ্ন! সেই দীর্ঘপক্ষ্ম-নয়না আঙুলে অধরোষ্ঠ চেপে অস্ফুট-মধুর শব্দে 'না না' বলে বারবার মুখ ফিরিয়ে নিলেও তার মুখখানি এত কষ্ট করে তুলে ধরেও কিন্তু চুম্বন করতে পারলাম না।

এখন কোথায় যাওয়া যায়! তার চেয়ে বরং প্রিয়া যেখানে ছিল, যেখান থেকে এখন আবার চলে গেল সেই লতামণ্ডপে কিছুক্ষণ থাকি।

(চারদিকে তাকাইয়া) এই যে পাথরের উপর তার শরীরপিষ্ট পুষ্পশয্যা; এই যে শুকিয়ে রয়েছে পদ্মপাতার উপর নখের আঁচড় দিয়ে লেখা সেই প্রেমপত্র; এই যে খসে পড়ে গিয়েছে তার হাতে জড়ান পদ্মডাঁটা—এই সবের উপর নিবদ্ধদৃষ্টি হয়ে শূন্য হলেও এই বেতসকুঞ্জ থেকে আমি হঠাৎ বার হতে পারছি না।[২৯]

আকাশে [৩০]

রাজন্, সায়ংকালীন হোম আরম্ভ হওয়ায় প্রদীপ্তাগ্নি বেদির চারদিকে সন্ধ্যাকালীন মেঘের মতো পাটলবর্ণ ভয়ঙ্কর রাক্ষসদের ছায়ামূর্তি দলে দলে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

রাজা। এই যে আমি আসছি। নিষ্ক্রান্ত

৪ অঙ্ক

বিষ্কম্ভক[১]

পুষ্পচয়নের অভিনয় করিতে করিতে সখীদ্বয়ের প্রবেশ

অনসূয়া। দেখ প্রিয়ম্বদা, যদিও গান্ধর্ব বিধানে বিয়ের অনুষ্ঠান[২] সম্পন্ন হয়ে শকুন্তলা উপযুক্ত পতি লাভ করায় আমি সুখী হয়েছি, তবু কিছু ভাবনারও কথা আছে।

প্রিয়ম্বদা। কি ভাবনা?

অনসূয়া। যজ্ঞ সমাপ্ত হওয়ায় এবং ঋষিরা যাবার অনুমতি দেওয়ায় রাজা আজ[৩] রাজধানীতে ফিরে রানীদের সঙ্গে দেখা হবার পর এখানকার ঘটনা তাঁর মনে থাকবে কিনা?

প্রিয়ম্বদা। ভাবনা ক'রো না। যাঁদের আকৃতি ওঁর মতো তাঁদের প্রকৃতি উল্টো রকমের হয় না। কিন্তু এই বৃত্তান্ত শুনে তাত না জানি কি বলেন!

অনসূয়া। আমার তো মনে হয় তিনি সম্মতিই দেবেন।

প্রিয়ম্বদা। কেন?

অনসূয়া। গুরুজনদের মনের সবচেয়ে বড় ইচ্ছে এই যে মেয়ে যেন গুণবানের হাতে পড়ে, তা যদি বিনা চেষ্টায় দৈবই ঘটিয়ে দেন, তবে তো তাঁদের উদ্দেশ্যই পূর্ণ হয়।

প্রিয়ম্বদা। (পুষ্পপাত্রে দৃষ্টি করিয়া) পুজোর জন্যে যথেষ্ট ফুল তোলা হয়েছে রে।

অনসূয়া। কিন্তু সখী শকুন্তলার সৌভাগ্য-দেবতাকেও পুজো দিতে হবে যে।

প্রিয়ম্বদা। ঠিক বলেছিস।

উভয়ে আবার পুষ্পচয়ন করিতে লাগিলেন

নেপথ্যে

ও হে, এই যে আমি এসেছি

অনসূয়া। ওরে, কোনো অতিথি এসেছেন বোধহয়।

প্রিয়ম্বদা। শকুন্তলা তো কুটীরেই আছে।

অনসূয়া। আজ কিন্তু ওর মন ওর শরীরে নেই। এই ফুলেই যথেষ্ট হবে।

উভয়ে চলিয়া যাইতে লাগিলেন

নেপথ্যে

ওরে অতিথিকে অবজ্ঞাকারিণি! আর কোনদিকে মন না দিয়ে যার কথা ভেবে তুই আমার মতো মহাতপস্বী উপস্থিত হলেও টের পেলি না, প্রমত্ত লোক কোনো কথা একবার বলেও যেমন তা স্মরণ করতে পারে না, তেমনি সেও মনে করিয়ে দিলেও তোকে চিনতে পারবে না!

প্রিয়ম্বদা। হায় হায়, কি অনর্থ ঘটল! শূন্যহৃদয়া শকুন্তলা না জানি কোন্ মাননীয় লোকের কাছে অপরাধ করল! (সম্মুখে তাকাইয়া) যে সে নন! ফস্ করে রেগে ওঠেন যিনি, সেই দুর্বাসা মহর্ষি! ঐ রকম শাপ দিয়ে হন্ হন্ করে দারুণ বেগে দৌড়ে চলে যাচ্ছেন।

অনসূয়া আগুন ছাড়া আর পোড়ায় কে? যা ভাই, পায়ে ধরে ওঁকে ফিরিয়ে নিয়ে আয়, আমিও অর্ঘ আর পাদোদক যোগাড় করি।

প্রিয়ম্বদা। যাই। নিষ্ক্রান্ত

অনসূয়া। (এক পদ অগ্রসর হইয়া পা পিছলাইবার অভিনয় করিয়া) হায় রে, তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে আমার হাত থেকে ফুলের সাজিটা পড়ে[৪] গেল। (ফুল কুড়াইয়া লইবার অভিনয় করিলেন)

প্রবেশ করিয়া

প্রিয়ম্বদা। ও ভাই, বাঁকা স্বভাব উনি কার কথা শুনবেন! অনেক কষ্টে তবু কিছু নরম করতে পারলাম।

অনসূয়া। (অল্প হাসিয়া) তাঁর পক্ষে ঐ টুকুই অনেক! বল, কি হল?

প্রিয়ম্বদা। যখন কিছুতেই উনি ফিরে আসতে চাইলেন না তখন বললাম "ভগবন্, যে আপনার কন্যাতুল্য সে আপনার কাছে যে অপরাধ করেছে তা জেনেশুনে ইচ্ছে ক'রে করে নি, তা হয়েছে, আপনার তপস্যার শক্তি[৫] তার জানা না থাকায়ই—সকলের উপরে এই কথাটাই বিবেচনা করে তাকে আপনার ক্ষমা করা উচিত।"

অনসূয়া। তারপর ?

প্রিয়ম্বদা। তখন "আমার কথা অন্যথা হতে পারে না, তবে কোনো আভরণ-অভিজ্ঞান দেখলে শাপ খণ্ডাবে" এই বলতে বলতে তিনি অন্তর্ধান করলেন।

অনসূয়া। যাক্ একটু আশা পাওয়া গেল। রাজা যাবার সময়ে তাঁর নাম লেখা আংটি স্মরণচিহ্নের মতো[৬] শকুন্তলার আঙুলে নিজের হাতে পরিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, তাতে শকুন্তলার নিজের কাছেই প্রতিকারের একটা উপায় থাকবে।

প্রিয়ম্বদা। চল্ ভাই, ওর জন্যে দেবতার পূজোটা সেরে আসি।

উভয়ে অগ্রসর হইলেন

প্রিয়ম্বদা। (সামনে তাকাইয়া) অনসূয়া, ছাখ! আমাদের প্রিয়সখী বাঁ হাতের উপর মুখখানা রেখে ছবির মত বসে রয়েছে! স্বামীর কথা ভেবে অতিথির কি কথা, নিজের সম্বন্ধেও ওর জ্ঞান নেই!

অনসূয়া। প্রিয়ম্বদা, এ ব্যাপারটা আমাদের দুজনের মধ্যেই থাকুক। স্বভাবকোমল আমাদের প্রিয়সখীকে এটা জানান দরকার নেই।

প্রিয়ম্বদা। নবমালিকার উপর কে গরম জল ঢালে! উভয়ে নিষ্ক্রান্ত

বিষ্কম্ভক সমাপ্ত

সুপ্তোত্থিত একজন শিষ্যের প্রবেশ

শিষ্য। প্রবাস থেকে ফিরে[৭] মাননীয় কাশ্যপ আমাকে সময় নির্ধারণ করতে বলেছেন। বাইরে বার হয়ে দেখি রাত শেষ হবার আর কত বাকি আছে।

(বাহিরে আসিয়া নিরীক্ষণ করিয়া) এই তো ভোর হয়েছে—ঐ যে একদিকে চন্দ্র অস্ত যাচ্ছে, আর একদিকে সূর্যের অরুণাভা[৮] দেখা যাচ্ছে। জ্যোতিষ্কদ্বয়ের এই যুগপৎ অস্ত ও উদয় যেন সংসারে সুখ বা দুঃখ-দশার পরিবর্তন যে স্বভাবেরই নিয়ম, মানুষকে একথা মেনে নিয়ে ধৈর্যধারণ শিক্ষা দিচ্ছে।*

আবার, চন্দ্র অন্তর্হিত হওয়ায় কুমুদিনীকে দেখে আমার চোখের আর সে আনন্দ হচ্ছে না! তার শোভা এখন শুধু অতীতের

স্মৃতির মতো—প্রণয়ভাজন ব্যক্তি দূরে গেলে নারীজাতির দুঃখ অবশ্যই অত্যন্ত সুদুঃসহ হয়।[১০]

হঠাৎ আবেগের সঙ্গে প্রবেশ করিয়া [১১]

অনসূয়া। যদিও আমরা তপোবনে বাস করে সাংসারিক বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ না বুঝতে পারি, তবু কিন্তু নিশ্চয় বলতে হবে রাজা শকুন্তলার প্রতি অন্যায় করেছেন।

শিষ্য। হোমের সময় উপস্থিত হয়েছে, গুরুকে জানাই[১২]।

অনসূয়া। ঘুম থেকে উঠেই বা কি করি? হোমের আয়োজনে লাগতেও ইচ্ছে করছে না। আমাদের শুদ্ধহৃদয়া সখীকে দুরভিসন্ধি লোকের পাল্লায় পড়িয়ে কুচক্রী কামদেব এখন খুসিই হয়েছেন[১৩] বোধহয়; অথবা দুর্বাসার শাপেই এরকম ঘটল না কি? নয়তো রাজা ঐরকম কথা দিয়ে গিয়ে এতদিনেও একখানা চিঠি পর্যন্ত লিখছেন না কেন? আচ্ছা, সেই আংটিটা অভিজ্ঞানের মতো তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়? তপস্বীরা তো আমাদের কোনো কথা কানেই তোলে না।[১৪] কাকেই বা এ কাজটা করতে বলা যায়? তাত কাশ্যপ প্রবাস থেকে ফিরেছেন[১৫]; যদিও জানি শকুন্তলা এতে কোনো অন্যায় করে নি, তবু পাছে তার উপর দোষ পড়ে এই ভয়ে তাঁকেও তো জানাতে পারছি না যে দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার বিয়ে হয়েছে আর সে এখন অন্তঃসত্ত্বা।[১৬] তবে করা যায় কি?

প্রবেশ করিয়া

প্রিয়ম্বদা। (সহর্ষে) ওরে শিগ্‌গির আয়, শিগ্‌গির আয়, শকুন্তলার যাত্রামঙ্গল করতে হবে!

অনসূয়া। সে কি ভাই?

প্রিয়ম্বদা। বলছি শোন—রাত্রে ঘুম কেমন হয়েছিল জিজ্ঞেস করতে শকুন্তলার কাছে গিয়েছিলাম।[১৭]

অনসূয়া। তারপর?

প্রিয়ম্বদা। দেখলাম শকুন্তলা লজ্জায় মুখ নীচু করে আছে আর তাত কাশ্যপ ওকে বলছেন "যজমানের চোখ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হলেও সুখের কথা তাঁর আহুতি আগুনেই পড়েছে[১৮]; বৎসে, উপযুক্ত

শিষ্যকে বিদ্যাদান করার মতো এখন তোমার সম্বন্ধেও দুঃখ করবার আর কোনো কারণ হবে না ; আজই ঋষিদের সঙ্গে তোমাকে স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দেব।"

অনসূয়া। তাত কাশ্যপকে সব কথা কে জানাল ?

প্রিয়ম্বদা। উনি যখন অগ্নিশালায়[১৯] ঢুকেছিলেন তখন এক অশরীরী বাণী শ্লোক বলল—

অনসূয়া। (সবিস্ময়ে) কি বলল ?

প্রিয়ম্বদা। (সংস্কৃত ভাষায় আবৃত্তি করিয়া) "হে ব্রাহ্মণ, একথা জান যে, পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য তোমার কন্যা অগ্নিগর্ভ শমী গাছের[২০] মতো দুষ্যন্ত কর্তৃক নিষিক্ত তেজ ধারণ করছে।"

অনসূয়া। (প্রিয়ম্বদাকে আলিঙ্গন করিয়া) বড় ভাল লাগল ভাই শুনে। কিন্তু আজই শকুন্তলাকে নিয়ে যাওয়া হবে শুনে সুখের সঙ্গে দুঃখও লাগছে।

প্রিয়ম্বদা। আমাদের দুঃখ আমরা কোনরকমে কাটিয়ে উঠব ভাই, কিন্তু এত কষ্টের পর ও সুখী হোক।

অনসূয়া। সেই প্রার্থনা করেই আমি একটা বকুলফুলের মালা অনেকদিন যাতে তাজা থাকে তাই বলে ঐ নারকেল পাতার চুবড়িতে করে আজকের দিনের আশায় আমগাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। ওটা পেড়ে নেও, আর আমিও শকুন্তলার মঙ্গলসাজের জন্যে মৃগরোচনা[২১], গিরিমাটি আর কচি দুর্বা প্রভৃতি যোগাড় করি।

প্রিয়ম্বদা। হাঁ, তাই কর। অনসূয়া নিষ্ক্রান্ত

প্রিয়ম্বদা মালাটি গাছ হইতে পাড়িবার অভিনয় করিলেন

নেপথ্যে

গৌতমী, শকুন্তলাকে নিয়ে যাবার জন্য শার্ঙ্গরবদের তৈরি হতে বল।[২২]

প্রিয়ম্বদা। (শুনিতে পাইয়া) অনসূয়া, শিগ্‌গির কর, হস্তিনাপুরে যাবার ঋষিদের ডাকা হচ্ছে।

প্রসাধনদ্রব্যাদি হস্তে প্রবেশ করিয়া

অনসূয়া। চল ভাই যাই।

উভয়ে অগ্রসর হইলেন

প্রিয়ম্বদা। (সম্মুখে তাকাইয়া) ঐ যে শকুন্তলা সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মাথা পর্যন্ত ডুবিয়ে[২৩] স্নান সেরে এসে বসেছে, আর তপস্বিনীরা হাতে নীবারধান নিয়ে স্বস্তিবচন বলে তাকে আশীর্বাদ করছেন। চল, ওর কাছে যাই।

উভয়ে অগ্রসর হইলেন

ঐরূপ মাঙ্গলিক কর্মে ব্যাপৃতা আসনস্থা শকুন্তলার প্রবেশ[২৪]

একজন তপস্বিনী। (শকুন্তলাকে) বাছা, স্বামীর বহুমান্যাস্পদা হয়ে মহাদেবীর[২৫] পদ লাভ কর।

দ্বিতীয়া তপস্বিনী। বাছা, বীরপ্রসবিনী হও!

তৃতীয়া[২৬] তপস্বিনী। বাছা, স্বামীর মহাসমাদর লাভ কর!

এইরূপ আশীর্বাদদানের পর গৌতমীব্যতীত তপস্বিনীরা নিষ্ক্রান্ত

সখীদ্বয়। (শকুন্তলার কাছে আসিয়া) ভাই, তোর মঙ্গলস্নান সুখের হোক!

শকুন্তলা। এস তোমরা ভাই! এখানে বস।

সখীদ্বয়। (মঙ্গলকর্মের পাত্রগুলি লইয়া বসিয়া) আয় ভাই, স্থির হয়ে বস্, তোকে মঙ্গলসাজে সাজাই।

শকুন্তলা। সে তো আমার সৌভাগ্য, তোমাদের হাতে আর তো আমার সাজা হবে না। (অশ্রুবিসর্জন করিলেন)

সখীদ্বয়। মঙ্গলকাজে চোখের জল ফেলতে নেই ভাই! (এই বলিয়া শকুন্তলার অশ্রু মুছিয়া তাঁহাকে সাজাইবার অভিনয় করিলেন)

প্রিয়ম্বদা। সাজাবার মতো যে রূপ, আশ্রমে যা সাজের জিনিষ পাওয়া যায় তা দিয়ে কি তা ঠিকমতো সাজান যায়!

উপহারাদি হাতে লইয়া দুইজন বালক ঋষিকুমারের প্রবেশ

ঋষিকুমারদ্বয়[২৭]। এই যে অলঙ্কার, এ দিয়ে ওঁকে সাজান!

দেখিয়া উপস্থিতা নারীগণ সকলে বিস্মিতা হইলেন

গৌতমী। বাছা নারদ, এ সব কোথায় পেলে?

১ম ঋষিকুমার। তাত কাশ্যপের শক্তিতে।

গৌতমী। তাঁর মনোবলে তৈরি?

২য় ঋষিকুমার। না, তা নয়। শুনুন বলছি—তিনি আমাদের বললেন "শকুন্তলার জন্যে গাছ থেকে ফুল নিয়ে এস।" তাতে একটা গাছ থেকে চাঁদের মত রঙের মাঙ্গলিক পট্টবস্ত্র, আর অন্য একটা গাছ থেকে পায়ে লাগাবার জন্যে লাক্ষারস বার হয়ে এল; আরও অন্য অন্য গাছ থেকে, যেন তাদের তাজা পাতার মতো দেখতে বনদেবীদের হাত কব্জি পর্যন্ত বার হয়ে অলঙ্কারগুলো দিল।

প্রিয়ম্বদা। (শকুন্তলার দিকে তাকাইয়া) ভাই, এইসব উপহার থেকে বোঝা যাচ্ছে তুই স্বামীর সংসারে কেমন রাজসুখে থাকবি!

শকুন্তলা ব্রীড়ার ভাব অভিনয় করিলেন

১ম ঋষিকুমার। গৌতম, কাশ্যপের স্নান শেষ হয়েছে, চল তাঁকে গিয়ে গাছগুলোর দানের কথা বলি। উভয়ে নিষ্ক্রান্ত

সখীদ্বয়। আমরা তো ভাই কখনো গয়না পরি নি, তবে ছবিতে আঁকা যে রকম দেখেছি[২৮] তেমনি করে তোকে গয়না পরাব।

শকুন্তলা। তোমাদের গুণের কথা জানি!

সখীদ্বয় অলঙ্কার পরাইবার অভিনয় করিলেন

স্নানান্তে কাশ্যপের প্রবেশ

কাশ্যপ। শকুন্তলা আজ চলে যাবে বলে আমার হৃদয় দুঃখকাতর হয়েছে চোখের জল চেপে রাখায় কণ্ঠরোধ হয়ে আসছে, চিন্তায় চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ বোধ হচ্ছে; আমি বনবাসী, সন্তানস্নেহে যদি আমারই এই অবস্থা হয় তবে গৃহীরা কন্যার সঙ্গে প্রথম বিচ্ছেদে না জানি কি কষ্টই পায়!

অগ্রসর হইতে লাগিলেন

সখীদ্বয়। শকুন্তলা, গয়না পরানো শেষ হয়েছে রে, এইবার পট্টবস্ত্র জোড়া[২৯] পরে নে ভাই।

শকুন্তলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া পরিধান করিলেন[৩০]

গৌতমী। বাছা, এই যে তোমার বাবা এসেছেন, তাঁর দুইচোখে আনন্দাশ্রু বয়ে যেন তোমাকে জড়িয়ে ধরছে! তাঁকে যথারীতি বন্দনা কর।

শকুন্তলা। (সব্রীড়ভাবে) বাবা, আপনাকে বন্দনা করছি।

কাশ্যপ। বৎসে, শর্মিষ্ঠা যেমন যযাতির কাছে হয়েছিলেন, তেমনি তুমিও স্বামীর বহুমান্যাস্পদা হও ; শর্মিষ্ঠার যেমন পুরু, তেমনি তোমারও সম্রাট পুত্র লাভ হোক[৩১]।

গৌতমী ভগবন্, এতো আপনি বরদান করলেন, আশীর্বাদ[৩২] নয়!

কাশ্যপ। বৎসে, এস, এই যে অগ্নিত্রয়ে[৩৩] সদ্য আহুতি দেওয়া হয়েছে, তা প্রদক্ষিণ কর।

কাশ্যপ। (ঋক্‌বেদের ছন্দের শ্লোকে আশীর্বাক্য উচ্চারণ করিলেন) বেদির উপর যে অগ্নিত্রয় স্ব স্ব স্থানে[৩৪] অধিষ্ঠিত হয়েছে, যাতে সমিধ্ দেওয়া হয়েছে এবং যার প্রান্তভাগে দর্ভ ছড়ানো হয়েছে, সেই যজ্ঞাগ্নি হব্যগন্ধে সব অমঙ্গল নাশ করে তোমাকে পবিত্র করুক। এবার যাত্রা আরম্ভ কর। (দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া) শার্ঙ্গরব প্রভৃতিরা কোথায়?

প্রবেশ করিয়া

শিষ্য। ভগবন্, এই যে আমরা।

কাশ্যপ। তোমার ভগিনীকে সঙ্গে নিয়ে যাও।

শার্ঙ্গরব। আসুন উনি।

সকলে অগ্রসর হইলেন

কাশ্যপ। হে নিকটবর্তী তপোবন-তরুগণ, তোমাদের জল পান না করিয়ে যার কখনও জলগ্রহণ করার কথা মনে হ'ত না, নিজে মণ্ডনপ্রিয় হয়েও তোমাদের প্রতি স্নেহবশতঃ যে কখনও তোমাদের পাতা ছিঁড়ত না, তোমাদের প্রথম কুসুম-প্রসবকাল যার কাছে উৎসবের মতো হ'ত, সেই শকুন্তলা এখন পতিগৃহে যাত্রা করছে; তোমরা তাতে সম্মতি দাও[৩৫]। (কোকিলের ডাক শুনিবার অভিনয় করিয়া) ওরা যখন এইভাবে মধুর কোকিলরবে উত্তর দিল, তখন শকুন্তলার তপোবন-কালের আত্মীয়স্বজন এই গাছপালারা তাকে যাত্রার অনুমতি দিয়েছে।

আকাশে

মধ্যে মধ্যে পদ্মে হরিৎবর্ণ মনোহর সরোবররাজি দ্বারা, ছায়াময় গাছে সূর্যকিরণের তাপ নিবারিত হয়ে, পদ্মপরাগে পথের ধুলো

কোমল হয়ে, শকুন্তলার যাত্রাপথ শুভ আর বায়ু ধীর ও অনুকূল হোক[৩৬]!

সকলে সবিস্ময়ে শুনিলেন

গৌতমী। বাছা, জ্ঞাতিদের মতো তোমাকে যাঁরা স্নেহ করেন, সেই তপোবনদেবীরা তোমাকে যাত্রার অনুমতি দিলেন। ভগবতীদের প্রণাম কর।

শকুন্তলা। (প্রণামপূর্বক চলিতে আরম্ভ করিয়া, জনান্তিকে) ও ভাই প্রিয়ম্বদা, যদিও আর্যপুত্রকে দেখার জন্যে আমার এত ব্যগ্রতা, তবু কিন্তু আশ্রম ছেড়ে যেতে আমার পা উঠছে না।

প্রিয়ম্বদা। তপোবন ছেড়ে যাচ্ছিস ব'লে দুঃখ শুধু তোরই হচ্ছে না রে, ঐ দ্যাখ তুই ছেড়ে যাচ্ছিস বলে তপোবনেরও সেই একই অবস্থা হয়েছে—হরিণদের মুখের দর্ভ পড়ে যাচ্ছে, ময়ূররা নাচা বন্ধ করেছে, লতাগুলোর শুকনো পাতা যেন চোখের জলের মতো ঝরে পড়ছে।[৩৭]

শকুন্তলা। (স্মরণ করিয়া) বাবা, লতাবোন 'বনজোছনা'র কাছে বিদায় নিতে হবে!

কাশ্যপ। ওর ওপর তোমার ভগিনীস্নেহের কথা জানি। এই যে ডান দিকে গেলে তাকে পাবে।

শকুন্তলা। (নিকটে যাইয়া লতাকে আলিঙ্গন করিয়া) বনজোছনা, যদিও তুই আমগাছের সঙ্গে মিলে আছিস তবু তোর যে ডালপালাগুলো এদিকে বার হয়ে আছে তা দিয়ে আমাকেও তুই জড়িয়ে ধর। আজ তোর কাছ থেকে অনেক দূরে চলে যাব!

কাশ্যপ। আমি প্রথম থেকেই তোমাকে উপযুক্ত স্বামীর হাতে দেব স্থির করেছিলাম। এখন তোমার নিজেরই সুকৃতি বলে তা ঘটেছে। এই নবমালিকা আমগাছকে আশ্রয় করেছে, ওর জন্য আর তোমার জন্য এখন আমার কোনো ভাবনা রইল না।[৩৮] এইবার যাত্রাপথের দিকে চল।

শকুন্তলা। (সখীদ্বয়ের প্রতি) একে তোমাদের দুজনের হাতে সঁপে গেলাম ভাই।

সখীদ্বয়। আর আমাদের দিয়ে গেলে কার হাতে? (এই বলিয়া অশ্রু বিসর্জন করিলেন)

কাশ্যপ। না অনসূয়া, কেঁদ না, তোমাদেরই তো শকুন্তলাকে সান্ত্বনা দিতে হবে।

সকলে অগ্রসর হইলেন

শকুন্তলা। বাবা, ঐ যে হরিণটি আস্তে আস্তে কুটিরের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওর বাচ্চা হবার সময় হয়েছে; ও যখন নির্বিঘ্নে প্রসব করবে তখন কাউকে পাঠিয়ে সেই সুখবর আমাকে জানাবেন।

কাশ্যপ। হাঁ, তা মনে রাখব।

শকুন্তলা। (গমনে বাধাপ্রাপ্তি অভিনয় করিয়া) কে আবার আমার গা ঘেঁষে রয়েছে?

কাশ্যপ। বৎসে, যার মুখে কুশের কাঁটা বিঁধে ক্ষত হলে তুমি ইঙ্গুদী তেল লাগিয়ে দিতে, যাকে তুমি হাতের মুঠোয় ক'রে শ্যামাক ধান খাইয়ে বড় করেছিলে, যাকে তুমি ছেলের মত দেখতে, ও সেই হরিণের বাচ্চাটা, ও তোমাকে যেতে দেবে না[৩৯]।

শকুন্তলা। আমি যে তোকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি! আমার সঙ্গে কেন তবু তুই আসছিস্? জন্মাবার অল্পদিন পরেই তোর মা মারা গেলেও তুই বেঁচে বড় হয়েছিলি, এখনও আমি না থাকলেও বাবা তোকে দেখবেন।

কাশ্যপ। অশ্রুতে তোমার দীর্ঘপক্ষ্মযুক্ত চোখের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হচ্ছে, ধৈর্যধারণ করে অশ্রুপাত নিবারণ কর; এখানে পথ উঁচুনীচু জমির উপর দিয়ে, না দেখে চলায় তোমার পা ঠিক জায়গায় পড়ছে না[৪০]।

শার্ঙ্গরব। ভগবন্, স্নেহভাজন লোককে জলের ধার পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার রীতি। এখানে আমরা জলাশয়ের কাছে এসেছি। অতএব এখানে আমাদের যা বলার বলে আপনি ফিরে যান।

কাশ্যপ। তাহলে চল ঐ বটগাছের তলায় গিয়ে দাঁড়াই।

সকলে অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইলেন

কাশ্যপ। (স্বগত) দুষ্যন্তকে ঠিক কি কথা বলা ভাল হবে? (ভাবিতে লাগিলেন)

শকুন্তলা। (জনান্তিকে) ঐ দেখ, ওর সঙ্গীটি একটুক্ষণ মাত্র পদ্মপাতার আড়াল হওয়ায় তাকে দেখতে না পেয়ে চক্রবাকী অস্থির[৪১] হয়ে চেঁচাচ্ছে—"আমি কি কষ্টেই আছি!"

অনসূয়া। তা বলিস নে ভাই, প্রিয়ের সঙ্গছাড়া হয়ে লম্বা কষ্টের রাত্রি ওও তো কোনো রকমে কাটিয়ে দেয়; বিরহের দুঃখ দারুণ হলেও ভবিষ্যতের আশাতেই তা সয়ে থাকতে পারা যায়[৪২]।

কাশ্যপ। শার্ঙ্গরব, শকুন্তলাকে রাজার কাছে উপস্থিত করে তাঁকে আমার এই কথা জানিও—

শার্ঙ্গরব। ভগবান আজ্ঞা করুন।

কাশ্যপ। "তপস্যায় বৃদ্ধ আমার কথা, আপনার নিজের বংশগৌরবের কথা, এবং আত্মীয়স্বজনদের যাতে কোনো হাত ছিল না, আপনার প্রতি শকুন্তলার সেই স্বতঃজাত গভীর প্রেমের কথা স্মরণ করে আপনি তাকে আপনার অন্য পত্নীদের সমান সমাদরের দৃষ্টিতে দেখবেন; এর চেয়ে বেশি কিছু ভাগ্যের হাতে; বধূর আত্মীয়স্বজনের সে বিষয়ে কিছু বলার অধিকার নেই।"

শার্ঙ্গরব। বুঝেছি।

কাশ্যপ। বৎসে, এবার তোমাকে উপদেশ দিই। বনবাসী হলেও আমরা সংসারের রীতি জানি—

শার্ঙ্গরব। ধীমান ব্যক্তিদের কোনো বিষয়ই অজানা থাকে না।

কাশ্যপ। এখান থেকে স্বামীর সংসারে গিয়ে তুমি গুরুজনদের আজ্ঞা পালন ক'রো, সপত্নীদের সঙ্গে প্রিয়সখীর মতো ব্যবহার ক'রো, স্বামী অন্যায় ব্যবহার করলে তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর প্রতি বিরূপ হ'য়ো না; সৌভাগ্যলাভে গর্বিত না হয়ে পরিজনের প্রতি সদয় ব্যবহার ক'রো। এইভাবে চললে স্ত্রীলোক গৃহস্বামিনীত্ব লাভের যোগ্য হয়, এর বিপরীত করলে সংসারে অশান্তি আনে[৪৩]। হাঁ, কিন্তু গৌতমী কি বলেন?

গৌতমী। নববধূদের পক্ষে ঐমাত্র উপদেশই যথেষ্ট। বাছা, এগুলো সব মনে রেখো।

কাশ্যপ। বৎসে, আমাকে আর তোমার সখীদের আলিঙ্গন কর।

শকুন্তলা। বাবা, সখী প্রিয়ম্বদা আর অনসূয়া কি এখান থেকেই ফিরে যাবে?

কাশ্যপ। বৎসে, এদেরও বিবাহ দিতে হবে, এদের ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না[৪৪], গৌতমী তোমার সঙ্গে যাবেন।

শকুন্তলা। (পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া) মলয়পর্বতের গা থেকে উপ্‌ড়ে তোলা চন্দনগাছের চারার মতো বাবার কোল ছেড়ে অন্য জায়গায় গিয়ে কি ক'রে আমি বাঁচব!

কাশ্যপ। বৎসে, অত কাতর হচ্ছ কেন? বহুপরিজনযুক্ত স্বামীর মহামান্য গৃহিণীপদে অধিষ্ঠিত হয়ে, সেই পদের উপযুক্ত নানা গুরুতর কাজকর্মে সর্বদা ব্যস্ত থেকে, এবং পূর্বদিক থেকে যেমন পবিত্র সূর্যের উদয় হয়, শীঘ্রই[৪৫] সেই রকম পুত্র প্রসব করার পর, বৎসে, আমার সঙ্গে বিরহের দুঃখে তোমার আর কষ্টবোধ হবে না।

শকুন্তলা পিতৃপাদে পতিতা হইলেন

কাশ্যপ। তোমার সম্বন্ধে আমার কামনা সফল হোক।

শকুন্তলা। (সখীদ্বয়ের কাছে গিয়া) ওরে, তোরা দুজনেই একসঙ্গে আমাকে জড়িয়ে ধর।

সখীদ্বয়। (সেরূপ করিয়া) দ্যাখ ভাই, যদি এমন হয়তো হয় যে তোকে মনে পড়তে রাজার দেরি হয়, তবে তাঁর নিজের নামলেখা এই আংটি তাঁকে দেখাস।

শকুন্তলা। তোদের এই ভয়ে আমার যে গা কাঁপছে!

সখীদ্বয়। কিচ্ছু ভাবনা করিস্ নে। অতিস্নেহে অমঙ্গলের কথাও মনে আসে।

শার্ঙ্গরব। বেলা বেশ বেড়েছে, শ্রীমতী শীঘ্র করুন[৪৬]।

শকুন্তলা। (আশ্রমের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া) বাবা, না জানি কতদিনে আবার তপোবন দেখতে পাব!

কাশ্যপ শোন, বহুদিন চতুঃসাগরবেষ্টিত পৃথিবীর সপত্নীত্ব[৪৭] ক'রে, দুষ্যন্তের প্রতিদ্বন্দ্বিহীন পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে, এবং তোমার স্বামী যখন তার উপর সংসারের ভার দেবেন, তখন তাঁর সঙ্গে আবার এই শান্তিময় আশ্রমে আসবে[৪৮]!

গৌতমী। বাছা, বেলা বেড়ে উঠছে। তোমার বাবাকে এখন যেতে দাও। না, ও তো বারবার অনেকক্ষণ ধরে এক কথাই বলতে থাকবে—আপনি এখন ফিরুন।

কাশ্যপ। বৎসে, আমার তপস্যার কাজে দেরি হয়ে যাচ্ছে।

শকুন্তলা। (পুনরায় পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া) বাবা, আপনার শরীর তপস্যার কষ্টে এমনিই দুর্বল, তাই আপনি আমার কথা বেশি ভেবে আরও কষ্ট পাবেন না।

কাশ্যপ। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) বৎসে, তুমি পাখিদের খাবার জন্য যে নীবার ছড়িয়ে দিতে, তা থেকে কুটীরের দরজার কাছে যে গাছ জন্মেছে, তা দেখে কোনোরকমে আমার শোক কমবে। এবার যাত্রা কর, তোমার পথ মঙ্গলময় হোক।

সঙ্গীদের সঙ্গে শকুন্তলা নিষ্ক্রান্তা

সখীদ্বয়। (শকুন্তলার দিকে তাকাইয়া রহিয়া) হায় হায়, বনের আড়ালে শকুন্তলাকে আর দেখা যাচ্ছে না!

কাশ্যপ। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) অনসূয়া[৪৯], তোমাদের দুজনের সঙ্গিনী চলে গেল। এস, শোক সম্বরণ করে আমার সঙ্গে চল।

উভয়ে। তাত, শকুন্তলা চলে যাওয়ায় যেন শূন্য তপোবনে কি ক'রে ঢুকব!

কাশ্যপ। স্নেহে ঐরকম মনে হয়। যাক্, শকুন্তলাকে স্বামীর কাছে পাঠিয়ে এখন আমি নিশ্চিন্ত বোধ করছি, কারণ কন্যা অন্যের সম্পত্তি, গচ্ছিত ধন ফেরৎ দেবার মতো তাকে আজ স্বামীর কাছে পাঠিয়ে আমার মনে খুবই গভীর শান্তি বোধ করছি[৫০]।

সকলে নিষ্ক্রান্ত

৫ অঙ্ক

আসনস্থ রাজার ও বিদূষকের প্রবেশ[১]

বিদূষক। (শুনিয়া) বন্ধু, সঙ্গীতশালার দিকে মন দিন। নরম মিষ্টি গলায় বিশুদ্ধ সুরে গান শোনা যাচ্ছে। নিশ্চয় শ্রীমতী হংসপদিকা[২] গীতালাপ করছেন।

রাজা। কথা বন্ধ কর! শুনতে দাও।

আকাশে[৩] গীত শুনা গেল—
নবনব-মধু-লোভী তুমি সদা
ওগো মধুকর, ওরে!
চূতমঞ্জরীরে তেমনে চুমিয়া
কেমনে ভুলিলে তারে?
কমলের মাঝে ঘর শুধু পেয়ে
লাগে ভাল এত তারে![৪]

রাজা। আহা, গানে যেন অনুরাগ ঝরে পড়ছে!

বিদূষক। সত্যি? গানের কথাগুলোর মানে কিছু বুঝলেন নাকি?

রাজা। ওঁর সঙ্গে এক সময়ে প্রণয় ছিল, কিন্তু এখন দেবী বসুমতীর[৫] জন্যে আমাকে দারুণ তিরস্কার করছেন! বন্ধু মাধব্য, আমার নাম করে হংসপদিকাকে গিয়ে বল যে আমি খুব নিপুণভাবেই তিরস্কৃত হয়েছি।

বিদূষক। আপনি যেমন আজ্ঞা করেন। (উঠিয়া) কিন্তু বন্ধু, উনি যখন ওঁর দাসীদের দিয়ে টিকি ধরিয়ে আমাকে মার লাগাবেন, তখন অপ্সরার হাতে পড়া সন্ন্যাসীর মতো আমারও নিষ্কৃতির পথ থাকবে না[৬]!

রাজা। যাও, বেশ ভদ্রভাবে[৭] বল গিয়ে!

বিদূষক। উপায় নেই! নিষ্ক্রান্ত[৮]

রাজা। (স্বগত) কোনো প্রিয়ার সঙ্গে বিরহ না হলেও ঐরকম অর্থের গান শুনে মন আমার এত ব্যাকুল হয়ে উঠছে কেন?[৯] কিম্বা হয়তো

সুখে থেকেও কোনো মনোহর দৃশ্য দেখলে বা মধুর ধ্বনি শুনলে মানুষের মন যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে, তার কারণ নিশ্চয় এই যে, পূর্বজন্মের কোনো স্থায়ীভাবের প্রণয়ের কথা নিজের অজ্ঞাতসারে তার মনে পড়ে। (বিভ্রান্তের মতো হইয়া রহিলেন)

কঞ্চুকীর[১০] প্রবেশ

কঞ্চুকী। হায়, অবশেষে এই অবস্থায় এসে পৌঁছেছি! রাজার অন্তঃপুরের কর্তব্যপালনে শুধুমাত্র নিয়মরক্ষার জন্য যে লাঠিটা সাবধানে হাতে রাখতাম, বহুকাল অতীত হয়ে এখন হাঁটতে চলতে পা কাঁপে বলে সেই লাঠিটাতেই ভর দিয়ে দাঁড়াতে হচ্ছে!

কর্তব্য কাজ অবহেলা করা রাজার উচিত নয়, একথা ঠিক বটে, কিন্তু তাহলেও যখন সবে এইমাত্র তিনি ধর্মাসন থেকে উঠে এসেছেন[১১] তখন কণ্বশিষ্যদের আসার কথা বলে তাঁকে আবার বিরক্ত করতে ইচ্ছে করছে না।

কিন্তু বোধহয় রাজ্যশাসনের কাজে বিশ্রামই থাকে না, কারণ সূর্যের রথে ঘোড়া একবার লাগিয়ে আর খোলা হয় না, বায়ুকে দিনরাত্রি প্রবাহিত হতে হয়, শেষনাগকে সর্বদাই পৃথিবীর ভার বহন করতে হয়, আর যে রাজা প্রজাদের কাছ থেকে কর নেন তারও এইই ধর্ম।

অতএব আমার কর্তব্য করি। (অগ্রসর হইয়া এবং দেখিতে পাইয়া) ঐযে রাজা! দলপতি হাতি যেমন দলকে চালিয়ে রোদে তেতে দুপুরবেলায় ঠাণ্ডা জায়গায় বিশ্রাম করে, তেমনি উনি নিজের সন্তানের মতো প্রজাদের তত্ত্বাবধান করে শ্রান্তমনে নির্জনে বসে আছেন।

(নিকটে যাইয়া) মহারাজের জয় হোক। হিমালয়-উপত্যকার[১২] বনবাসী তপস্বীরা কাশ্যপের কাছ থেকে বার্তা নিয়ে স্ত্রীলোক সঙ্গে করে এসে পৌঁছেছেন। এখন মহারাজ যা আজ্ঞা করেন।

রাজা। (সসম্মানে) কি? কাশ্যপের কাছ থেকে বার্তা নিয়ে?

কঞ্চুকী। তাইই।

রাজা। তাহলে আমার নাম করে উপাধ্যায় সোমরাতকে[১৩] জানাও যে তিনি যেন ঐ আশ্রমবাসীদের শাস্ত্রীয় প্রথায় অভ্যর্থনা করে

নিজে আমার কাছে নিয়ে আসেন। আমিও এদিকে তপস্বীদের সঙ্গে সাক্ষাতের উপযুক্ত জায়গায় গিয়ে অপেক্ষা করছি।

কঞ্চুকী। যে আজ্ঞা। নিষ্ক্রান্ত

রাজা। (উঠিয়া) বেত্রবতী[১৪], অগ্নিশালার পথ দেখাও।

প্রতীহারী। এই দিকে আসুন মহারাজ।

রাজা। (অগ্রসর হইতে হইতে রাজার জীবন সম্বন্ধে খেদ অভিনয় করিয়া) সকলেই প্রার্থিত বস্তু লাভ ক'রে নিজেকে সুখী বোধ করে কিন্তু রাজাদের প্রার্থনাসিদ্ধিতে দুঃখই বাড়ে। রাজপদ লাভে শুধু কামনার অবসান হয় মাত্র, যা লব্ধ হয়েছে তার রক্ষায় ক্লেশই হয়, ছাতার হাতল নিজহাতে ধারণ[১৫] করার মতো রাজত্বকর্মে শ্রম দূর যত না হয়, তার অধিক শ্রম হয়।

নেপথ্যে

বৈতালিকদ্বয়[১৬]। মহারাজের জয় হোক।

১ম বৈতালিক। আত্মসুখ-অভিলাষ ত্যাগ করি তুমি
নিয়তই শ্রম কর লোকহিত তরে ;
হয়তো উহাই তব প্রকৃতি নিজের—
বৃক্ষ যথা নিজশিরে তীব্র গ্রীষ্ম সহি
ছায়াদানে আশ্রিতের দুঃখ দূর করে।

২য় বৈতালিক। বিমার্গগামী শাসিত যত তব রাজদণ্ড তলে
শান্ত করি বিসম্বাদ রক্ষা কর নিজ বাহুবলে ;
ধনবান শক্তিমান মানবেরে জ্ঞাতি সবে বলে !
কুটুম্ব-দায়িত্ব পাল প্রজাদের তুমি কার্যকালে।

রাজা। মন ক্লান্ত হলেও এতে উৎসাহ পেলাম।

প্রতীহারী। এই যে অগ্নিশালার বারান্দা—সদ্য মাজাঘসায় ঝকঝক করছে, পাশে হোমধেনু। মহারাজ উঠুন।

রাজা। (উঠিয়া পরিচারিকার কাঁধে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া)[১৭] বেত্রবতী, ভগবান কাশ্যপ কি উদ্দেশ্যে ঋষিদের আমার কাছে পাঠিয়ে থাকতে পারেন ? তপস্যাদ্বারা যাঁরা শক্তিসঞ্চয় করেন, সেই সংযমী তপস্বীদের তপস্যাপালনে কি কোনো বিঘ্ন ঘটেছে ? অথবা তপোবনে যে প্রাণীরা বাস করে, কেউ কি তাদের কোনো

ক্ষতি করেছে? না, আমার কোনো অন্যায় আচরণ উদ্ভিদদের[১৮] ফলোদ্গমে প্রতিবন্ধক হয়েছে? এই রকম নানা চিন্তার উদয়ে কিছু স্থির নিশ্চয় না করতে পেরে আমার মন ব্যাকুল হচ্ছে।

প্রতীহারী। আমার মনে হয় মহারাজের পুণ্যকাজে আনন্দিত হয়ে ঋষিরা মহারাজকে সম্বর্ধনা করতে এসেছেন।

শকুন্তলা-পুরঃসর মুনিদের গৌতমীসহ প্রবেশ; তাঁহাদের অগ্রে কঞ্চুকী ও পুরোহিত

কঞ্চুকী। আপনারা এদিকে আসুন।

শার্ঙ্গরব। শারদ্বত, হতে পারে এই রাজা মহামনা, কখনও ন্যায়পথ থেকে বিচ্যুত হন না, এবং সবজাতের গৃহীদের মধ্যে এমন কি নীচবর্ণেরও কেউ কুমার্গগামী নয়, তবু কিন্তু চিরকাল নির্জন স্থানে অভ্যস্ত হওয়ায় আমার কাছে এই জনাকীর্ণ প্রাসাদ যেন আগুনে ঘেরা বলে মনে হচ্ছে।

শারদ্বত। রাজধানীতে ঢোকা অবধি যে তোমার ঐরকম বোধ হচ্ছে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই: যে স্নান করেছে তার কাছে তেল মেখে স্নান না করা লোক যেমন মনে হয়, শুচি লোকের কাছে অশুচি লোক যেমন মনে হয়, জাগ্রতের কাছে ঘুমন্ত লোক যেমন মনে হয়, মুক্ত লোকের কাছে বদ্ধ লোক যেমন মনে হয়, আমার কাছেও এখানকার সুখান্বেষী লোকদের সেই রকম মনে হচ্ছে[১৯]।

শকুন্তলা। (নিমিত্ত সূচনা করিয়া)[২০] মাগো! আমার ডান চোখ নাচছে কেন?

গৌতমী। বাছা, অমঙ্গল নাশ হোক! তোমার স্বামীগৃহের দেবতারা মঙ্গল করুন।

পুরোহিত। (রাজাকে দেখাইয়া) হে তপস্বীগণ, ঐ যে বর্ণাশ্রমের রক্ষণকর্তা রাজা আগেই আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। ওঁকে দেখুন।

শার্ঙ্গরব। হে মহাব্রাহ্মণ[২১], সেটা ভালই, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তবু আমাদের কাছে তা বলা নিষ্প্রয়োজন, কারণ ফল ধরলে গাছ নুয়ে পড়ে, নববর্ষার জলে ভরা মেঘ অনেক নীচে নেমে আসে, সমৃদ্ধিতে সৎলোক উদ্ধত হয় না, পরোপকারীদের স্বভাবই এই।

প্রতীহারী। মহারাজ, ঋষিরা বেশ প্রসন্নমূর্তি, মনে হয় তাঁরা ভাল উদ্দেশ্যেই এসেছেন।

রাজা। (শকুন্তলাকে দেখিয়া) কিন্তু বিবর্ণ পাতায় ঘেরা নতুন পাতার মতো, তপস্বীদের মধ্যে এই অবগুণ্ঠনবতী[২২] শ্রীমতী, যাঁর শরীরের রূপ অস্ফুটভাবে দেখা যাচ্ছে, উনি কে হতে পারেন?

প্রতীহারী। মহারাজ, আমারও খুব কৌতূহল হলেও আমি কিছু ভেবে পাচ্ছি না। কিন্তু ওঁর রূপ দেখবার মতো!

রাজা। তা হোক্, পরস্ত্রীকে বেশি মনোযোগ দিয়ে দেখতে নেই।

শকুন্তলা। (বুকে হাত দিয়া, স্বগত) হৃদয়, অমন কাঁপছ কেন? আর্যপুত্রের ভালবাসার কথা মনে করে স্থির হও!

পুরোহিত। (সম্মুখে আসিয়া) এই যে তপস্বীরা। এঁদের যথাবিধি অভ্যর্থনা করা হয়েছে। এঁরা গুরুর কাছ থেকে কোনো বার্তা নিয়ে এসেছেন, মহারাজ তা শুনুন।

রাজা। শুনছি।

ঋষিগণ। (হাত তুলিয়া) মহারাজের জয় হোক।

রাজা। আপনাদের সকলকে অভিবাদন করছি।

ঋষিগণ। আপনার মনোরথ সিদ্ধ হোক।

রাজা। মুনিদের তপস্যায় কোনো বিঘ্ন হচ্ছে না তো?

ঋষিগণ। আপনিই যখন রক্ষা করছেন তখন সাধুদের ধর্মকর্মে বিঘ্ন কি করে হতে পারে? সূর্য যখন প্রকাশ থাকে তখন অন্ধকারের আবির্ভাব কি করে হতে পারে?

রাজা। তাহলে আমার রাজা নাম সার্থক। ভগবান কাশ্যপ সংসারের হিতের জন্য কুশলে আছেন তো?

শার্ঙ্গরব। কুশলে থাকা সিদ্ধিমান্‌দের স্বেচ্ছাধীন[২৩]। তিনি আপনার নিরাময়প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এই কথা বলতে বলেছেন—

রাজা। ভগবান কি আদেশ করছেন?[২৪]

শার্ঙ্গরব। "আপনাদের উভয়ের নিজ ব্যবস্থা অনুসারে আপনি আমার এই কন্যাকে যে বিবাহ করেছিলেন, আপনাদের দুজনেরই সেই কাজ আমি সাহ্লাদে অনুমোদন করেছি, কারণ আপনাকে আমি যোগ্যদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য মনে করি এবং শকুন্তলাও মূর্তিমতী

সচ্চরিত্রতা ; একই রকম গুণের বধূ ও বরের মিলন ঘটিয়ে প্রজাপতি ব্রহ্মা বহুদিন পরে নিন্দাভাজন হলেন না[২৫]। অতএব এখন আপনার সঙ্গে ধর্মাচরণের জন্য অন্তঃসত্ত্বা এঁকে গ্রহণ করুন[২৬]।"

গৌতমী। আর্য, আমি একটা কথা বলতে চাই। আমার এতে কিছু বলার নেই, কারণ শকুন্তলা গুরুজনকে কিছু বলে নি, আপনিও তার আত্মীয়স্বজনকে কিছু জিজ্ঞেস করেন নি। আপনারা নিজেরাই যখন সব করেছেন তখন আপনাদের কাকেই বা আমার কি বলার থাকতে পারে ?

শকুন্তলা। (স্বগত) আর্যপুত্র না জানি এখন কি বলবেন !

রাজা। এসব আবার কি ব্যাপার ?

শকুন্তলা। (স্বগত) কথার আরম্ভই যে আগুনের মতো !

শার্ঙ্গরব। সে কি কথা ? সাংসারিক বিষয় তো আপনিই ভাল জানেন ! স্বামী বর্তমানে যদি কোনো স্ত্রীলোক নিজের আত্মীয়দের কাছেই থাকে তবে সতী হলেও লোকে তাকে অন্য রকম মনে করে ; সেইজন্য আত্মীয়রা সর্বদা চায় যে প্রিয়া হোক অপ্রিয়া হোক, সে স্বামীর কাছেই থাকে।

রাজা। আমি কি শ্রীমতীকে কখনো বিবাহ করেছিলাম ?

শকুন্তলা। (সবিষাদে, স্বগত) হৃদয়, তুমি যা ভেবেছিলে তা ঠিকই !

শার্ঙ্গরব। এ কি নিজের কৃত কার্যকে অন্যায় মনে করা ? না, ধর্মের প্রতি বিমুখতা ? না, যা করেছেন তা অস্বীকার করা ?

রাজা। যার অস্তিত্বই নেই তা কল্পনা করে নিয়ে এসব প্রশ্ন করা কেন ?

শার্ঙ্গরব। যারা ঐশ্বর্যমত্ত তাদেরই এই রকম দুর্মতির আধিক্য হয়।

রাজা। খুবই তো তিরস্কৃত হলাম !

গৌতমী। বাছা, একটুক্ষণ লজ্জা ক'রো না। তোমার ঘোমটা সরিয়ে[২৭] ফেলছি, তাতে তোমার স্বামী তোমাকে চিনতে পারবেন। (সেইরূপ করিলেন)

রাজা। (শকুন্তলাকে মনোযোগ দিয়া দেখিয়া, স্বগত) ভ্রমর যেমন সকালবেলার শিশিরভরা কুন্দফুলকে ভোগও করতে পারে না, ছাড়তেও পারে না, তেমনি আমি আগে এঁকে বিবাহ করেছিলাম

বা করিনি, সে বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় না হয়ে এইভাবে উপস্থিত এই অনিন্দ্য রূপ আমি ভোগও করতে পারছি না, ছাড়তেও পারছি না। (ভাবিতে লাগিলেন)

প্রতীহারী। (স্বগত) অহো, মহারাজের কি ধর্মভীরুতা! এইরকম রূপ অনায়াসে পেয়ে অন্য কেউ কি আর দ্বিধা করত?

শার্ঙ্গরব। ভো রাজন্, কিছু বলছেন না যে?

রাজা। হে তপোধনগণ, শ্রীমতীকে আমি বিবাহ করেছিলাম একথা চিন্তা করেও আমার স্মরণ হচ্ছে না। অতএব ওঁর গর্ভলক্ষণ[২৮] যখন বেশ স্পষ্ট তখন নিজেকে ক্ষেত্রী[২৯] মনে করে কি করে আমি ওঁকে গ্রহণ করতে পারি?

শকুন্তলা। (নিম্নস্বরে) বিয়েতেই যখন আর্যের সন্দেহ হচ্ছে তখন কোথায় গেল আমার বড় বড় যত সব আশা!

শার্ঙ্গরব। বেশ, করবেন না। চোরকে চুরিকরা নিজের জিনিষ দিয়ে দেওয়ার মতো আপনি তাঁর কন্যাকে ধর্ষণ করলেও যিনি তা অনুমোদন করেছিলেন, সেই মুনি আপনার দ্বারা অপমানিত হবার যোগ্যই বটেন!

শারদ্বত। শার্ঙ্গরব, এখন তুমি থাম। শকুন্তলা, আমাদের যা বলার ছিল আমরা বলেছি। এই মহাশয় ঐরকম বল্লেন। তাঁর যাতে বিশ্বাস হয় এমন উত্তর তুমি এখন ওঁকে দেও।

শকুন্তলা। (নিম্নস্বরে) সে রকম প্রেম যখন এই অবস্থায় পৌঁছেছে তখন মনে করিয়ে দিয়েই বা লাভ কি? এখন আমিই যাতে দোষী সাব্যস্ত না হই, শুধু সেই চেষ্টাই করি। (প্রকাশ্যে) আর্যপুত্র—(এই বলিয়াই থামিয়া) বিয়েতেই যখন সন্দেহ হচ্ছে তখন এ সম্বোধন ঠিক হবে না—পৌরব, তখন আশ্রমের মধ্যে স্বভাবতঃই সরলমন আমাকে প্রথমে অঙ্গীকার[৩০] দেবার প্রতারণা করে এখন এইরকম কথা বলে প্রত্যাখ্যান করা আপনার উচিতই হচ্ছে বটে!

রাজা। (কান বন্ধ করিয়া) একি সব অন্যায় কথা! পাড় ঘেঁষে বহা নদী যেমন নিজের পরিষ্কার জল ঘোলা করে, আবার পাড়ের গাছও উপড়ে ফেলে, তেমনি আপনি কেন আপনার নিজের

কুল কলঙ্কিত করছেন আর আমাকেও পতিত করার চেষ্টা করছেন ?

শকুন্তলা। বেশ, যদি সত্যিই আপনি আমাকে অন্যের স্ত্রী মনে করেছেন বলে এইরকম আচরণ করছেন তবে এই অভিজ্ঞান দিয়ে আপনার চিন্তা দূর করছি।

রাজা। ভাল কথা।

শকুন্তলা। (আঙুলে হাত বুলাইয়া) হায় হায়, আমার আঙুলে তো আংটিটা নেই ! (সবিষাদে গৌতমীর দিকে তাকাইয়া রহিলেন)

গৌতমী। ইন্দ্রতীর্থে শচীঘাটের[৩১] জলে তুমি পুজো করবার সময়ে নিশ্চয় আংটিটা খসে পড়ে গিয়েছে।

রাজা। (মৃদু হাসিয়া) একেই তো বলে স্ত্রীলোকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব !

শকুন্তলা। আমার দুর্ভাগ্যেই এটা ঘটল নিশ্চয়। ভাল, আপনাকে আর একটা কথা বলব।

রাজা। এবার আশা করি শোনার মতো কিছু হবে !

শকুন্তলা। সেই যে একদিন নবমালিকা মণ্ডপে আপনার হাতে পদ্মপাতার পাত্রে জল ছিল।

রাজা। শুনে যাচ্ছি !

শকুন্তলা। সে সময়ে আমি যাকে ছেলের মত দেখতাম, দীর্ঘাপাঙ্গ নামে সেই হরিণের বাচ্চাটি সেখানে এসে উপস্থিত হল। আপনি স্নেহ করে "ও প্রথমে জল খা'ক" এই বলে ওকে জল খাওয়ার জন্যে অনেক সাধাসাধি করলেন। কিন্তু আপনি ওর অপরিচিত বলে ও আপনার কাছে এল না। তারপর আমি সেই জলপাত্রই হাতে নিলে ও জল খেল। তখন আপনি এই বলে ঠাট্টা করেছিলেন "সকলেই নিজের জ্ঞাতিকুটুম্বকে বিশ্বাস করে, তুমি আর ও দুজনেই বনের জীব !"[৩২]

রাজা। নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে নিপুণ স্ত্রীলোকদের এই রকম মিথ্যাময় বাক্যমধুতে, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে যাদের খুব আগ্রহ, শুধু তারাই আকৃষ্ট হয়।

গৌতমী। মহাভাগ, ওরকম বলা আপনার উচিত হয় না। তপোবনে প্রতিপালিত শকুন্তলা কখনও ছলনা শেখে নি।

রাজা। হে তাপসবৃদ্ধে[৩৩], বিনা শিক্ষায়ই তো ছলনাপটুত্ব স্ত্রী-প্রাণীদের মধ্যেও যথেষ্ট দেখা যায়—যাদের জ্ঞানবুদ্ধি আছে তাদের আর কি কথা! স্ত্রী-কোকিলরাই তো আকাশে উড়ে যাবার আগে অন্য পাখিদের দ্বারা নিজের সন্তানদের পালন করায়![৩৪]

শকুন্তলা। (সরোষে) অনার্য! তুমি সকলকে তোমার নিজের মতোই মনে করছ! ধর্মের মুখোস পরা, ঘাসে ঢাকা গর্তের মতো তুমি! তুমি ছাড়া আর কে তোমার মতো আচরণ করতে পারে?

রাজা। (স্বগত) এঁর এই ক্রোধ কপট মনে হচ্ছে না এবং তাতে আমার মনেও খট্‌কা লাগছে, কারণ গোপনে যে প্রণয় হয়েছিল ইনি বলছেন, তা বিস্মৃত হওয়ায় নিষ্ঠুরমনে আমি যখন তা অস্বীকার করলাম তখন ঘোর রক্তবর্ণ চোখে বঙ্কিম ভ্রূদুটিতে অত্যন্ত ক্রোধে ভ্রূভঙ্গ করে যেন ইনি মদনের ধনু আমারই উপর ভেঙে ফেললেন। (প্রকাশ্যে) ভদ্রে, দুষ্যন্তের ক্রিয়াকলাপের কথা সকলেরই সুজ্ঞাত, কিন্তু ওরকম কিছুর কথা তো কেউই জানে না।[৩৫]

শকুন্তলা। পুরুবংশের উপর বিশ্বাস করে এই মুখে মধু, মনে বিষ লোকের হাতে পড়ে আমিই তাহলে স্বেচ্ছাচারিণী প্রমাণ হলাম! ভালই! (পরিধেয় বস্ত্রের প্রান্ত দ্বারা মুখ ঢাকিয়া রোদন করিতে লাগিলেন[৩৬])

শার্ঙ্গরব। নিজের চপলতা সংযত না করলে তা এইভাবেই দহন করে। অতএব প্রেমের সম্বন্ধ, বিশেষতঃ তা যদি আবার গোপন হয়, বিশেষ বিবেচনা করে স্থাপন করা কর্তব্য, কারণ যেখানে পরস্পরের প্রকৃতি জানা না থাকে সেখানে সৌহৃদ্য পরস্পর-দ্বেষে পরিণত হয়।[৩৭]

রাজা। ও মশায়, শুধু শ্রীমতীর কথায়ই বিশ্বাস করে আপনি আমাকেও নানা রকমে দোষে জড়িয়ে পীড়া দিচ্ছেন কেন?

শার্ঙ্গরব। (সবিদ্বেষে) শুনলেন সবাই উল্টো কথা![৩৮] যে আজন্ম কোনো শঠতা শেখেনি, তার কথা অপ্রামাণ্য! আর যাঁরা বিদ্যাভ্যাস করার মতো অন্যকে প্রবঞ্চনা করা শিক্ষা করেন তাঁরাই হলেন সত্যবাদী!

রাজা। হে সত্যবাদী, সে কথা মানলাম, কিন্তু এঁকে প্রবঞ্চনা করে আমার লাভ কি হবে?

শার্ঙ্গরব। বিনিপাত!

রাজা। পৌরবরা বিনিপাত কামনা করে, এ কথা কেউই বিশ্বাস করবে না![৩৯]

শারদ্বত। শার্ঙ্গরব, আর কথা বাড়িয়ে লাভ কি? আমরা গুরুর নির্দেশ পালন করেছি, এখন আমরা ফিরে যাই। (রাজার প্রতি) তাহলে ইনি আপনার পত্নী, এঁকে আপনি গ্রহণ করতে পারেন, ত্যাগও করতে পারেন[৪০], স্ত্রীর উপর স্বামীর সব অধিকারই আছে। গৌতমী, আপনি আগে চলুন। সকলের প্রস্থান[৪১]

শকুন্তলা। সে কি! এই ধূর্তও আমাকে প্রবঞ্চনা করল, আর আপনারাও আমাকে ছেড়ে চল্লেন? (তাঁহাদের পিছনে পিছনে চলিলেন)

গৌতমী। (দাঁড়াইয়া) বাছা শার্ঙ্গরব, শকুন্তলা করুণভাবে কাঁদতে কাঁদতে আমাদের পিছনে পিছনে আসছে। স্বামী যখন নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন তখন বাছা আমার করবেই বা কি![৪২]

শার্ঙ্গরব। (সরোষে পিছন ফিরিয়া) দুষ্টা! তুমি নিজের ইচ্ছামত চলতে চাচ্ছ?

শকুন্তলা ভয় পাইয়া কাঁপিতে লাগিলেন

শার্ঙ্গরব। শকুন্তলা, রাজা যেরকম বলছেন তুমি যদি তাই হও, তবে কুল-কলঙ্কিনী তোমাকে নিয়ে তোমার পিতা কি করবেন? আর যদি তুমি তোমার নিজের আচরণ নির্দোষ মনে কর তবে পতিগৃহে দাসীবৃত্তি করাও তোমার পক্ষে উচিত হবে। থাক এখানে। আমরা চল্লাম![৪৩]

রাজা। হে তপস্বী, আপনি শ্রীমতীকে মিথ্যা আশা[৪৪] দিচ্ছেন কেন? চন্দ্র কেবল কুমুদদের আর সূর্য কেবল পদ্মদের প্রস্ফুটিত করে; আত্মসংযমীদের মন কখনও পরস্ত্রীসঙ্গ কামনা করে না।

শার্ঙ্গরব। আপনি যখন অন্য অবস্থার মধ্যে ফিরে আগের ঘটনা ভুলে যেতে পারেন তখন অধর্ম করতে ভয় পাচ্ছেন কেন?

রাজা। এক্ষেত্রে আপনাকেই[৪৫] কোন্‌টা কম কোন্‌টা বেশি অন্যায় জিজ্ঞাসা করি—যখন সংশয় হচ্ছে যে আমিই ভুলে গিয়েছি, না

ইনিই মিথ্যা বলছেন, তখন আমি স্ত্রীত্যাগী হব, না পরস্ত্রীসঙ্গে দোষী হব?

পুরোহিত। (চিন্তা করিয়া) এক্ষেত্রে এরকম করলে ভাল হবে—

রাজা। আপনি আমাকে আজ্ঞা করুন।

পুরোহিত। সন্তানপ্রসব পর্যন্ত শ্রীমতী আমার বাড়ীতে থাকুন। প্রশ্ন হতে পারে কেন আমি এরকম বলছি? তার কারণ সাধুসজ্জনরা বলে রেখেছেন আপনার প্রথমে চক্রবর্তী পুত্র হবে। মুনির দৌহিত্র যদি সেই রকম লক্ষণযুক্ত হয় তবে এঁকে সমাদর করে অন্তঃপুরে গ্রহণ করবেন, তা না হলে এঁকে পিতার কাছে পাঠানো[৪৬] ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

রাজা। গুরুর যেমন ইচ্ছা।

পুরোহিত। বৎসে, আমার সঙ্গে এস।

শকুন্তলা। ভগবতী বসুধা, দ্বিধা হও! (এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিলেন)[৪৭] পুরোহিত ও তপস্বীদের সঙ্গে নিক্রান্ত

শাপফলে অবরুদ্ধস্মৃতি হইয়া রাজা শকুন্তলা সম্বন্ধীয় বিষয়ই চিন্তা করিতে লাগিলেন

নেপথ্যে

কি আশ্চর্য! কি আশ্চর্য!

রাজা। (শুনিয়া) আবার কি হল?

প্রবেশ করিয়া

পুরোহিত। (সবিস্ময়ে) মহারাজ, অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল!

রাজা। কি হল!

পুরোহিত। মহারাজ, কণ্বশিষ্যরা চলে গেলে সেই তরুণী নিজের ভাগ্যকে নিন্দা করতে করতে বাহু উৎক্ষেপণ করে কাঁদতে[৪৮] লাগলেন—

রাজা। হাঁ।

পুরোহিত। তখন অপ্সরাঘাটের কাছে অনেকটা যেন স্ত্রীলোকের মতো দেখতে একটা বিদ্যুতের ঝলক তাঁকে তুলে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল!

সকলে বিস্ময়ের অভিনয় করিলেন

রাজা। ভগবন্, ও ব্যাপারের তো আমি আগেই নিষ্পত্তি করেছি,

এখন অনর্থক ভেবে আর লাভ কি? আপনি বিশ্রাম করুন গিয়ে।

পুরোহিত। (চাহিয়া রহিয়া) আপনার জয় হোক। নিষ্ক্রান্ত

রাজা। বেত্রবতী, আমার বড়ই ব্যাকুল বোধ হচ্ছে। শোবার ঘরের পথ দেখাও।[৪৯]

প্রতীহারী। এই দিকে আসুন মহারাজ। প্রস্থান

রাজা। যে মুনিকন্যাকে প্রত্যাখ্যান করলাম, তাঁকে বিবাহ করার কথা স্মরণ নেই সত্য বটে, কিন্তু তবু আমার মন অত্যন্ত পীড়িত বোধ ক'রে বিবাহের কথাই যেন আমাকে বিশ্বাস করাচ্ছে![৫০]

সকলে নিষ্ক্রান্ত

৬ অঙ্ক

প্রবেশক[১]

নগররক্ষক রাজ-শ্যালকের প্রবেশ, তাঁহার পিছনে একজন হাত-বাঁধা লোককে লইয়া দুইজন রক্ষী

রক্ষীদ্বয়। (লোকটাকে পিটাইতে পিটাইতে) ওরে বেটা চোর, মণির চারপাশ ঘিরে রাজার নাম লেখা এই আংটি তুই কোথায় পেলি বল্।

লোকটি। (ভয় পাওয়ার অভিনয় করিয়া) দয়া করুন মশায়রা, অমন কাজ আমার দ্বারা হয় না।

১ম রক্ষী। তবে কি অতিযোগ্য ব্রাহ্মণ মনে করে ওটা তোকে রাজা প্রণামী দিয়েছিলেন?

লোকটি। শুনুন একটু। আমি জেলে, ইন্দ্রতীর্থের কাছে থাকি।

২য় রক্ষী। বেটা সিঁধেল চোর, আমরা তোকে জাতের কথা জিজ্ঞেস করেছি?

শ্যালক। সূচক[২], ওকে সব কথা গুছিয়ে বলতে দেও, মাঝখানে আটকিয়ো না।

রক্ষীদ্বয়। হুজুর যা বলেন। বল্।

লোকটি। আমি জাল বঁড়শি প্রভৃতি দিয়ে মাছ ধরে পরিবারের পেট চালাই।

শ্যালক। (উপহাস করিয়া) ভারি পবিত্র পেশা তো তোর!

লোকটি। কর্তা, সে কথা তুলবেন না। যেটা যার জাতগত কাজ, তা নিন্দের হলেও ছাড়া উচিত নয়[৩]। যজ্ঞের জন্যে পশুবধ কর্ম করার সময়ে নির্দয়[৪] হলেও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ খুবই দয়ালু লোকই থাকেন।

শ্যালক। যাক ; তারপর কি বলছিলি ?

লোকটি। একদিন একটা রুই মাছ পেয়ে সেটাকে যখন টুকরো করে কাটছি তখন তার পেটের মধ্যে তাকিয়ে দেখলাম[৫] এই আংটিটায় বসানো রত্ন জ্বল জ্বল করছে ; যখন ঐ আংটিটা নিয়ে বিক্রির জন্যে আমি দেখিয়ে বেড়াচ্ছিলাম তখন মশায়রা আমাকে ধরলেন ; আমাকে মেরেই ফেলুন আর ছেড়েই দিন, এই হচ্ছে আমার কাছে আংটি আসার বৃত্তান্ত।

শ্যালক। জাম্বুক, এ বেটার গা দিয়ে কাঁচা মাংসের গন্ধ বার হচ্ছে, বেটা নিশ্চয় সত্যিই গোসাপ-খেগো জেলেই হবে। ওর আংটি পাওয়ার ব্যাপারটা সম্বন্ধে খোঁজ করতে হবে। চল, রাজবাড়ীতে যাই।

রক্ষীদ্বয়। ভাল। চলরে বেটা গাঁটকাটা।

সকলে অগ্রসর হইলেন

শ্যালক। সূচক, এই আংটি পাবার ব্যাপার রাজাকে জানিয়ে[৬] তাঁর হুকুম নিয়ে আমি না ফেরা পর্যন্ত তোমরা এ লোকটাকে সাবধানে পাহারা দিয়ে রাজবাড়ীর এই দরজায় অপেক্ষা কর।

রক্ষীদ্বয়। যান হুজুর, রাজার হুকুম জানুন। শ্যালক নিষ্ক্রান্ত

১ম রক্ষী। জাম্বুক, হুজুরের তো বড্ড দেরি হচ্ছে।

২য় রক্ষী। রাজাদের সঙ্গে দেখা হতে তো সময় লাগে।

১ম রক্ষী। জানুক, এ বেটাকে মরবার ফুলের মালা পরাবার জন্যে আমার হাত দুটো নিশ্‌পিশ্‌ করছে[৭]।

লোকটি। অকারণে আমাকে মেরে ফেলার কথা ভাবা মশায়ের উচিত না।

২য় রক্ষী। (দেখিতে পাইয়া) ঐ যে হুজুর রাজার হুকুম লেখা কাগজ হাতে নিয়ে এদিকে আসছেন দেখা যাচ্ছে। এবার তুই শকুনের খাবার হবি, না হয় কুকুরের মুখ দেখবি[৮]।

প্রবেশ করিয়া

শ্যালক। সূচক, জেলেটিকে ছেড়ে দাও; ওর হাতে আংটি আসার কথা ঠিকই।

সূচক। যে আজ্ঞে হুজুর। বেটা যমের বাড়ী ঢুকে আবার বার হয়ে এল। (লোকটিকে বন্ধনযুক্ত করিল)

লোকটি। (শ্যালককে প্রণাম করিয়া) কর্তা, আজ আমার পেট চলবে কি ক'রে?[৯]

শ্যালক। এই যে, রাজা তোমাকে আংটির দামের সমান বক্‌শিষ দিয়েছেন। (লোকটিকে অর্থ দিলেন)

লোকটি। (সপ্রণামে গ্রহণ করিয়া) হুজুরের দয়া!

সূচক। হাঁ, একেই বলে দয়া—শূল থেকে নামিয়ে হাতির কাঁধে বসানো[১০]!

জানুক। রাজা যে বকশিষ দিলেন, এতে মনে হয় আংটিটা পেয়ে তিনি খুব খুসি হলেন।

শ্যালক। আংটিতে বসানো খুব দামি পাথরটা যে তাঁর প্রিয় ছিল বলে, তা মনে হয় না। আংটি দেখে তাঁর কোনো প্রিয়জনকে মনে পড়লো। স্বভাবতঃ গম্ভীরপ্রকৃতি হলেও মুহূর্তের জন্যে তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়লেন।

সূচক। হুজুর তবে রাজার উপকার করেছেন।

জানুক। শোনো কথা! রাজার, না এই জেলের সর্দারের? (এই বলিয়া লোকটির প্রতি ঈর্ষাদৃষ্টিতে তাকাইল)

লোকটি। কর্তা, এর অর্ধেক আপনাদের প্রণামী দিতে চাই[১১]।

জানুক। সে কথা ভালই[১২]।

শ্যালক। ধীবর, তুমি মস্ত লোক, এখন আবার আমার প্রিয়বন্ধু হলে। সুরা সাক্ষী করে আমাদের এই নতুন বন্ধুত্ব স্থাপন করা উচিত, অতএব চল সবাই মদের দোকানেই যাই।[১৩] সকলে নিষ্ক্রান্ত

প্রবেশক সমাপ্ত

আকাশমার্গে সানুমতী[১৪] নামক অপ্সরার প্রবেশ

সানুমতী। সাধুসজ্জনদের স্নান শেষ হওয়া পর্যন্ত পালা করে অপ্সরাঘাটের কাছে আমাদের উপস্থিত থাকার কাজ শেষ করেছি। এইবার রাজার অবস্থাটা স্বচক্ষে দেখব। মেনকার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ, তাতে শকুন্তলা আমার নিজেরই শরীরের মতো। মেনকাও মেয়ের জন্যে আগেই আমাকে বলেছেন।

(চারিদিকে তাকাইয়া) বসন্তঋতুর উৎসব আরম্ভ হলেও রাজবাড়ীতে উৎসব পালনের কোনো চিহ্ন দেখছি না কেন? মনোবলেই সব বিষয় জানবার শক্তি আমার আছে বটে, কিন্তু সখীর কথা রাখতে হবে। ভাল, নিজেকে অদৃশ্য রাখার শক্তি খাটিয়ে এই দুজন উদ্যানরক্ষিণীর কাছাকাছি থেকে ব্যাপার বোঝা যাক। (অবতরণ অভিনয় করিয়া নামিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন)

আমের মুকুলের দিকে তাকাইতে তাকাইতে একজন চেটীর প্রবেশ, তাহার পিছনে আর একজন চেটী

প্রথমা। হে আমের মুকুল, তুমি ঋতুমঙ্গল; আধোলাল আর সবুজে সাদায় মেশানো রঙের তোমাকে দেখেছি! তোমাকে নমস্কার করি।

দ্বিতীয়া। ওরে পরভৃতিকা,[১৫] একা একা কি বিড়বিড় করছিস?

প্রথমা। মধুকরিকা, আমের মুকুল দেখলে পরভৃতিকা পাগল হয়ে ওঠে!

দ্বিতীয়া। (সহর্ষে দ্রুতগতিতে নিকটে আসিয়া) মধুমাস আরম্ভ হয়েছে নাকি রে?

প্রথমা। মধুকরিকা, মাতাল হয়ে ঘুরে ঘুরে তোর গান গেয়ে বেড়াবার সময় এবার হয়েছে।

দ্বিতীয়া। ওরে, আমাকে একটু ধরে থাক না, পায়ের ডগায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আমের মুকুল পেড়ে কামদেবের অর্চনা করি।

প্রথমা। যদি আমাকে অর্চনার অর্ধেক ফল দিস্ তবে।

দ্বিতীয়া। সেকথা তুই না বলে দিলেও তাই হবে, কেননা আমাদের প্রাণ একই, শরীরই দুটো। (সখীকে ধরিয়া দাঁড়াইয়া আমের মুকুল ছিঁড়িল) ওরে, পুরোপুরি না ফুটলেও মুকুল ছিঁড়লেই কি সুগন্ধ বার হচ্ছে! (যুক্তহস্তে) হে আমের মুকুল, হাতে ধনু কামদেবের

কাছে তোমাকে নিবেদন করলাম। প্রবাসী লোকদের যুবতী পত্নীদের পক্ষে তুমি তাঁর পঞ্চশরের মধ্যে সবচেয়ে জোরালো হও!

(এই বলিয়া অঞ্জলিদানের মতো আম্রমুকুল ছুঁড়িয়া ফেলিল)

হঠাৎ উত্তেজনার সহিত পর্দা ঠেলিয়া প্রবেশ করিয়া[১৬]

কুপিতভাবে

কঞ্চুকী। ওগো মূর্খা নারী, রাজা যখন বসন্তোৎসব নিষেধ করেছেন তখন কেন তুমি আমের মুকুল ছিঁড়ছ?

উভয় চেটী। (ভীত হইয়া) ক্ষমা করুন আর্য, আমরা তা জানতাম না।

কঞ্চুকী। তোমরা কি শোন নি যে, বসন্তকালে যেসব গাছে ফুল হয়, আর সে গাছে যে পাখি থাকে তারাও রাজার আদেশ মেনে নিয়েছে?—কারণ অনেক দিন হল আমের মুকুল ফুটলেও তাতে রেণু জমছে না; কুরবকে ফুল ফুটলেও তা কুঁড়ি অবস্থায়ই রয়েছে; শীতকাল শেষ হলেও কোকিলের ডাক তাদের গলায় আটকে যাচ্ছে। আমার মনে হয় মদনও অর্ধাকৃষ্ট শর সভয়ে আবার তূণে ভরে ফেলছেন।

সানুমতী। তাতে সন্দেহ নেই। রাজা মহাপ্রতাপশালী।

১মা চেটী। আর্য, রাজার শ্যালক মিত্রাবসু দিনকয়েক মাত্র হল আমাদের দুজনকে রানীমার কাছে কাজ করতে পাঠিয়েছেন এবং প্রমোদ উদ্যান দেখাশুনো করার ভার আমাদের উপর দেওয়া হয়েছে। তাই নতুন এসেছি বলে আমরা এসব বিষয়ে কিছু শুনি নি।

কঞ্চুকী। যাহোক, আর এরকম ক'রো না।

চেটীদ্বয়। আর্য, আমাদের জানতে কৌতূহল হচ্ছে। যদি আমাদের কাছে বলতে বাধা না থাকে তবে আর্য বলুন কি কারণে রাজা বসন্তোৎসব নিষেধ করেছেন।

সানুমতী। মানুষরা উৎসবপ্রিয় হয়। নিশ্চয় কোনো গুরুতর কারণ থাকবে।

কঞ্চুকী। অনেকেই যা জানে তা বলতে আর বাধা কি? শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যানের কথা, যা সবাই জানে, তা তোমরা কি কখনো শোনই নি?

চেটীদ্বয়। রাজার শ্যালকের মুখে আংটি ফিরে পাওয়া পর্যন্ত শুনেছি।

কঞ্চুকী। তাহলে বলার আর অল্পই আছে। নিজের আংটি দেখে যখন রাজার মনে পড়ল তিনি সত্যই আগে গোপনে শ্রীমতী শকুন্তলাকে বিবাহ করেছিলেন, তারপর ভুলে গিয়ে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, তখন থেকে তিনি ভয়ানক অনুতাপে কাটাচ্ছেন—কোনো রম্য জিনিষ তাঁর ভাল লাগছে না, মন্ত্রীদের তিনি রোজ আগের মতো তাঁর কাছে আসতে দেন না, শয্যার এক প্রান্তে এপাশ-ওপাশ করে প্রায় অনিদ্রায় তাঁর রাত কাটে, এবং ভদ্রতা করে অন্তঃপুরিকাদের সঙ্গে যখন তিনি যথাযোগ্য কথা বলেন তখন তাঁদের নামে গণ্ডগোল করে লজ্জিত হয়ে তিনি অনেকক্ষণ পর্যন্ত বিভ্রান্তভাবে থাকেন।[১৭]

সানুমতী। বেশ লাগছে শুনে।

কঞ্চুকী। এই রকম দারুণ মনঃপীড়ায় তিনি উৎসব নিষেধ করে দিয়েছেন।

চেটীদ্বয়। বুঝলাম।

নেপথ্যে

এদিকে আসুন, এদিকে

কঞ্চুকী। (শুনিয়া) ঐ যে, রাজা এদিকেই আসছেন! তোমরা নিজেদের কাজে যাও।

চেটীদ্বয়। ভাল। নিষ্ক্রান্ত

অনুতাপ-উপযোগী বেশে[১৮] রাজার প্রবেশ, তাঁহার সঙ্গে বিদূষক ও প্রতীহারী

কঞ্চুকী। (রাজাকে নিরীক্ষণ করিয়া) সুপুরুষদের সকল অবস্থাতেই দেখতে কেমন ভাল লাগে। মন খারাপ থাকলেও রাজাকে সুন্দর দেখাচ্ছে—তিনি সবিশেষ অলঙ্কার আভরণ পরিত্যাগ করেছেন, শুধু তাঁর বাম প্রকোষ্ঠে[১৯] একটি মাত্র সোনার বালা পরেছেন, ঘন ঘন উষ্ণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলায় তাঁর অধর লাল হয়ে উঠেছে, দুশ্চিন্তায় রাত্রি জাগায় তাঁর চোখ ক্লান্ত, কিন্তু শরীর ক্ষীণ হলেও তাঁর স্বাভাবিক দীপ্তিবশতঃ মাজাঘসায় ক্ষয়প্রাপ্ত মহামণির মতো তা বোঝা যাচ্ছে না।

সানুমতী। (রাজাকে দেখিয়া) প্রত্যাখ্যানের অপমান সত্ত্বেও শকুন্তলা যে এঁর জন্যে এত কাতর হয়েছে, তা আশ্চর্য নয়।

রাজা। (চিন্তাকুলতাবশতঃ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইতে) তখন মৃগলোচনা প্রিয়া মনে করিয়ে দিলেও আমার এই হতভাগ্য মন ঘুমিয়ে ছিল। আর এখন অনুতাপের দুঃখ ভোগ করার জন্য ঘুম ভেঙেছে!

সানুমতী। শকুন্তলার এমনি দুর্ভাগ্য!

বিদূষক। (নিম্নস্বরে) এঁকে আবার শকুন্তলারোগে ধরেছে! কি করলে যে চিকিৎসা হতে পারে তাও জানি না।

কঞ্চুকী। (নিকটে আসিয়া) মহারাজের জয় হোক। মহারাজ, প্রমোদ উদ্যান সবটা ঘুরে দেখেছি[২০]; মহারাজ যেখানে ইচ্ছা বসে বিশ্রাম করতে পারেন।

রাজা। বেত্রবতী, আমার নাম করে অমাত্য আর্য পিশুনকে[২১] গিয়ে বল যে সকালে উঠতে দেরি হওয়ায় আজ আমি রাজসভায় বসতে পারব না; তিনি প্রজাদের যেসব কর্ম সম্পন্ন করেন, তা যেন আমাকে লিখিতভাবে জানান।

প্রতীহারী। মহারাজ যেমন আজ্ঞা করেন। নিষ্ক্রান্ত

রাজা। বাতায়ন[২২], তুমিও নিজ কর্মে যেতে পার।

কঞ্চুকী। যেমন মহারাজ আজ্ঞা করেন। নিষ্ক্রান্ত

বিদূষক। বেশ নিরিবিলি হয়েছে। এখন এই না-ঠাণ্ডা না-গরম সুন্দর প্রমোদ বনে[২৩] আপনার ভাল লাগবে।

রাজা। বন্ধু, এই যে কথায় বলে "রন্ধ্র পেলেই যত অনর্থ এসে ঘাড়ে চাপে"[২৪], তা সম্পূর্ণ সত্য, কারণ মুনিকন্যাকে ভালবাসার স্মৃতি যে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়েছিল, সে অন্ধকার থেকে আমার মন যেই মুক্ত হল, হে বন্ধু, ঠিক তখনই আমাকে কষ্ট দেবার জন্য মদন তাঁর ধনুতে আমের মুকুলের বাণ লাগালেন![২৫]

বিদূষক। দাঁড়ান, এই লাঠি দিয়ে কন্দর্পের বাণ ধ্বংস করছি। (এই বলিয়া লাঠি তুলিয়া আমের মুকুল ভাঙিয়া ফেলিবার উপক্রম করিলেন)

রাজা। (মৃদু হাসিয়া) থাক হয়েছে! ব্রহ্মতেজ দেখলাম! বন্ধু, কোথায় বসে, অনেকটা প্রিয়ার মত যা দেখতে, সেই লতারাজি দেখে চোখের তৃপ্তিসাধন করি?

বিদূষক। কেন? আপনার কাছে যে পরিচারিকা চতুরিকা ছিল, তাকে

তো আপনি বল্লেন "এ বেলাটা আমি মাধবীমণ্ডপে কাটাব ; আমি নিজহাতে শ্রীমতী শকুন্তলার যে ছবিটা এঁকেছি, সেটা চিত্রফলকশুদ্ধ সেখানে নিয়ে এস"।

রাজা। হাঁ, ও জায়গাটা বিশ্রামের পক্ষে বেশ ভাল, সেখানকারই পথ দেখাও।

বিদূষক। এইদিকে চলুন।

উভয়ে অগ্রসর হইলেন, সানুমতী পিছনে চলিলেন

বিদূষক। এই যে মাধবীমণ্ডপ ; ভিতরে মসৃণ পাথরের আসনের উপর ঝরা ফুল পড়ে কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে, যেন আমাদের স্বাগত জানিয়ে অভ্যর্থনা করছে। আপনি ঢুকে আসন গ্রহণ করুন।

উভয়ে প্রবেশ করিয়া বসিলেন

সানুমতী। লতার কাছে দাঁড়িয়ে সখী শকুন্তলার ছবিটা দেখি, তারপর তাকে স্বামীর নানাভাবে তার উপর ভালবাসা দেখাবার কথা গিয়ে বলব। (সেইরূপে দাঁড়াইলেন)

রাজা। বন্ধু, শকুন্তলা সম্বন্ধে প্রথম দিকের সেইসব কথা এখন মনে পড়ছে। তোমাকেও বলেছিলাম। তাঁকে প্রত্যাখ্যানের সময়ে[২৬] তুমি আমার কাছে ছিলে না। তার আগেও তুমি কখনো আমার কাছে শ্রীমতীর বিষয়ে কিছু বল নি। তুমিও কি আমার মতো সব কথা ভুলে গিয়েছিলে?

বিদূষক। না, ভুলি নি। কিন্তু সব কথা বলার পর আপনি বলেছিলেন "আমি পরিহাস করে যে বাজে গল্প করেছিলাম, তা সত্য মনে ক'রো না"[২৭]। আমারও বুদ্ধিটা একটা মাটির ঢেলার মতো হওয়ায় আমিও তাই বুঝেছিলাম[২৮]। অথবা হয়তো ভবিতব্যতাই ফলবতী হল।

সানুমতী। তাই-ই।

রাজা। (চিন্তিতভাবে) বন্ধু, আমাকে বাঁচাও!

বিদূষক। সে কি কথা? আপনার অমন হওয়া মোটেই উচিত নয়—, সৎলোক কখনো দুঃখে কাতর হয় না, ভীষণ ঝড় বইলেও পাহাড় নিষ্কম্প থাকে[২৯]।

রাজা। বন্ধু, প্রত্যাখ্যানে বিহ্বলা প্রিয়ার অবস্থা স্মরণ করে আমি

নিদারুণ অসহায় বোধ করছি—আমি প্রত্যাখ্যান করলে তিনি নিজের আত্মীয়স্বজনদের পিছনে পিছনে যেতে লাগলেন, তারপর তাঁর গুরুতুল্য পিতৃশিষ্য "থাক এখানে" ব'লে চীৎকার করে উঠলে তিনি থেমে পড়ে নির্দয় আমার দিকে অশ্রুধারায় রুদ্ধ চোখে আবার যে দৃষ্টিপাত করেছিলেন, তা বিষাক্ত শল্যের মতো আমাকে দহন করছে![৩০]

সানুমতী। হায়, নিজের কর্তব্যে নিষ্ঠা এমনই জিনিষ[৩১] যে এঁর দুঃখে আমার আনন্দ হচ্ছে!

বিদূষক। দেখুন আমার মনে হয় শ্রীমতীকে কোনো আকাশচারী নিয়ে গিয়েছে।[৩২]

রাজা। যিনি পতিকে দেবতার মতো দেখেন তাঁকে অন্য আর কে স্পর্শের সাহস করতে পারে? শুনেছি মেনকা তোমার সখীর জন্মদাত্রী। আমার মনে বলে তাঁরই কোনো সহচরী তোমার সখীকে তুলে নিয়ে গিয়েছে।[৩৩]

সানুমতী। এঁর পক্ষে মোহগ্রস্ত হওয়াই বিস্ময়ের বিষয়, জাগ্রত অবস্থা নয়।

বিদূষক। তা যদি হয় তবে ক্রমে শ্রীমতীর সঙ্গে আপনার মিলনও নিশ্চয়ই ঘটবে।

রাজা। কি ক'রে?

বিদূষক। স্বামীর বিরহে মেয়ের দুঃখ মাবাপে বেশিদিন সয়ে থাকতে পারে না।

রাজা। বন্ধু, স্বপ্নই হোক, মায়াই হোক, মতিভ্রমই হোক, অথবা সেইটুকু ফল দিয়ে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া পুণ্যই[৩৪] হোক, যা অতীত হয়েছে তা আর ফিরবার নয়; বন্যার স্রোতে নদীর পাড় ভেঙে ভেঙে পড়ার মতো আমাদের এই সব মনোবাঞ্ছাই একটার পর একটা তলিয়ে যাবে।

বিদূষক। না না, সেকথা বলবেন না। আংটি ফিরে পাওয়া থেকেই তো বোঝা যায় যে, যে মিলন অবশ্যম্ভাবী তাও অচিন্তনীয় ভাবে ঘটতে পারে।[৩৫]

রাজা। (আংটিটির প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া) হায়, যে আঙুলে স্থান পাওয়া সহজ ব্যাপার নয়, সেখানে স্থান পেয়ে আবার খসে পড়ে

যাওয়া এর কি দুর্ভাগ্য ! ওহে আংটি, ফল দেখে বোঝা যাচ্ছে তোমার পুণ্য আমারই মতো অতি স্বল্প ছিল, কারণ অরুণবর্ণ নখে মনোহর তাঁর সেই আঙুলে স্থান পেয়েও তুমি খসে পড়লে !

সানুমতী। যদি অন্য কারও হাতে পড়ত তবে সত্যিই দুর্ভাগ্যের বিষয় হ'ত।

বিদূষক। আচ্ছা, আপনার নামলেখা এই আংটি শ্রীমতীর হাতে কি করে এসেছিল ?

সানুমতী। আমার কৌতূহল এঁর মনেও জেগেছে।

রাজা। শোন তবে—রাজধানীতে আমি ফিরবার সময়ে প্রিয়া সাশ্রুলোচনে বললেন "কতদিনে আর্যপুত্র আবার খবর দেবেন ?"

বিদূষক। তারপর ?

রাজা। তখন এই আংটি তাঁর আঙুলে পরাতে পরাতে আমি উত্তর দিলাম "এতে লেখা আমার নামের এক-একটা অক্ষর রোজ এক-একটা করে গুনো ; যখন শেষ করবে তার মধ্যেই তোমাকে আমার অন্তঃপুরে নিয়ে যাবার লোক তোমার কাছে এসে পৌঁছবে।"[৩৬] কিন্তু নির্দয়হৃদয় আমি মোহাচ্ছন্ন হয়ে আমার কথা রাখি নি।

সানুমতী। সময় গণনার ব্যবস্থা বেশ সুন্দরই হয়েছিল কিন্তু দৈব তা পণ্ড করল।

বিদূষক। কিন্তু জেলের কাটা রুইমাছের পেটের মধ্যে গেল কি করে ?

রাজা। তোমার সখী শচীঘাটে পূজো করবার সময়ে আঙুল থেকে খসে গঙ্গার জলে পড়ে যায়।

বিদূষক। বুঝতে পারলাম।

সানুমতী। সেইজন্যেই অধর্মভীরু এই রাজার অভাগিনী শকুন্তলাকে বিয়ে করার বিষয়ে অবিশ্বাস হয়। কিন্তু এই বা কেমন যে, এরকম প্রেম আবার অভিজ্ঞানের অপেক্ষা রাখে ?[৩৭]

রাজা। এখন এই আংটিটাকে ধমকাই !

বিদূষক। (স্বগত) আবার ইনি পাগলামি আরম্ভ করলেন !

রাজা। তুই কি ক'রে সেই সুন্দর হাতের কোমল আঙুল ছেড়ে জলে ডুবতে পারলি ? কিন্তু অচেতন যে, সে তো গুণ বুঝতে পারে

না! আমিই বা কি করে প্রিয়াকে প্রত্যাখ্যান করতে পারলাম?[৩৮]

বিদূষক। (স্বগত) উঃ, খিদেয় খেয়ে ফেলল!

রাজা। প্রিয়ে, অকারণে তোমাকে পরিত্যাগের অনুতাপে যার প্রাণ জ্বলে যাচ্ছে তাকে একবার দেখা দিয়ে দয়া কর!

হঠাৎ পর্দা ঠেলিয়া চিত্রফলক হাতে প্রবেশ করিয়া

চতুরিকা। এই যে[৩৯] ছবিতে আঁকা রানীমা। (চিত্র দেখাইল)

বিদূষক। (নিরীক্ষণ করিয়া) সাধু বন্ধু, সব জায়গা এমন সুন্দর ঠিক ঠিক আঁকা হয়েছে যে জীবন্ত বলে মনে হচ্ছে।[৪০] উঁচুনীচু জায়গাগুলোতে আমার চোখ যেন হোঁচট খেয়ে পড়ছে।

সানুমতী। আহা, রাজার কি নিপুণতা! মনে হচ্ছে যেন সখী আমার সামনেই দাঁড়িয়ে!

রাজা। ছবিতে যা যা ঠিক আঁকা হয় নি তা ঠিক ঠিক করে আঁকলেও ছবিতে তাঁর লাবণ্য অল্পই ফুটিয়ে তোলা যায়!

সানুমতী। অনুতাপে আরও বেড়েছে যে ভালবাসা, আর নিজের নিপুণতায় অহঙ্কারের অভাব, দুয়েরই উপযুক্ত কথা!

বিদূষক। আচ্ছা শুনুন, এখানে তো তিনটি শ্রীমতীকে দেখতে পাচ্ছি; সবাইই তো বেশ দেখতে; কিন্তু ওঁদের মধ্যে শ্রীমতী শকুন্তলা কোন্‌টি?

সানুমতী। অমন রূপ থেকেও যে বুঝতে না পারে, বৃথাই তার চোখ!

রাজা। তোমার কোন্‌টি মনে হয়?

বিদূষক। এই যে, ঘন চুলের খোঁপা ঢিলে হয়ে গিয়ে ফুল খসে পড়ছে, মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা যাচ্ছে, কাঁধ দুটো নুয়ে পড়েছে, জলে ভেজা কচিপাতা আমগাছের পাশে যেন কিছু পরিশ্রান্তের মতো যিনি আঁকা তিনি শকুন্তলা, আর বাকি দুজন তাঁর সখী।

রাজা। বুদ্ধি আছে তোমার! এই দেখ ওতে আমার মনের অবস্থার চিহ্ন—ছবির কিনারায় আমার ঘামে ভেজা আঙুলের ময়লা দাগ দেখা যাচ্ছে, আর ওঁর গালের উপর আমার যে এক ফোঁটা চোখের জল পড়েছে, রংটা ফেঁপে ওঠায় তাও বোঝা

যাচ্ছে। চতুরিকা, যে ছবি দেখে আমি মনে শান্তি পাচ্ছি, তা পুরো আঁকা হয় নি ; যাও তো, তুলিটা নিয়ে এস তো।

চতুরিকা। আর্য মাধব্য, আমি না ফেরা পর্যন্ত আপনি ছবিখানা একটু ধরুন[৪১]।

রাজা। আমিই ধরছি। (সেরূপ করিলেন) চেটী নিষ্ক্রান্তা

রাজা। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) যে প্রিয়া নিজেই আমার কাছে এসেছিলেন তাঁকে তখন অগ্রাহ্য করে ছবিতে আঁকা তাঁকে এখন এত প্রীতি দেখাচ্ছি! বন্ধু, পথে জলপূর্ণ নদী ছেড়ে এসে এখন আমি মরুভূমির মরীচিকার পিছন ধরেছি।

বিদূষক। (স্বগত) নদী পার হয়ে এবার উনি মরুভূমির মরীচিকায় ঢুকেছেন। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, এতে আর কি কি আঁকবেন?

সানুমতী। যেসব জায়গা আমার সখীর ভাল লাগত, সেগুলো বোধহয় আঁকার ইচ্ছে।

রাজা। মালিনী নদীর বালির উপর হংসমিথুনরা বসে আছে আঁকতে হবে, নদীর দুপাশে হিমালয়ের পবিত্র পাদদেশে[৪২] হরিণরা বসে থাকবে; আর আঁকতে চাই গাছের ডালে বল্কল ঝুলছে, সেই গাছের তলায় কৃষ্ণসার মৃগের শিঙে মৃগী বাঁ চোখ চুলকোচ্ছে[৪৩]।

বিদূষক। (স্বগত) যে রকম দেখছি, ইনি শেষ পর্যন্ত একপাল লম্বাদাড়ি তপস্বীদের দিয়ে সারা পটখানা ভরাট করে ফেলবেন।

রাজা। বন্ধু, আরও আছে। শকুন্তলার প্রিয় প্রসাধনগুলোও আঁকতে আমি ভুলে গিয়েছি।

বিদূষক। কি কি?

সানুমতী। যা বনে পাওয়া যায় আর শকুন্তলার সৌকুমার্যের উপযুক্ত হয়, এরকমই হবে বোধহয়।

রাজা। বন্ধু, গাল পর্যন্ত কেসর ঝুলে পড়েছে এমন একটা শিরীষফুল ওঁর কানে লাগান হয় নি; শরৎকালের চাঁদের কিরণের মতো কোমল মৃণালসূত্রও ওঁর স্তনদুটির মাঝখানে দেওয়া হয় নি।

বিদূষক। আচ্ছা, শ্রীমতী যেন ভয় পেয়ে লাল পদ্মের পাঁপড়ির মতো হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রয়েছেন কেন? (মনোযোগের সঙ্গে নিরীক্ষণ

করিবার পর দেখিতে পাইয়া) ওঃ, ফুলের রস-চোর এই হতভাগা[৪৪] মৌমাছিটা শ্রীমতীর মুখের উপর এসে পড়ছে !

রাজা। ঐ অসভ্যটাকে থামাও তো।

বিদূষক। দুষ্টদের শাসনকর্তা আপনিই ওকে আটকাতে পারবেন।

রাজা। ঠিক কথা। ওহে কুসুমিত লতার প্রিয় অতিথি, ওখানে উড়ে বেড়িয়ে কষ্ট পাচ্ছ কেন ? এইযে[৪৫] ফুলের উপর বসে মধুকরী তৃষ্ণার্ত হয়েও তোমার প্রতি অনুরক্তা বলে তোমার অপেক্ষায় রয়েছে ; তোমার সঙ্গে ছাড়া ও যে কিছুতেই মধুপান করবে না !

সানুমতী। হাঁ, খুব মহৎ ভাবেই ওকে থামান হল বটে !

বিদূষক। ও বাঁকা জাত মানা করলেও শোনে না।

রাজা। কিহে আমার শাসন মানবে না ? তাহলে শোন—অক্লিষ্ট কচি পল্লবের মতো লোভনীয় প্রিয়ার যে বিম্বাধর আমি রতি-উৎসবে অতি সযত্নে পান করেছি, হে ভ্রমর, তা যদি স্পর্শ কর তবে তোমাকে পদ্মের মধ্যে আটকিয়ে রেখে দেব !

বিদূষক। অমন কঠিন শাস্তিদাতাকে ভয় করবে না কেন ? (হাসিয়া, স্বগত) উনি তো পাগলই হয়েছেন, আমিও যে ওঁর সঙ্গগুণে তাই হতে চল্লাম দেখছি। (প্রকাশ্যে) মশায়, ওটা তো ছবি !

রাজা। কি ? ছবি !

সানুমতী। একথায় আমারই ভুল ভাঙল। উনি যে ছবিকে সত্যি মানুষ ভাববেন তাতে আর আশ্চর্য কি ?

রাজা। বন্ধু, কি অন্যায় কাজ করলে ! যে প্রিয়াকে তন্ময় মনে যেন সাক্ষাৎ দেখে আমি সুখ পাচ্ছিলাম, তুমি মনে করিয়ে দিয়ে তাঁকে আমার কাছে আবার ছবিতে আঁকা করে ফেললে ! (অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন)

সানুমতী। বিরহীদের অবস্থা কি অদ্ভুত—এতে আগে পরে মিল থাকে না ![৪৬]

রাজা। বন্ধু, কেন আমি এরকম অবিশ্রান্ত দুঃখ ভোগ করছি ? রাত্রে ঘুম না হওয়ায় স্বপ্নে তাঁর সঙ্গে মিলনের সম্ভাবনা বন্ধ হয়েছে, আর ছবিতে আঁকা তাঁকেও চোখের জল দেখতে দেয় না[৪৭]।

সানুমতী। আপনি শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান-দুঃখ সম্পূর্ণই দূর করেছেন।[৪৮]

প্রবেশ করিয়া

চতুরিকা। মহারাজের জয় হোক। তুলির পাত্রটা নিয়ে যখন আমি এদিকে আসছিলাম—

রাজা। হাঁ?

চতুরিকা। পথে দেবী বসুমতী[৪৯]—তাঁর সঙ্গে তরলিকা ছিল—"আমিই ওটা আর্যপুত্রের কাছে নিয়ে যাচ্ছি", এই কথা বলে জোর করে পাত্রটা আমার হাত থেকে কেড়ে নিলেন।

বিদূষক। ভাগ্যিস্ তুমি ছাড়া পেলে![৫০]

চতুরিকা। দেবীর উত্তরীয় গাছের ডালে আটকিয়ে গিয়েছিল, তরলিকা সেটা খসিয়ে দিচ্ছে ইতিমধ্যে আমি পালিয়ে এলাম।

রাজা। বন্ধু, দেবী এখনি এসে পড়লেন বলে! উনি ভয়ানক ঈর্ষান্বিত হয়েছেন। তুমি এই ছবিখানা ধর![৫১]

বিদূষক। বরং বলুন নিজেকে বাঁচাও! (চিত্রফলক হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া) যদি অন্তঃপুরের ফাঁদ থেকে মুক্তি পান তবে মেঘপ্রতিচ্ছন্দ[৫২] প্রাসাদ থেকে আমাকে ডাকিয়ে আনবেন।

এই বলিয়া দ্রুতপদে নিষ্ক্রান্ত

সানুমতী। যদিও এঁর হৃদয় এখন অন্য একজনে আসক্ত হয়েছে তবু ইনি আগে যাকে সম্মান করতেন, তাকে অবজ্ঞা করছেন না[৫৩]। কিন্তু আগের সে টান আর নেই।

পত্রহস্তে প্রবেশ করিয়া

প্রতীহারী। মহারাজের জয় হোক।

রাজা। বেত্রবতী, তুমি পথে দেবীকে দেখলে নিশ্চয়।

প্রতীহারী। হাঁ, দেখলাম, কিন্তু আমার হাতে পত্র দেখে তিনি ফিরে চলে গেলেন।

রাজা। তিনি কাজ বোঝেন, আমার কাজে ব্যাঘাত করেন না।[৫৪]

প্রতীহারী। মহারাজ, অমাত্য জানিয়েছেন "দ্রব্যসামগ্রী অনেক গণনা[৫৫] করবার থাকায় প্রজাদের সম্বন্ধীয় একটি মাত্র বিষয় দেখতে পারা গিয়েছে। সেটা পত্রে লিখে দিলাম, মহারাজ নিজে দেখুন।"

রাজা। পত্রটা দেখাও তো।

প্রতীহারী রাজার হাতে পত্র দিল

রাজা। (পড়িলেন) "সামুদ্রিক বাণিজ্যে নিরত ধনমিত্র[৭৬] নামক বণিক নৌকাডুবিতে মারা গিয়াছেন। মন্দভাগ্য লোকটি নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁর সঞ্চিত অর্থ রাজার প্রাপ্য"—এই কথা অমাত্য লিখেছেন। হায়, সন্তানহীনতা বড়ই দুঃখদায়ক। বেত্রবতী, ভদ্রলোকটি খুব ধনী ছিলেন, সুতরাং তাঁর অনেক পত্নীও মনে হয় ছিলেন, খোঁজ নিয়ে দেখতে বল তাঁদের মধ্যে কেউ অন্তঃসত্ত্বা আছেন কি না।

প্রতীহারী। মহারাজ, শোনা গিয়েছে তাঁর এক স্ত্রী যিনি অযোধ্যাবাসী শ্রেষ্ঠীর কন্যা, তাঁর সম্প্রতি পুংসবন সংস্কার হয়েছে।

রাজা। গর্ভস্থ সন্তানেরই তো পিতৃ-সম্পত্তি পাওয়ার কথা। যাও, মন্ত্রীকে একথা বলে এস।

প্রতীহারী। মহারাজ যেমন আজ্ঞা করেন। প্রস্থান[৭৭]

রাজা। শুনে যাও।

প্রতীহারী। এই যে এসেছি।

রাজা। সন্তানসন্ততি আছে বা নেই, তাতে কি যায় আসে? ঘোষণা করে দিতে বল যে, যে কোনো লোক মারা গেলে তার স্নেহভাজন পোষ্যদের, অবশ্য তারা যদি পাপী না হয়, দুষ্মন্তই প্রতিপালনের ভার নেবেন[৭৮]।

প্রতীহারী। তাই ঘোষণা করান হবে। (বাহির হইয়া পুনরায় প্রবেশ করিয়া) মহারাজের ঘোষণায় সকলে যথাসময়ে[৭৯] বৃষ্টি হওয়ার মতো আনন্দিত হয়েছে।

রাজা। (উষ্ণ ও দীর্ঘনিঃশ্বাসসহ) হায়, নিঃসন্তান অবস্থায় প্রতিপালন-কর্তার মৃত্যু হলে তার পরিবারের সম্পত্তি এইভাবেই অন্যের হস্তগত হয়। আমার মৃত্যুর পর পুরুবংশ-লক্ষ্মীরও সেই অবস্থাই হবে।

প্রতীহারী। অমঙ্গল নাশ হোক!

রাজা। শ্রেয় উপস্থিত হলেও যে তাকে অনাদর করল, সেই আমাকে ধিক!

সানুমতী। নিশ্চয়ই আমার সখার বিষয়ে মনে করেই উনি একথা বললেন।

রাজা। যে জমিতে যথাকালে বীজ বপন করা হয়ে প্রভূত শস্যের আশা

করা যাচ্ছে, তা ত্যাগ করার মতো আমার বংশের যিনি অবলম্বন, সেই ধর্মপত্নীতে নিজের আত্মাকে[৮০]সম্যক রোপণ করেও তাঁকে আমি ত্যাগ করলাম।

সানুমতী। এখন কিন্তু আপনার বংশরক্ষা হয়েছে[৮১]।

চতুরিকা। (জনান্তিকে) ওগো, এই বণিকের ব্যাপারে রাজা দ্বিগুণ কাতর হয়ে পড়েছেন। ওঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে 'মেঘপ্রতিচ্ছন্দ' থেকে আর্য মাধব্যকে ডেকে নিয়ে এস তো।

প্রতীহারী। ঠিকই বলেছ। নিষ্ক্রান্ত

রাজা। হায়, দুষ্মন্তের যাঁদের পিণ্ডদানের কথা তাঁরা কি বিপদেই পড়েছেন! কারণ "এই দুষ্মন্তের পর আমাদের বংশে শাস্ত্রীয় বিধানমত শ্রাদ্ধের আয়োজন করে কে আর আমাদের জন্য তর্পণ করবে!" এই কথা ভেবে আমার পূর্বপুরুষরা সন্তানহীন আমি এখন যে জলে তাঁদের তর্পণ করি, তা দিয়ে তাঁদের চোখের জল ধুয়ে বাকি যেটুকু থাকে তাই পান করেন। (এই বলিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন[৮২])

চতুরিকা। (উদ্বিগ্নভাবে তাকাইয়া) মহারাজ, স্থির হন, স্থির হন!

সানুমতী। হায় হায়! দীপ থাকলেও দূরত্বের কারণে ইনি অন্ধকারের কষ্ট বোধ করছেন। আমি এখনই এঁর দুঃখ দূর করি। কিন্তু মহেন্দ্রজননীকে এই ব'লে শকুন্তলাকে সান্ত্বনা দিতে শুনেছি যে, যজ্ঞের ভাগ পেতে উৎসুক হয়ে দেবতারাই এমন ব্যবস্থা করবেন যাতে শিগ্‌গিরই স্বামী তাঁর ধর্মপত্নীকে সানন্দে গ্রহণ করবেন। অতএব সে পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভাল হবে। এখন তবে যা দেখলাম সেসব কথা জানিয়ে প্রিয়সখীকে সান্ত্বনা দিই গিয়ে[৮৩]।

সলম্ফে আকাশে উঠিয়া নিষ্ক্রান্ত

নেপথ্যে

মহা অন্যায়!

রাজা। (চেতনা লাভ করিয়া, শুনিয়া) এ যেন মাধব্যের কাতর স্বর। কে আছে এখানে?

প্রবেশ করিয়া

প্রতীহারী। (উদ্বিগ্নভাবে) মহারাজ, আপনার বিপন্ন বন্ধুকে বাঁচান!

রাজা। কে বেচারিকে কষ্ট দিচ্ছে ?

প্রতীহারী। কোনো অদৃশ্য প্রাণী তাঁকে ধরে মেঘপ্রতিচ্ছন্দ প্রাসাদের উপরতলায় নিয়ে গিয়েছে।

রাজা। (উঠিয়া) বটে ? আমার বাড়ীতেও ভূতপ্রেতের উপদ্রব ? অথবা হয়তো রোজ আমার নিজেরই ভুলে যত দোষ করি তাই যখন জানি না, তখন প্রজারা কে কি করছে তা ঠিকঠিক জানার শক্তি কি আমার আছে ?[৬৪]

নেপথ্যে

হে বন্ধু, হায় হায় !

রাজা। (বেগে অগ্রসর হইয়া) বন্ধু, ভয় নেই !

নেপথ্যে

(পূর্বের ন্যায় আর্তনাদ করিয়া) কি করে ভয় না পাই ! এখানে কে যেন আমাকে ঘাড় মটকে ধরে আখের মতো তিনখণ্ড করে ভাঙছে !

রাজা। (দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া) ধনু আন তো !

ধনুহস্তে প্রবেশ করিয়া

যবনী[৬৫]। মহারাজ, এই যে হস্তত্রাণ সমেত ধনু।

রাজা বাণসহ ধনু লইলেন

নেপথ্যে[৬৬]

বাঘ যেমন ক'রে পশুকে মারে, এইবার তুমি ধড়ফড় করতে থাক, তোমার গলার তাজা রক্ত খাবার জন্য তোমাকে আমি তেমনি করে মারব ! আর্তের ভয়নাশের জন্য যিনি ধনু ধারণ করেন, সেই দুষ্মন্ত এখন তোমাকে রক্ষা করুন !

রাজা। (সরোষে) কি ? আমাকেই উদ্দেশ করে কথা ? দাঁড়ারে শবাহারী রাক্ষস, এবার তুই মরবি ! (ধনুতে তীর যোজনা করিয়া) বেত্রবতী, সিঁড়ির পথ দেখাও।

প্রতীহারী। এইদিকে মহারাজ।

সকলে দৌড়াইয়া চলিলেন

রাজা। (চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) সব যে খালি !

নেপথ্যে

হায় হায়! আমি তো আপনাকে দেখতে পাচ্ছি; আপনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না! বেড়ালে ধরা ইঁদুরের মতো আমি যে প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়েছি!

রাজা। ওহে অদৃশ্য থাকার শক্তিতে গর্বিত তুমি! আমার অস্ত্র তোমাকে দেখতে পাবে! এই সেই বাণ জুড়লাম, যা বধের যোগ্য তোমাকে মারবে, আর রক্ষার যোগ্য ব্রাহ্মণটিকে রক্ষা করবে—হংস দুধই গ্রহণ করে, তার সঙ্গে মেশান জল ত্যাগ করে। (অস্ত্র দ্বারা লক্ষ্য করিলেন)

বিদূষককে ছাড়িয়া দিয়া মাতলির[৬৭] প্রবেশ

মাতলি। ইন্দ্র অসুরদের আপনার তীরক্ষেপণের পাত্র করেছেন, এখন তবে তাদেরই বিরুদ্ধে আপনার ধনু আকর্ষণ করুন। বন্ধুব্যক্তিদের উপর সৎলোকের স্নেহকোমল দৃষ্টি পড়ে, নিদারুণ বাণ নয়!

রাজা। (সত্বর বাণসম্বরণ করিয়া) এই যে, মাতলি! মহেন্দ্রসারথিকে স্বাগত জানাচ্ছি!

প্রবেশ করিয়া

বিদূষক। যে আমাকে যজ্ঞের পশুর মত বধ করল তাকে ইনি আনন্দে স্বাগত জানাচ্ছেন!

মাতলি। (সহাস্যে) আয়ুষ্মন্, ইন্দ্র কেন আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন শুনুন।[৬৮]

রাজা। বলুন।

মাতলি। কালনেমির বংশধর, "দুর্জয়" নামে এক দানবশ্রেণী আছে।

রাজা। হাঁ আছে, নারদের কাছে আগে শুনেছি।

মাতলি। তারা আপনার বন্ধু ইন্দ্রের অজেয়; আপনি যুদ্ধের পুরোভাগে স্থিত হয়ে তাদের নিহত করবেন, এরূপ বিহিত আছে। রাত্রের যে অন্ধকার সূর্য দূর করতে পারে না, চন্দ্র তা দূর করতে পারে। অতএব আপনি এখনই শস্ত্র গ্রহণ ক'রে রথারোহণে বিজয়যাত্রা করুন।

রাজা। ইন্দ্র যে আমাকে এই সম্মান দেখিয়েছেন, তাতে আমি অনুগৃহীত

হলাম, কিন্তু মাধব্যের প্রতি আপনি ওরকম ব্যবহার করলেন কেন ?

মাতলি। তাও বলছি। আমি আয়ুষ্মানকে কোনো কারণে মনঃসন্তাপে কাতর দেখলাম, তাই আয়ুষ্মানকে কোপযুক্ত করার জন্য আমি ওরকম করলাম, কারণ ইন্ধন নেড়ে দিলে আগুন জলে ওঠে, সাপকে বিরক্ত করলে ফণা ধরে ; সাধারণতঃ লোকে উত্তেজিত হলে নিজের বিক্রম প্রকাশ করে।[৬৯]

রাজা। (জনান্তিকে) বন্ধু, ইন্দ্রের আজ্ঞা অলঙ্ঘ্য। অতএব সব বৃত্তান্ত জানিয়ে আমার নাম ক'রে অমাত্য পিশুনকে এই কথা ব'লো— "আমার ধনু আরোপিত-জ্যা হয়ে অন্য কর্মে ব্যাপৃত থাকবে ; এখন শুধু তোমার বুদ্ধিই ওবে প্রজাদের পালন করুক।"

বিদূষক। যেমন আপনি আজ্ঞা করেন। নিষ্ক্রান্ত

মাতলি। আয়ুষ্মান রথে আরোহণ করুন।

রাজা রথারোহণ অভিনয় করিলেন[৭০]

সকলে নিষ্ক্রান্ত

৭ অঙ্ক

আকাশমার্গে রথারূঢ় রাজা এবং মাতলির প্রবেশ

রাজা। মাতলি, যদিও ইন্দ্রের নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করেছি, তবু তিনি আমাকে যে বিশেষ সম্মান দেখালেন, নিজেকে তার অনুপযুক্তই মনে করি।

মাতলি। (ঈষৎ হাসিয়া) আয়ুষ্মন্, মনে হয় অসন্তোষ আপনাদের দুজনেরই হয়েছে—ইন্দ্র আপনাকে যে সম্মান দেখালেন, তাতে আপনি নিজে যে কাজ করলেন তা লঘু মনে করছেন, এবং আপনার অদ্ভুত কর্মে বিস্মিত হয়ে তিনি আপনাকে যে সম্মান দেখালেন তা তিনি মোটে গণনার যোগ্যই মনে করছেন না।

রাজা। মাতলি, সে কথা বলবেন না। আমাকে বিদায় দেওয়ার সময়ে ইন্দ্র যে সম্মান দেখালেন তা কল্পনারও অতীত। দেবতাদের সম্মুখে আমাকে তাঁর সঙ্গে অর্ধাসনে বসিয়ে তিনি—জয়ন্ত[১] তাঁর

পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এবং মনে মনে আমাকে যা দেওয়া হল তা প্রাপ্তির কামনা করেছিলেন—জয়ন্তের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে তাঁর বক্ষে লিপ্ত হরিচন্দনে সিক্ত মন্দারমালা আমাকে পরিয়ে দিলেন।

মাতলি। দেবরাজের কাছে আয়ুষ্মান্ কি না পাওয়ার যোগ্য? সুখপ্রিয় ইন্দ্রের জন্য স্বর্গ দুইবার দানব-কণ্টক থেকে মুক্ত হয়েছে—আগে একবার নরসিংহের সুতীক্ষ্ণ নখদ্বারা[২] এবং এখন আপনার সুচিক্কণ বাণ দ্বারা।

রাজা। তাতে ইন্দ্রেরই মহিমার প্রশংসা করতে হয়, কারণ অধস্তন ব্যক্তিরা যদি কোনো কঠিন কাজ সমাধা করতে পারে, তবে তার কারণ জানবেন এই যে, তাদের প্রভুরা তাদের সম্মান দেখান। সূর্য যদি তাঁর রথের সামনে না বসাতেন তবে কি অরুণ অন্ধকার নাশ করতে পারত?

মাতলি। এ আপনারই উপযুক্ত কথা। (কিছুদূর অতিক্রম করিয়া) আয়ুষ্মন্, এখান থেকে স্বর্গগাত্রে স্থাপিত আপনার যশোগৌরব দেখুন—সুরসুন্দরীদের প্রসাধন কর্মের পরে অবশিষ্ট রং দিয়ে কল্পবৃক্ষের ত্বকে প্রস্তুত পটের উপর ঐ যে দেবতারা আপনার যে সকল মহৎ ক্রিয়াকলাপ কীর্তিত হবার যোগ্য, তা নির্বাচন করে আঁকছেন।

রাজা। মাতলি, অসুরদের বিনাশের আগ্রহে গতকাল[৩] স্বর্গে ওঠার সময়ে আমি স্বর্গে যাওয়ার পথ লক্ষ্য করি নি। এখন আমরা কোন্ বায়ুপথে রয়েছি?

মাতলি। যে বায়ু আকাশস্থ ত্রিস্রোতা[৪] গঙ্গাকে ধারণ করে এবং বিকীর্ণ-রশ্মি গ্রহদের চালনা করে, বিষ্ণুর দ্বিতীয় পাদের[৫] দ্বারা যা নিষ্পাপ হয়েছে, এই পথকে সেই পরিবহ[৬] বায়ুর পথ বলা হয়।

রাজা। মাতলি, সেই জন্যই বাহ্য এবং অন্তঃ ইন্দ্রিয় সমেত আমার অন্তরাত্মা প্রসন্ন বোধ হচ্ছে। (রথচক্রের দিকে দৃষ্টি করিয়া) এখন আমরা মেঘের পথে নেমেছি।

মাতলি। কি করে বুঝলেন?

রাজা। এই যে রথের চাকার দণ্ডের মধ্য দিয়ে চাতকরা যাতায়াত করছে, ঘোড়াগুলোর গায়ে বিদ্যুতের শিখা ঝলকাচ্ছে এবং রথচক্রের নেমি জলবিন্দুময়—এতে বোঝা যাচ্ছে আপনার রথ জলপূর্ণ মেঘরাজির উপর দিয়ে যাচ্ছে।

মাতলি। অল্পক্ষণের মধ্যেই আয়ুষ্মান্ নিজের রাজ্য পৃথিবীতে উপস্থিত হবেন।

রাজা। (নীচে দৃষ্টি করিয়া) মাতলি, বেগে অবতরণের ফলে মনুষ্যলোক আশ্চর্যদর্শন মনে হচ্ছে, কারণ পৃথিবী যেন ক্রমদৃশ্যমান পর্বতমালার শিখর থেকে নিঃসৃত হচ্ছে; পাতার মধ্যে আবৃত না থেকে গাছগুলোর কাণ্ড দেখা যাচ্ছে; নদীগুলোর ক্ষীণভাব নষ্ট হয়ে বিস্তৃতি প্রকাশিত হচ্ছে। দেখুন, পৃথিবীকে কেউ যেন উৎক্ষেপণ করে আমার পাশে এনে ফেলছে।

মাতলি। ঠিকই দেখেছেন। (বহুসম্মানের সঙ্গে দৃষ্টি করিয়া) অহো, উদার-রমণীয়া এই পৃথিবী!

রাজা। মাতলি, ঐ যে পর্বতটি দেখা যাচ্ছে, যার পূর্ব এবং পশ্চিম প্রান্ত সমুদ্রে নিমগ্ন, যা থেকে যেন গলিত স্বর্ণ প্রবাহিত হচ্ছে, সন্ধ্যাকালীন দীর্ঘ মেঘরেখার মতো ঐ পর্বত কোন্ পর্বত?

মাতলি। আয়ুষ্মন্, ওটি হেমকূট নামক কিম্পুরুষ-পর্বত[৭], তপঃসিদ্ধির ক্ষেত্র। যিনি স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার পুত্র মরীচির বংশধর এবং দেবাসুরদের জনক, সেই প্রজাপতি[৮] এখানে সপত্নীক তপস্যা করেন।

রাজা। তাহলে এ রকম পুণ্যলাভ ছেড়ে যাওয়া উচিত নয়। ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে যেতে চাই।

মাতলি। উত্তম কথা।

অবতরণের অভিনয় করিলেন

রাজা। (সবিস্ময়ে) আপনার রথ যে নেমে থেমেছে, তা বোঝা যাচ্ছে না, কারণ রথ ভূমি স্পর্শ করে নি, রথচক্রের নেমিতে কোনো শব্দ হল না, ধুলো উড়তেও দেখা গেল না।

মাতলি। ইন্দ্রের আর আপনার মধ্যে ঐটুকুই মাত্র প্রভেদ[৯]!

রাজা। মাতলি, কোন্‌দিকে মারীচের আশ্রম?

মাতলি। (হাত দ্বারা দেখাইয়া) ঐ যে যেখানে ঐ মুনি সূর্যের দিকে মুখ করে স্থাণুর মতো অচলভাবে দাঁড়িয়ে, যাঁর শরীরের নিম্নার্ধ বল্মীকস্তূপে নিমগ্ন, বুক অনেক সাপের খোলসে আচ্ছন্ন, গলায় জীর্ণ লতারাজির শাখা-প্রশাখা খুব চেপে জড়িয়ে রয়েছে, মাথার জটামণ্ডল কাঁধের উপর ঝুলে পড়েছে, যাতে অনেক পাখির বাসা আটকিয়ে রয়েছে[১০],—ঐদিকে।

রাজা। হে কষ্টতাপস, আপনাকে নমস্কার করি।

মাতলি। (রথের লাগাম টানিয়া) এখন আমরা অদিতি কর্তৃক পরিবর্ধিত মন্দারগাছময় প্রজাপতির আশ্রমে প্রবেশ করেছি।

রাজা। স্বর্গাপেক্ষাও অধিক সুখময় স্থান। যেন অমৃতহ্রদে অবগাহন করেছি।

মাতলি। (রথ থামাইয়া) আয়ুষ্মান অবতরণ করুন।

রাজা। (অবতরণ করিয়া) মাতলি, আপনি এখন কি করবেন ?

মাতলি। রথ ঠিকমত আটকিয়ে রেখেছি, আমিও নামব। (সেরূপ করিয়া) আয়ুষ্মন্ এদিকে আসুন। (অগ্রসর হইয়া) মান্য ঋষিদের তপোবনভূমি দেখুন।

রাজা। দেখে বিস্ময় হচ্ছে ! বনে কল্পবৃক্ষ থাকলেও মাত্র বায়ু আহারে প্রাণধারণ ; স্বর্ণকমলের রেণুতে আরক্ত জলে শুদ্ধস্নান ; রত্নশিলার উপরে বসে ধ্যান ; অপ্সরাদের সান্নিধ্যেও সংযমাভ্যাস—তপস্যাদ্বারা অন্য মুনিরা যা পাবার আকাঙ্ক্ষা করেন, তার মধ্যেই বাস ক'রে এঁরা তপস্যা করছেন।

মাতলি। মহৎ ব্যক্তিদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ক্রমে উচ্চতরই হতে থাকে। (অগ্রসর হইয়া আকাশে[১১]) ও বৃদ্ধশাকল্য[১২], ভগবান মারীচ কি করছেন ? কি বললেন ? দাক্ষায়ণী তাঁকে পতিব্রতাদের পালনীয় ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাঁকে এবং মহর্ষি-পত্নীদের সে বিষয়ে বলছেন ?

রাজা। (শুনিয়া) দেখুন, তাঁর অবসর হওয়া পর্যন্ত আমার অপেক্ষা করা উচিত।

মাতলি। (রাজার দিকে দৃষ্টি করিয়া) আয়ুষ্মান এই অশোক গাছের নীচে

থাকুন, আমি আপনার কথা ইন্দ্রপিতাকে জানাবার অবকাশ কখন হয় দেখি।

রাজা। আপনি যেমন ভাল মনে করেন। (দাঁড়াইয়া রহিলেন)

মাতলি। আয়ুষ্মন্, আমি চললাম। নিষ্ক্রান্ত

রাজা। (নিমিত্ত সূচনা করিয়া[১৩]) আমার মনোরথ পূর্ণ হবার আশা রাখি না। হে আমার বাহু, তবে কেন তুমি বৃথা স্পন্দিত হচ্ছ? শ্রেয়কে একবার প্রত্যাখ্যান করলে তা কদাচিৎই ফিরে আসে।

নেপথ্যে

দুষ্টুমি ক'রো না। আবার দৌরাত্ম্য আরম্ভ করল!

রাজা। (শুনিতে পাইয়া) এখানে তো অশিষ্ট আচরণের জায়গা নয়। কাকে না জানি ও কথা বলা হচ্ছে। (শব্দানুসারে দৃষ্টিপাত করিয়া সবিস্ময়ে) তাইতো, সঙ্গে দুজন তপস্বিনী, ছেলেমানুষের চেয়ে বেশি বলবান ঐ ছেলেটি কে? একটা সিংহের বাচ্চাকে মা'র স্তনপান শেষ না হতেই কেশর আঁকড়ে ধরে খেলা করবার জন্য জোর করে টেনে নিয়ে আসছে!

তপস্বিনীদ্বয়ের সঙ্গে ঐরূপ কর্মে ব্যাপৃত বালকটির প্রবেশ

বালক। মুখ খোল্ সিংহ, তোর কটা দাঁত গুনি!

প্রথমা। ওরে দুষ্টু, আমরা যাদের সন্তানের মতো দেখি সেই জীবদের কেন কষ্ট দিচ্ছ? ওরে, তোমার দৌরাত্ম্য বেড়েই চলেছে! ঋষিরা 'সর্বদমন' নাম তোমার ঠিকই রেখেছেন।

রাজা। এই ছেলেটির উপর আমার নিজের ছেলের মতো স্নেহ বোধ হচ্ছে কেন? সন্তানহীনতাই নিশ্চয় আমাকে বাৎসল্য-স্নেহপ্রবণ করেছে।

দ্বিতীয়া। বাচ্চাকে যদি ছেড়ে না দেও তো ওর মা কিন্তু এসে তোমাকে কামড়াবে।

বালক। (অল্প হাসিয়া) ওঃ ভয়ানক ভয় পেয়েছি! (এই বলিয়া অধর দেখাইল)

রাজা। ছেলেটিকে দেখে মহাতেজের বীজ বলে মনে হচ্ছে—যেন ইন্ধনের অপেক্ষায় আগুন স্ফুলিঙ্গ অবস্থায় রয়েছে।

প্রথমা। বাছা, সিংহের বাচ্চাটাকে ছেড়ে দাও। তোমাকে আর একটা খেলার জিনিষ দেব।

বালক। কই? দেও না! (এই বলিয়া হাত বাড়াইল)

রাজা। ওর হাতে চক্রবর্তীর চিহ্নও রয়েছে যে! লোভের জিনিষ পাবার আশায় বাড়ানো হাতে আঙুলগুলো একসঙ্গে জোড়া দেওয়া—দেখে মনে হয় যেন রক্তিমবর্ণ নবীন উষায় প্রস্ফুটিত একটা পদ্ম, যার পাঁপড়িগুলোর মধ্যের ব্যবধান চোখে পড়ে না।

দ্বিতীয়া। সুব্রতা[১৪], ওকে কেবল কথায় শান্ত করা যাবে না। যাও তো, আমার কুটীরে ঋষিকুমার মার্কণ্ডেয়ের একটা নানা রঙের মাটির ময়ূর আছে, সেটা ওকে এনে দাও।

প্রথমা। ঠিক। নিষ্ক্রান্ত

বালক। ততক্ষণ এরই[১৫] সঙ্গে খেলি! (এই বলিয়া তপস্বিনীর দিকে তাকাইয়া হাসিল)

রাজা। এই অস্থির ছেলেটিকে বড়ই ভাল লাগছে। অকারণে হাসি, তাতে অল্প অল্প দেখা যাচ্ছে অর্ধেক বার হওয়া ছোট ছোট দাঁত, আধো আধো মিষ্টি মিষ্টি কথা বলার চেষ্টা, কোলে ওঠার ইচ্ছা[১৬]—এমন ছেলেকে কোলে নিয়ে তার গায়ের ধুলোয় যারা মলিন হয় ধন্য তারা!

তাপসী। বটে রে! আমাকে গ্রাহ্যই নেই! (পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া) ঋষিকুমারদের কে আছ গো এখানে? (রাজাকে দেখিতে পাইয়া) ভদ্র মহোদয়, আসুন তো একটু—ছাড়াতে পারা যায় না এমন ভীষণ জোরে আঁকড়ে ধরে ছেলেখেলায় কষ্ট দিচ্ছে এই সিংহের বাচ্চাটাকে, ওকে ছাড়িয়ে দিন তো।

রাজা। (নিকটে আসিয়া, অল্প হাসিয়া) ওহে মহর্ষিপুত্র, যে নীতি অনুসারে সব প্রাণী এখানে সুখে থাকে, কৃষ্ণসর্পশিশু যেমন চন্দনগাছকে দূষিত করে তেমনি এত অল্প বয়স থেকে বিরুদ্ধ মনে তুমি সেই আশ্রমনীতিকে এইভাবে দূষিত করছ কেন?

তাপসী। ভদ্র মহোদয়, ও ঋষিকুমার নয়।

রাজা। ওর আকৃতি ও আচরণও তাই বলে, কিন্তু স্থান বিবেচনা করে আমি ওরকম ভেবেছিলাম। (যথাপ্রার্থিত কর্ম করার সময়ে

বালকটির স্পর্শলাভ করিয়া, স্বগত) অন্য কারও কুলে জাত এর স্পর্শে আমার শরীরে যদি এত সুখবোধ হয় তবে যে ভাগ্যবানের কোলে ও বেড়েছে তার মনে তাতে না জানি কি সুখই হয়!

তাপসী। (উভয়কে নিরীক্ষণ করিয়া) কি আশ্চর্য, কি আশ্চর্য!

রাজা। আর্যে, কিসের কথা বলছেন?

তাপসী। আপনার আর এই ছেলেটির চেহারার মিল দেখে আমার আশ্চর্য বোধ হচ্ছে; আপনি অপরিচিত হলেও ও আপনার উপর যে বিরূপ হল না, তা দেখেও।

রাজা। (বালককে আদর করিতে করিতে) মুনিকুমার যদি নয়, তবে এ কোন্ বংশের?

তাপসী। পুরুবংশের।

রাজা। (স্বগত) তবে তো ও আমারই এক বংশের। সেইজন্যই ইনি আমার সঙ্গে এর চেহারার মিল দেখেছিলেন। পৌরবদের বংশে তো শেষবয়সে এরকম নিয়ম আছে যে, প্রথম জীবনে তাঁরা পৃথিবী রক্ষার জন্য রসভোগময় গৃহে বাস করে শেষ জীবনে একমাত্র যতিব্রত পালন করে বৃক্ষমূলেই বাস করেন[১৭]। (প্রকাশ্যে) কিন্তু নিজের শক্তিতে তো মানুষ এখানে আসতে পারে না।

তাপসী। ভদ্র মহোদয় ঠিকই বলেছেন। অপ্সরার সঙ্গে সম্বন্ধ বশতঃ এর মা ওকে এই দেবপিতার তপোবনে প্রসব করেন।

রাজা। (নিম্নস্বরে) তবে তো আশার আর একটা পথ খুলল। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, সেই শ্রীমতী কোন্ রাজার পত্নী?

তাপসী। ধর্মপত্নীপরিত্যাগী তাঁর নাম কে মুখে আনবে?

রাজা। (স্বগত) একথাও তো আমার সম্বন্ধে প্রযোজ্য। তা যদি হয় তবে এই ছেলেটির মা'র নাম জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু না, পরস্ত্রীচর্চা করা অন্যায়।

মাটির ময়ূরহস্তে প্রবেশ করিয়া

তাপসী। সর্বদমন, শকুন্ত-লাবণ্য[১৮] দেখ।

বালক। (দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া) কই, আমার মা কোথায়?

তাপসীদ্বয়। শুনতে এক রকম হওয়ায় মাতৃভক্ত ছেলে ভুল বুঝল।

দ্বিতীয়া। বাছা, তোমাকে বলা হ'ল "এই মাটির ময়ূরের শোভা দেখ।"

রাজা। (স্বগত) তবে কি এর মা'র নাম শকুন্তলা? কিন্তু এক নাম তো অনেকেরই হতে পারে। বোধহয় শুধু নামমাত্রের উপর আশা করা মৃগতৃষ্ণিকার মতো শেষে আমার দুঃখই ঘটাবে।

বালক। দিদিমা, এই সুন্দর ময়ূরটা আমার বেশ ভাল লাগছে। (এই বলিয়া খেলনাটা লইল)

প্রথমা। (তাকাইয়া, সোদ্বেগে) এই যাঃ! ওর কব্জিতে বাঁধা রক্ষাকবচটা তো দেখছি না!

রাজা। উদ্বিগ্ন হবেন না। এই যে সিংহের বাচ্চার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করার সময়ে খসে পড়ে গিয়েছে—(এই বলিয়া উঠাইয়া লইতে গেলেন)

তাপসীদ্বয়। ওটা ছোঁবেন না। ওমা, উনি তুলে নিয়েছেন! (এই বলিয়া বিস্ময়ে বুকে হাত দিয়া পরস্পর মুখচাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিলেন)

রাজা। আমাকে মানা করলেন কেন?

প্রথমা। শুনুন মহারাজ, ওর জাতকর্মের সময়ে ভগবান মারীচ "অপরাজিতা" নামক এই ওষধিটি দিয়েছিলেন। ওটা মাটিতে পড়ে গেলে মা-বাপ বা নিজে ছাড়া আর কারও ছোঁওয়া নিষেধ।

রাজা। যদি ছোঁয়?

প্রথমা। তবে সাপ হয়ে তাকে কামড়ায়।

রাজা। আপনারা নিজ চোখে এরকম হ'তে কখনো দেখেছেন?

তাপসীদ্বয়। অনেকবার।

রাজা। (সহর্ষে, স্বগত) মনোরথ পূর্ণ হওয়ায় এখন আমার আনন্দ হবে না কেন? (এই বলিয়া বালককে আলিঙ্গন করিলেন)

দ্বিতীয়া। সুব্রতা, চল, ব্রতপালনে[১৯] রতা শকুন্তলাকে একথা জানাই গিয়ে। উভয়ে নিষ্ক্রান্ত

বালক। আমাকে ছেড়ে দাও, এখন মা'র কাছে যাব।

রাজা। পুত্র আমার, আমারই সঙ্গে মা'র কাছে গিয়ে আনন্দ করবে।

বালক। আমার বাবা তো দুষ্মন্ত[২০], তুমি না।

রাজা। (অল্প হাসিয়া) এই প্রতিবাদেই তা প্রমাণ হয়!

একবেণীধরা[২১] শকুন্তলার প্রবেশ

শকুন্তলা। সর্বদমনের ওষধির যখন বিক্রিয়াই করার কথা তখন তা না করে প্রকৃতিস্থ থাকল, একথা শুনে আমার নিজের ভাগ্য সম্বন্ধে আশা করি নি, কিন্তু সানুমতী যা বলেছিল তাতেই এরকম হ'ল নাকি ?

রাজা। (শকুন্তলাকে দেখিয়া) এই তো সেই শ্রীমতী শকুন্তলা—পরিধানে অতিমলিন বস্ত্র, ব্রতনিয়মাদি পালনে শুষ্কমুখী, একবেণীধারিণী ও শুদ্ধশীলা হয়ে অতিনিষ্করুণ আমার সঙ্গে দীর্ঘবিরহ ব্রত যাপন করছেন !

শকুন্তলা। (অনুতাপে ক্লিষ্টমূর্তি রাজাকে দেখিয়া) এঁকে তো আর্যপুত্রের মতো দেখাচ্ছে না। তবে কে ইনি, আমার রক্ষাকবচধারী ছেলের গায়ে গা ঘেঁষে রয়েছেন ?

বালক। (মাতার কাছে গিয়া) মা, এই যে, কে একজন লোক আমাকে 'পুত্র' বলে আলিঙ্গন করছে।

রাজা। প্রিয়ে, তোমার প্রতি আমি যে নিষ্ঠুরতা করেছিলাম, আমার পক্ষে তারও ফল অনুকূলই হল, কারণ আমি দেখছি যে তুমি এখন আমাকে চিনতে পেরেছ[২২] !

শকুন্তলা। (স্বগত) হৃদয়, আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও ! দৈব এখন তোমার উপর বিদ্বেষ ছেড়ে সদয় হয়েছেন ! ইনি আর্যপুত্রই বটেন।

রাজা। প্রিয়ে, চন্দ্রগ্রহণের পর রোহিণী-নক্ষত্রের সঙ্গে চন্দ্রের সংযোগের মতো[২৩] পুনর্লব্ধ স্মৃতিতে আমার মোহান্ধকার নাশ হয়ে, হে সুমুখি, ভাগ্যগুণে আমি তোমাকে সম্মুখে দেখছি।

শকুন্তলা। জয় হোক, আর্যপুত্রের জয় হোক। (এইরূপ বলিতে বলিতে কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হইয়া নীরব রহিলেন)

রাজা। সুন্দরি, প্রসাধনের অভাবে আরক্তবর্ণ ওষ্ঠপুটযুক্ত তোমার মুখ যে আমি দেখতে পেলাম, এতে, তুমি যে 'জয়' শব্দ উচ্চারণ করলে, তোমার অশ্রুতে অবরুদ্ধ হলেও তাতে আমার জয়লাভ করাই হয়েছে।

বালক। মা, এ কে ?

শকুন্তলা। বাছা, তোমার ভাগ্যকে জিজ্ঞেস কর। (রোদন করিতে লাগিলেন)

রাজা। (শকুন্তলার পাদে পতিত হইয়া) সুতনু, তোমার হৃদয় থেকে প্রত্যাখ্যানজনিত দুঃখ দূর হয়ে যাক; কি কারণে জানি না সে সময়ে আমার মনের সম্মোহ বলবান হয়েছিল; প্রবল তমোগুণে মন আচ্ছন্ন হলে লোকে শুভ বিষয়েও এই রকম আচরণই করে; অন্ধ লোকের মাথায় ফুলের মালা পড়লেও তা সে সাপ ভেবে ঝেড়ে ফেলে দেয়।

শকুন্তলা। উঠুন আর্যপুত্র। সেই সময়ে নিশ্চয় আমার পূর্বজন্মের কোনো কর্মের পুণ্য-প্রতিরোধক ফল ফলবার সময় হয়েছিল, যাতে আর্যপুত্র সদয়হৃদয় লোক হলেও আমার প্রতি বিরস হলেন।[২৪]

রাজা উঠিলেন

শকুন্তলা। এই দুঃখভাগিনীকে আর্যপুত্রের কি করে মনে পড়ল?

রাজা। আমার মন থেকে দুঃখের শল্য তুলে ফেলে তারপর বলছি। সুতনু, তোমার অধরক্লেশকারক যে বিন্দু বিন্দু অশ্রু আমি আগে মোহবশে উপেক্ষা করেছিলাম, তোমার বঙ্কিম-পক্ষ্মবিলগ্ন সেই অশ্রু প্রথমে মুছে ফেলি। (সেইরূপ করিলেন)

শকুন্তলা। (রাজার নাম লেখা আংটি দেখিতে পাইয়া) আর্যপুত্র, এই সেই আংটিটা।

রাজা। এই আংটিটা ফিরে পাওয়াতেই আমার স্মৃতি জাগ্রত হল।

শকুন্তলা। আর্যপুত্রের বিশ্বাস জন্মাবার সময়ে পাওয়া না গিয়ে ও কি অনর্থই করল!

রাজা। তাহলে ঋতুর সঙ্গে সংযোগের চিহ্নস্বরূপ লতাই ফুলটি ধারণ করুক।[২৫]

শকুন্তলা। না, ওকে আর বিশ্বাস করি না! আর্যপুত্রই ওটা ধারণ করুন।

মাতলির প্রবেশ

মাতলি। ভাগ্যগুণে ধর্মপত্নীর সঙ্গে মিলিত হয়ে এবং পুত্রমুখ দর্শন করে আয়ুষ্মান সফলমনোরথ হয়েছেন।

রাজা। আমার মনোরথ স্বাদু ফল ফলিয়েছে! মাতলি, ইন্দ্র এ বিষয়ে জানতে পেরেছেন মনে হয় কি?

মাতলি। (ঈষৎ হাসিয়া) শক্তিমানদের কি কিছু অজ্ঞাত থাকে! আয়ুষ্মান আসুন, ভগবান মারীচ আপনাকে দর্শন দেবেন।

রাজা। শকুন্তলা[২৬], ছেলেকে ধর। তোমাকে সামনে নিয়ে ভগবানের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

শকুন্তলা। আর্যপুত্রের সঙ্গে গুরুজনদের কাছে যেতে লজ্জা করছে।

রাজা। মঙ্গলোৎসবাদি কালে এই রকমই করতে হয়। চল, চল।

সকলে অগ্রসর হইলেন

অদিতির সঙ্গে একাসনে উপবিষ্ট মারীচের প্রবেশ[২৭]

মারীচ। (রাজাকে দেখিয়া) দাক্ষায়ণি, তোমার পুত্র ইন্দ্রের যুদ্ধ ব্যাপারে যিনি সর্বদা সম্মুখে থাকেন, ইনি দুষ্মন্ত নামক সেই ভুবনপালক, যাঁর ধনুতে ইন্দ্রের সুতীক্ষ্ণ বজ্রের কাজ নিষ্পন্ন হওয়ায় তা আভরণমাত্রে পর্যবসিত হয়েছে।

অদিতি। এঁর মূর্তিতেই এঁর পরাক্রম অনুভব করা যায়।

মাতলি। আয়ুষ্মন্, ঐ যে, দেবতাদের জনকজননী পুত্রপ্রীতি-প্রকাশক দৃষ্টিতে আয়ুষ্মানকে দেখছেন। ওঁদের সম্মুখে যান।

রাজা। মাতলি, মুনিরা যাঁদের দ্বাদশরূপে অবস্থিত আদিত্যের উৎপত্তিস্থল বলেন, যাঁরা ভুবনত্রয়ের পালনকর্তা, যাঁরা যজ্ঞভাগী দেবতাদের রাজা ইন্দ্রকে জন্মদান করেছেন, স্বয়ম্ভু বিষ্ণু পরম-পুরুষ হয়েও জন্মগ্রহণের জন্য যাঁদের আশ্রয় করেছিলেন, মরীচি ও দক্ষ থেকে যাঁরা জাত, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা থেকে যাঁদের মাত্র এক পুরুষের ব্যবধান, এঁরাই সেই দম্পতি?[২৮]

মাতলি। এঁরাই তাঁরা।

রাজা। (নিকটে যাইয়া) ইন্দ্রের ভৃত্য দুষ্মন্ত আপনাদের উভয়কেই প্রণাম করছে।

মারীচ। বৎস, চিরজীবী হও, পৃথিবী পালন কর।

অদিতি। বৎস, অপ্রতিদ্বন্দ্বী হও।

শকুন্তলা। পুত্রকে সঙ্গে করে আপনাদের দুজনের পাদবন্দনা করছি।

মারীচ। বৎসে, তোমার স্বামী ইন্দ্রতুল্য, তোমার পুত্র জয়ন্তোপম, আর

কোনো আশীর্বাদ তোমার যোগ্য হবে না, তুমি ইন্দ্রপত্নী শচীর মতো হও।

অদিতি। বাছা, স্বামীর বহুমান্যাস্পদা হও। তোমাদের এই দীর্ঘায়ু পুত্রও পিতৃমাতৃ উভয়কুলের আনন্দবর্ধন করুক। বস।

সকলে প্রজাপতির[২৯] উভয়দিকে বসিলেন

মারীচ। (প্রত্যেককে পৃথকভাবে নির্দেশ করিয়া) তুমি সাধ্বী শকুন্তলা, এটি সুপুত্র, আর তুমি দুষ্যন্ত; ভাগ্যবলে শ্রদ্ধা, বিত্ত ও বিধি এই তিন একত্র মিলিত হয়েছে।

রাজা। ভগবন, প্রথমে অভিপ্রেত সিদ্ধি হল, তারপর আপনার দর্শনলাভ করলাম—অতএব আপনার অনুগ্রহ অপূর্ব, কারণ প্রথমে ফুল ফোটে, তারপর ফল হয়; প্রথমে মেঘোদয় হয়, তারপর বৃষ্টি হয়; কারণ ও কার্যের ক্রম তাইই; কিন্তু আপনার প্রসাদলাভের আগেই সম্পদ লাভ হয়।

মাতলি। বিধাতারা এই ভাবেই কৃপা করেন।

রাজা। ভগবন, আপনাদের আজ্ঞাকারিণী এঁকে গান্ধর্ব বিধিতে বিবাহ করার কিছুদিন পরে এঁর আত্মীয়েরা যখন এঁকে নিয়ে এলেন তখন স্মৃতিশৈথিল্যবশতঃ প্রত্যাখ্যান করে আমি আপনার সগোত্র[৩০] মাননীয় কণ্বের কাছে অপরাধী আছি। তারপর আংটি দেখে তাঁর কন্যাকে বিবাহ করার কথা মনে পড়ল। এটা আমার কাছে বিচিত্র মনে হয়। সম্মুখ দিয়ে হাতি চলে যাবার সময়ে যদি মনে সংশয় হয় এটা হাতি কি না, তারপর পায়ের দাগ দেখে প্রতীতি হয়, আমার মনের বিকারও সেইরকম হয়েছিল।

মারীচ। বৎস, তুমি নিজে অন্যায় করেছিলে একথা মনে ক'রো না। তোমার পক্ষে সম্মোহ অসম্ভবই। শোন।

রাজা। বলুন।

মারীচ। অপ্সরাঘাটের সিঁড়ি থেকে যেইমাত্র অত্যন্ত কাতরা অবস্থায় শকুন্তলাকে নিয়ে মেনকা[৩১] দাক্ষায়ণীর কাছে এল, সেইমাত্র আমি ধ্যানে জানলাম তোমার সহধর্মচারিণী এই দুর্ভাগিনী দুর্বাসার শাপে তোমার দ্বারা প্রত্যাখ্যাতা হয়েছে, অন্য কোনো কারণে নয়, এবং সেই শাপ এই আংটি দেখলে দূর হবে।

রাজা। (সোচ্ছ্বাসে) তাহলে আমি দোষ থেকে মুক্তি পেলাম!

শকুন্তলা। (স্বগত) সৌভাগ্যের বিষয় যে আর্যপুত্র অকারণে আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন নি। কিন্তু আমাকে কেউ শাপ দিয়েছিল বলে তো মনে পড়ে না। হয়তো শাপ দিয়েছিল কিন্তু বিরহবশতঃ শূন্যমনা থাকায় আমি তা জানতে পারি নি[৩২]। সেই জন্যেই সখীরা আমাকে বলেছিল স্বামীকে আংটি দেখাতে[৩৩]।

মারীচ। বৎসে, এখন তুমি সবকথা জানলে। অতএব সহধর্মচারীর উপর তোমার কোনো ক্রোধ রাখা উচিত নয়। শোন—শাপের ফলে স্মৃতিরোধ হওয়ায় রুক্ষ হয়ে স্বামী তোমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, এখন তাঁর সে অন্ধকার যখন কেটে গিয়েছে তখন তুমিই তাঁর উপর প্রভাব দেখাতে পারবে; ময়লায় দর্পণের নির্মলতা আচ্ছন্ন হলে তাতে প্রতিবিম্ব প্রকাশিত হয় না, দর্পণ পরিষ্কৃত হলে প্রতিবিম্ব সহজেই প্রকাশ পায়।

রাজা। ভগবান সত্য কথাই বলেছেন।

মারীচ। বৎস, শকুন্তলার এই যে পুত্রের জাতকর্মাদি আমি বিধিমতো অনুষ্ঠান করেছিলাম, তাকে পেয়ে তুমি আনন্দিত হয়েছ তো?

রাজা। ভগবন্, ওই আমার বংশের গৌরব হবে। (এই বলিয়া বালকটির হাত ধরিলেন)

মারীচ। ও তাই-ই হবে, এবং ও চক্রবর্তী হবে জেন। শোন—অস্খলিত স্থিরগতি রথে জলধি উত্তীর্ণ হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীহীনভাবে এ সপ্তদ্বীপা বসুধা জয় করবে। সবলে প্রাণীদের দমন করায় এখানে ওকে 'সর্বদমন' নাম দেওয়া হয়েছে, পরে লোককে ভরণপালনের ফলে ও 'ভরত' নামে আখ্যাত হবে।

রাজা। ভগবান যখন ওর সংস্কারকর্ম সম্পন্ন করেছেন তখন ওর সম্বন্ধে আমি সবই আশা করব।[৩৪]

অদিতি। ভগবন, তাঁর কন্যার মনোরথ যে সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়েছে, সেকথা কণ্বকেও জানান। কন্যাবৎসলা মেনকা আমাদের সেবায় ব্যাপৃত হয়ে এখানেই উপস্থিত আছে[৩৫]।

শকুন্তলা। (স্বগত) ভগবতী আমার মনের কথাই বলেছেন।

মারীচ। তপোবলে কণ্বের কাছে সবই প্রত্যক্ষ।

রাজা। সেইজন্যই মুনি আমার উপর অতিক্রুদ্ধ হন নি।

মারীচ। তবু এই শুভসংবাদ তাঁকে আমার জানানো উচিত। কে আছে এখানে?

প্রবেশ করিয়া

শিষ্য। ভগবন, এই যে আমি।

মারীচ। গালব, এই মুহূর্তেই আকাশমার্গে গিয়ে মাননীয় কণ্বকে আমার নাম করে এই সুসংবাদ জানাও যে সেই শাপ নিবৃত্ত হওয়ায় দুষ্যন্ত স্মৃতিলাভ ক'রে পুত্রবতী শকুন্তলাকে পুনরায় গ্রহণ করেছেন[৩৬]।

শিষ্য। ভগবান যেমন আজ্ঞা করেন। নিষ্ক্রান্ত

মারীচ। বৎস, তুমিও তোমার স্ত্রী-পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে তোমার বন্ধু ইন্দ্রের রথে তোমার রাজধানীতে যাত্রা কর।

রাজা। ভগবান যেমন আজ্ঞা করেন।

মারীচ। এবং, তোমার প্রজাদের জন্য ইন্দ্র প্রচুর বৃষ্টিদান করুন, তুমিও বহু যজ্ঞ দ্বারা ইন্দ্রকে প্রীত কর; এইভাবে স্বর্গ ও মর্ত উভয় লোকেরই পক্ষে হিতকর হওয়ায় যা শ্লাঘনীয় হবে, পরস্পরের প্রতি সেই কর্তব্য[৩৭] সম্পাদন ক'রে তোমরা শতশত যুগ অতিবাহিত ক'রো।

রাজা। ভগবন, আমি যথাশক্তি এই মঙ্গলকার্য সম্পাদনে যত্নবান হব।

মারীচ। বৎস, তোমার আর কি উপকার করতে পারি?

রাজা। এর অধিক উপকার আর কি হতে পারে? তবে যদি ভগবান আরও কিছু বরদান করতে ইচ্ছা করেন তবে এই যেন হয়—

ভরতবাক্য[৩৮]

প্রবৃত্ত রহুন রাজা প্রজাহিত কাজে,
বিদ্বানের জ্ঞান যেন সর্বলোকে পূজে;
স্বয়ম্ভূ যে মহেশ্বর বহুশক্তি ধরে,
পুনর্জন্ম মোরও যেন সেই ক্ষয় করে।

সকলে নিষ্ক্রান্ত

নাটক সমাপ্ত

টিপ্পনী

নান্দী

১. শব্দটির অর্থ করা হয় "যাহাতে কাব্য, কবিগণ, পাত্রগণ এবং পারিষদ্‌বর্গ (শ্রোতৃগণ) সকলে আনন্দিত হন।" ইহার অন্যান্য নাম আশীর্বাদ বা নমস্ক্রিয়া বা মঙ্গলাচরণ। সূত্রধার (নীচে "প্রস্তাবনা", টিপ্পনী ১) ব্রাহ্মণ হইলে তিনিই নান্দীপাঠ করিতেন, অব্রাহ্মণ হইলে অপর ব্রাহ্মণ কর্তৃক নান্দী পাঠের পর সূত্রধার "প্রস্তাবনা" আরম্ভ করিতেন। এখানে প্রস্তাবনার প্রারম্ভে সূত্রধারের প্রবেশ জ্ঞাপক কোনও কথা না থাকায় বুঝিতে হইবে এক্ষেত্রে সূত্রধার ব্রাহ্মণ এবং তিনিই নান্দীপাঠের পর প্রস্তাবনা আরম্ভ করিতেছেন। মূলে নান্দী ও প্রস্তাবনা উভয়ই ১ অঙ্কের অন্তর্ভুক্ত। আমরা আধুনিক রীতি অনুযায়ী উহা পৃথকভাবে দিলাম। সূত্রধার সংস্কৃতভাষী, ১৭ পৃ দ্রষ্টব্য।

মূল শ্লোকটি সুন্দর, গাম্ভীর্যময় ও ধ্বনিসমৃদ্ধ (sonorous), বাংলা কবিতায় তাহা রক্ষা করা দুষ্কর। ইহা স্রগ্‌ধরা (স্রক্ = মাল্য) ছন্দে রচিত। ইহার ৪টি পাদের প্রত্যেক পাদে ২১টি 'অক্ষর' (syllable) এবং প্রতি ৭টি 'অক্ষর'এর পর যতি থাকে, যেন পাশাপাশি তিনটি সমদৈর্ঘ্যের মালা, যেমন উৎসবের জন্য সাজান তোরণদ্বারে দেখা যায়। সাধারণতঃ সংস্কৃত পদ্যে যত ছন্দ ব্যবহৃত হয়, তাহার মধ্যে ইহাই দীর্ঘতম। অভিনয়কালে নাটকটির classical ভাব দ্যোতনার জন্য প্রথমে মূল শ্লোকটি আবৃত্তি করা যাইতে পারে, তাহার পর বাংলা অনুবাদ বলিলে চলে। শ্লোকটি এই—

যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং যা হবির্যা চ হোত্রী
যে দ্বে কালং বিধত্তঃ শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্।
যামাহুঃ সর্ববীজপ্রকৃতিরিতি যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ
প্রত্যক্ষাভিঃ প্রপন্নস্তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ॥

গদ্য অন্বয়—যা (তনুঃ) স্রষ্টুঃ আদ্যা সৃষ্টিঃ, যা (তনুঃ) বিধিহুতং হবিঃ বহতি, যা (তনুঃ) হোত্রী চ, যে দ্বে (তনূ) কালং বিধত্তঃ, শ্রুতিবিষয়গুণা

যা (তনুঃ) বিশ্বং ব্যাপ্য স্থিতা, যাং (তনুং) সর্ববীজপ্রকৃতিঃ ইতি আহুঃ, যয়া (তন্বা) প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ (ভবন্তি)—তাভিঃ প্রত্যক্ষাভিঃ অষ্টাভিঃ তনুভিঃ প্রপন্নঃ ঈশঃ বঃ অবতু।

শ্লোকটির প্রত্যেক পাদের ২১-'অক্ষরে' হ্রস্ব-দীর্ঘ (বা লঘু-গুরু) স্বর ও যতি একই ভাবে বিন্যস্ত। প্রত্যেক পাদে হ্রস্ব স্বর (চিহ্ন ⌣), দীর্ঘ স্বর (চিহ্ন —) এবং যতির (চিহ্ন।) বিন্যাস এইরূপ—

— — — — ⌣ — —। ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ —।
— ⌣ — — ⌣ — —।

অ, ই, উ, ঋ হ্রস্ব ; বাকি সব স্বর দীর্ঘ। হ্রস্ব স্বরের পর অনুস্বার, বিসর্গ, বা যুক্তব্যঞ্জন থাকিলে সেই হ্রস্ব স্বরকে দীর্ঘ বলিয়া ধরিতে হয়।

এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে এই নাটকের প্রায় অর্ধাংশ যে শ্লোকাবলিতে রচিত, সেগুলির শব্দসৌষ্ঠব, ধ্বনিমাধুর্য, অর্থসৌন্দর্য এবং গঠনকৌশলে কবি বহু শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। বাংলা কবিতায় তাহা রক্ষা করা কাহার সাধ্য জানি না। গদ্য অনুবাদে তাহার ভাবার্থ মাত্র রক্ষিত হয় কিন্তু অন্য বহু রূপসৃষ্টি-কৌশল বাদ পড়ে।

২. সকল দেবতার প্রতি ভক্তিমান হইলেও কালিদাস তাঁহার সমগ্র রচনাবলীতে মহাদেবের সম্বন্ধে যত অধিক উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায় তিনি শৈব ছিলেন। এই শ্লোকে "যাহা"—যে "তনু" বা রূপ, মূর্তি, প্রকাশ। এখানে মহাদেবের যে প্রত্যক্ষ অষ্টরূপের কথা বলা হইয়াছে, তাহা এই—(১) যাহা সৃষ্টিকর্তার প্রথম সৃষ্টি, অর্থাৎ জল। ইহা পৌরানিক মত ; বেদান্তের মতে পঞ্চ ভূতের মধ্যে ব্যোম বা আকাশ প্রথম সৃষ্টি, তাহা হইতে মরুৎ বা বায়ু, বায়ু হইতে তেজ বা অগ্নি, অগ্নি হইতে অপ্ বা জল, জল হইতে ক্ষিতি, পৃথিবী, মৃত্তিকা। (২) অগ্নি ; হোম বা যজ্ঞে প্রদত্ত আহুতি অগ্নি কর্তৃক ধূমাকারে দেবতাদের সমীপে নীত হয় মনে করা হইত। (৩) যিনি হোতারূপে হোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, অর্থাৎ যজমান। (৪-৫) চন্দ্র ও সূর্য, কারণ রাত্রি ও দিন, এই দুই দ্বারা অহোরাত্রের বিভাগ হয়। (৬) ব্যোম বা আকাশ, যাহার দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সাধিত হয়। (৭) ক্ষিতি বা পৃথিবী, যাহা সকল বীজের জন্মস্থান। (৮) মরুৎ বা বায়ু, যাহা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে জীবগণের প্রাণ রক্ষা হয়। অতএব মহাদেবের এই শ্লোকোক্ত অষ্টমূর্তি—৫ মহাভূত + চন্দ্র ও সূর্য + যজমান।

প্রস্তাবনা

১. Drama Director বা Stage Manager। রঙ্গালয় এবং রঙ্গভূমি স্থাপনা বা নির্মাণের সময়ে মাপজোখের সূতা ইঁহার হাতে থাকিত বলিয়া এই নাম হইয়া থাকিতে পারে, অথবা পুতুলনাচের মালিকের হাতের সূতা হইতে শব্দটির উৎপত্তি হয়। নাটক-অভিনয় সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়, অভিনয়-শিক্ষাদান প্রভৃতি ইঁহার কর্তৃত্বে থাকিত।

২. ১৭ পৃ দ্রষ্টব্য। ৩. অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ, ১৭ পৃ।

৪. ইনি গায়িকা ও অভিনেত্রীদের মধ্যে একজন প্রধানা। এখানে ইনি সূত্রধারের পত্নী, তাহা বুঝা যায় "আর্যপুত্র" সম্বোধন হইতে। পাত্রদের শিক্ষাদান সাজসজ্জা প্রভৃতি বিষয়ে ইনি সূত্রধারের সহায়তা করিতেন। আর্য, আর্যা সম্মানবাচক শব্দ = আধুনিক মহাশয়, মহাশয়া। ৫. ১২ পৃ।

৬. এই নাটকের ইহাই পূর্ণ নাম—'যে অভিজ্ঞানের (পরিচায়ক বা স্মারক চিহ্ন) দ্বারা শকুন্তলা পরিজ্ঞাতা হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ক নাটক' অথবা 'অভিজ্ঞান (অঙ্গুরীয়) ও শকুন্তলা-বিষয়ক নাটক' অথবা 'অঙ্গুরীয় ও শকুন্তলা', অথবা 'শকুন্তলার অভিজ্ঞান' প্রভৃতি নানা অর্থ করা হয়।

৭. ইহাতে সূত্রধারের সুখ্যাতি করা হইল। পাত্রগণ পরস্পরের ও পারিষদ বা "সামাজিক" বর্গের প্রশংসা করিবেন, এরূপ রীতি ছিল। সংস্কৃত নাটকের লক্ষ্য ছিল পারিষদবর্গকে আনন্দ, তৃপ্তি ও সৎশিক্ষা দান।

৮. ইহাতে পারিষদবর্গের সুখ্যাতি করা হইল, সূত্রধারের বিনয়ও দেখান হইল।

৯. ইহা সূত্রধারের নিজের এবং সকল পাত্রগণের পক্ষে হইয়া বিনয়জ্ঞাপন।

১০. মূল শ্লোকটি প্রাকৃতে; এই অনুবাদটি করিয়াছেন শ্রীমতী মমতা ঘোষ।

১১. ইহাতে নটীর গীতনৈপুণ্য ও পারিষদ্‌বর্গের রসবোধশক্তির সুখ্যাতি করা হইল। ১২. ইহা নটীর প্রশংসাজ্ঞাপক।

১৩. পৌরাণিক হস্তিনাপুরের (আধুনিক মীরাট অঞ্চল) রাজা। বঙ্গীয় ধারার পুঁথিতে (২২-২৩ পৃ) বানান 'দুষ্মন্ত'; ব্রাহ্মণে (১৯পৃ) 'দুঃষন্ত'।

১৪. সংস্কৃত নাটকের রীতি ছিল আগামী বিষয়ের বা ঘটনার জন্য পারিষদ্‌গণকে প্রস্তুত রাখা।

১ অঙ্ক

১. প্রাচীন ভারতের স্টেজে রথ, ঘোড়া, হরিণ প্রভৃতি দেখান হইত না। নাটকের stage direction, পাত্রদের উক্তি ও অঙ্গভঙ্গীতে এই সকল বিষয় এবং রথারোহণ, অবতরণ প্রভৃতি ঘটনা অনুমান করা হইত।

২. সংস্কৃত নাটকের রীতিতে ইনি রাজার অতিবিশ্বস্ত বয়োজ্যেষ্ঠ এবং সংস্কৃতভাষী।

৩. শিব ও মৃগ সম্পর্কে দুইটি পৌরাণিক কাহিনী আছে—(১) দক্ষের অশ্বমেধ যজ্ঞে সকল দেবতারা নিমন্ত্রিত হইলেও শিব নিমন্ত্রিত হন নাই। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া শিব হঠাৎ সভাসহ যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড করেন এবং দেবতাদিগকে বিতাড়িত করিয়া যজ্ঞাশ্বটিকে খণ্ডখণ্ড করেন। তারপর তিনি যজ্ঞের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন; শরীরবান-রূপে কল্পিত যজ্ঞ আত্মরক্ষার্থে মৃগশরীর ধারণ করিয়া সবেগে পলায়মান হইলে শিব পশ্চাদনুসরণ করিয়া তাহার মুণ্ডচ্ছেদ করেন। (২) প্রজাপতি ব্রহ্মা সৃষ্টিবর্ধনের উদ্দেশ্যে নিজ শরীর পুরুষ ও স্ত্রী, দুইভাগে বিভক্ত করেন; স্ত্রীভাগে শতরূপা নাম্নী অপূর্বা সুন্দরীর উদ্ভব হয়, তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া ব্রহ্মার পুরুষভাগ কামার্ত হইলেন; শতরূপা মৃগীরূপে পলায়নপরা হইলে ব্রহ্মাও (পুরুষভাগ) মৃগরূপ ধারণ করিয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবন করেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া শিব ব্যাধরূপ ধারণ করিয়া মৃগরূপী প্রজাপতিকে বাণবিদ্ধ করেন।

এই নাটকের পাঠকবর্গের মধ্যে (বা অভিনয় সত্যই হইয়া থাকিলে পারিষদ্‌বর্গের মধ্যে, ১৫ পৃ) রাজপরিবার, রাজপুরুষ প্রভৃতির কাছে রাজসভাকবি দ্বারা রাজস্তুতির প্রয়োজন থাকিতে পারে—কিন্তু রাজার সঙ্গে স্বয়ং মহাদেবের তুলনা কিছু আধিক্য বলিয়া মনে হয়। রাজপ্রশংসা দ্বারা রাজধর্মের উচ্চ আদর্শ স্থাপন কবির কর্তব্য হইলেও কলিদাস এই নাটকে অনেক স্থলেই ইহাতে কিছু আতিশয্য করিয়াছেন মনে হয়। রাজা ও রাজসভার অন্যান্যদের তুষ্টিবিধান-চেষ্টায় সভাকবি কিছু স্তাবকতা করিয়াছেন কি?

৪. স্তুতিবাক্য শুনিতে অভ্যস্ত রাজা সারথির অত্যুক্তিতে প্রশ্রয় না দিয়া অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন।

৫. দ্রুতগামী রেলগাড়ী হইতে বাহিরের দৃশ্যাবলির দিকে তাকাইলে ঠিক এইরূপই মনে হয়। ভাসের প্রতিমা নাটক, ৩ অঙ্কে ভরতের মুখে রথবেগের অনেকটা এই রকমের বর্ণনা আছে।

৬. যেক্ষেত্রে বক্তাকে দেখা যায় না, শুধু তাহার কথা শুনা যায়। এই কথাগুলি নেপথ্যগৃহ, Tiring room, হইতে বলা হইত।

৭. তপস্বীরা রথে চাপা পড়িবেন, এই ভয়ে।

৮. শ্লোকটির রবীন্দ্রনাথকৃত অনুবাদ—

মৃদু এ মৃগদেহে মেরো না শর, আগুন দেবে কে হে ফুলের পর।
কোথা মহারাজ মৃগের প্রাণ—কোথায় যেন বাজ তোমার বাণ।

—"শকুন্তলা", প্রাচীন সাহিত্য।

৯. পৌরাণিক বিবরণে যযাতির পুত্র পুরু ছিলেন দুষ্যন্তের পূর্বপুরুষ। শুক্রাচার্যের শাপে যযাতি অকালবার্ধক্য প্রাপ্ত হন এবং বহু মিনতির ফলে শাপ এইভাবে হ্রাস করা হয় যে, যযাতির পাঁচ পুত্রের মধ্যে কেহ সম্মত হইলে পিতার শাস্তি নিজের উপর লইয়া পিতাকে নিজ যৌবন দান করিতে পারিবে। পাঁচ পুত্রের মধ্যে একমাত্র পুরুই পিতার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। সহস্র বৎসর পুত্রের যৌবন ভোগের পর যযাতি পুরুকে যৌবন প্রত্যর্পণ করিয়া বরদান করেন যে, তিনি সুবিখ্যাত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হইবেন। এই স্বার্থত্যাগের জন্য পুরু খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তপস্বীদের রাজাকে পুত্রলাভ ইচ্ছা জ্ঞাপনে বুঝা যায় দুষ্যন্ত তখনও অপুত্রক ছিলেন, যদিও তখন তিনি যুবক। ৬ অঙ্কে দেখা যাইবে পুত্রহীনতার জন্য দুষ্যন্ত বড়ই ক্ষুব্ধ ছিলেন। বিষয়টিতে যেন দুষ্যন্তের পুত্রলাভ সম্বন্ধে কিছু আধিক্য করা হইয়াছে। ইহাতে কি প্রজাবর্গের অজ্ঞাতসারে রাজপুত্র স্কন্দগুপ্তের জন্ম সম্বন্ধে (২৫-২৬ পৃ) justification-এর চেষ্টা আছে?

১০. আশ্রম-পরিচালক গুরু।

১১. যুদ্ধ, মৃগয়া প্রভৃতিতে অনবরত ধনু হইতে বাণ ক্ষেপণের ফলে জ্যা বা ছিলার আঘাতে প্রকোষ্ঠে যে দাগ বা 'কড়া' পড়ে। ইহা শৌর্যের পরিচায়ক।

১২. সম্ভবতঃ প্রভাস, যাহার সন্নিকটে উত্তরকালে সোমনাথের বিখ্যাত মন্দির নির্মিত হয়। কাশ্মীরী পুঁথিতে (২২ পৃ) 'সোমতীর্থ' স্থলে 'প্রভাস' পাঠ আছে। এখানে চন্দ্র (সোম) দক্ষশাপজাত যক্ষ্মারোগ হইতে মুক্তি লাভ করায় ঐ নাম হয়। সংস্কৃত নাটকের রীতিতে পরে যাহা ঘটিবে তাহার

পূর্বাভাস দিতে হইত; 'প্রতিকূল দৈব শান্তি'দ্বারা টীকাকার-মতে শকুন্তলার প্রতি দুর্বাসার শাপ এবং তাহা হইতে পরে মুক্তিলাভ সূচিত হইয়াছে। পরে দেখা যাইবে, কণ্বের আশ্রম হস্তিনাপুর হইতে উত্তর-পূর্বে দিন তিনেকের পথ ছিল, অতএব আশ্রম হইতে প্রভাস অনেক দূরের পথ। কণ্ব যদি সম্প্রতি সেখানে যাত্রা করিয়া থাকেন তবে তাঁহার ফিরিতে অন্ততঃ কতদিন লাগিবার কথা, তাহা আমাদের পরে বিবেচনা করিতে হইবে।

১৩. এই ফল হইতে স্নান ও প্রদীপ প্রভৃতিতে প্রয়োজনে তৈল নিষ্কাষণ করা হইত। পরে বিদূষকের একটি উক্তিতে বুঝা যাইবে তপস্বীরা মাথায় তেল মাখিতেন, শুষ্ক জটা ধারণ করিতেন না।

১৪. নিজ দেহের বা বাহিরের কোনও ঘটনায় ভবিষ্যৎ বিষয়ের যে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, omen; সেরূপ ইঙ্গিতপ্রাপ্তির ভঙ্গীপ্রকাশ করিয়া। পুরুষের দক্ষিণ অঙ্গের স্পন্দন শুভকর, বামের বিপরীত; স্ত্রীলোকের পক্ষে উভয়ই তৎ-তদ্বিপরীত। পুরুষের দক্ষিণ বাহুর স্পন্দনে উত্তমা স্ত্রীলাভ হয়, এরূপও প্রসিদ্ধি ছিল।

১৫. যেখানে কিছু কামনা, বাসনা, লাভ বা অলাভের ক্ষেত্র বা চিন্তা থাকে না।

১৬. তুলনীয় মাইকেল—"প্রাক্তনের গতি, হায়, কার সাধ্য রোধে?" (মেঘনাদবধ, ৫ সর্গ) এবং "প্রাক্তনের গতি কার সাধ্য রোধে?" (ঐ, ৬ সর্গ)।

১৭. কণ্বের অপর নাম। ব্রহ্মার পুত্র সপ্তর্ষি-প্রধান মরীচি, মরীচির পুত্র মারীচ, বা কশ্যপ। কণ্ব কশ্যপের বংশধর বলিয়া কাশ্যপ। সমগ্রনাটকে দেখা যায় কেবল শকুন্তলা, প্রিয়ম্বদা, অনসূয়া ও ৪ অঙ্কের বালকঋষিকুমারদ্বয় কণ্বকে 'তাত' বলিয়া সম্বোধন বা উল্লেখ করিতেছে।

১৮. ছোট গাছের গোড়ায় জল বাঁধিয়া রাখিবার জন্য বৃত্তাকার পাড়। গাছে জল দেওয়া আশ্রমবাসিনীদের পক্ষে তপস্যাকর্মে কৃচ্ছ্রসাধনের মতো ছিল। ভাসের প্রতিমা নাটক, ৫ অঙ্কে সীতাকে আশ্রমের গাছে জল দেওয়ার পরিশ্রমে রত দেখিয়া রাম বলিয়াছিলেন "ভোঃ কষ্টম্"!—যেন উহা তপস্যার কৃচ্ছ্রসাধন।

১৯. ইহার কাঠ অত্যন্ত কঠিন। তুলনীয় মাইকেল—"ফুলদল দিয়া কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে"? (মেঘনাদবধ, ১ সর্গ)। নীল জলপদ্ম রাত্রে

চন্দ্রালোকে প্রস্ফুটিত হয় বলিয়া ইহার পাঁপড়ি অত্যন্ত কোমল, এরূপ কবিপ্রসিদ্ধি।

২০. তপস্বীরা যে বল্কল পরিতেন তাহা বড় বড় গাছের ইঞ্চিখানেক পুরু ছাল মনে করা ভুল। ইহা প্রস্তুত হইত একজাতীয় গাছের নরম ছাল পচাইয়া কাচিয়া তাহার ভিতরের পাৎলা আস্তরণ জোড়া দিয়া সেলাই করিয়া। ইহা দেখিতে সুদৃশ্য বা খুব নরম না হইলেও পুরু বা অত্যন্ত কর্কশ হইত না। শকুন্তলা পীড়া বোধ করিতেছিলেন বল্কলের কাঠিন্য বা কর্কশতার জন্য নয়, উহা অতিরিক্ত আঁটিয়া বাঁধা হইয়াছিল বলিয়া। বর্ণনা হইতে বুঝা যায় ইহা ছিল ঊর্ধ্বাঙ্গের আবরণ—কাঁচুলি বা bodice বা blouse জাতীয়, এবং কবিকল্পিত আশ্রমনারীদের এই বসন হইতে কালিদাসের যুগের নারীদের বসনরীতি কিছু বুঝা যায়। স্তনের বিবরণ হইতে অনুমান হয় এই তরুণীদের বয়স অন্ততঃ ১৫-১৬ বৎসর হইয়াছিল, ৪ অঙ্ক পর্যন্ত অতঃপর বর্ণিত তাঁহাদের সমগ্র কথাবার্তা হইতে ১৮-১৯ বৎসরও কল্পনা করা যায়।

২১. তুলনীয় রবীন্দ্রনাথ—

ঋষিকন্যাদলে পেলব যৌবন বাঁধি পরুষ বল্কলে, আলবালে করিতেছে সলিল সেচন।

—"তপোবন"; চৈতালি।

২২. শ্লোকটির রবীন্দ্রনাথ কৃত অনুবাদ—

কমল শৈবালে ঢাকা তবু রমণীয়, শশাঙ্ক কলঙ্কী তবু লক্ষ্মীর সে প্রিয়।
এ নারী বল্কল পরি আরো মনোহর—কী নহে ভূষণ তার যে জন সুন্দর।

—রূপান্তর, ৭১ পৃ।

এখানে 'লক্ষ্মীর সে প্রিয়' বাংলা অর্থে একটু inaccurate হয় কিন্তু রবীন্দ্রনাথ উহা করিয়াছিলেন বোধহয় মূলের সঙ্গে শব্দসাম্য রক্ষার জন্য। মূলে আছে "মলিনমপি হিমাংশো র্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি"; লক্ষ্ম=চিহ্ন, দাগ; লক্ষ্মী=শোভা; তনোতি=বিস্তার, বর্ধন করে। এই শ্লোকেরই রবীন্দ্রনাথকৃত অপর একটি অনুবাদ—

কমল শেয়ালা-মাখা তবু মনোহর, চাঁদেতে কলঙ্করেখা তথাপি সুন্দর,
বল্কলও মনোজ্ঞ অতি রূপসীর গায়, মধুর মুরতি যেই কী না সাজে তায়!

—রূপান্তর, ৭১ পৃ।

ভাসের প্রতিমা নাটক, ১ অঙ্কে বর্ণিত আছে সীতা কৌতুক করিয়া বল্কলবসন পরিলে তাঁহার পরিচারিকা বলিয়াছিলেন "সুরূপের পক্ষে সকলই শোভনীয় হয়"—প্রাকৃত হইতে সং "সর্বশোভনীয়ং সুরূপং নাম"।

২৩. বকুল পুংবৃক্ষ, লতা স্ত্রীজাতি। বৃক্ষ ও লতার সংযোগের সঙ্গে পুরুষ ও নারী, প্রণয়ী ও প্রণয়িনী, স্বামী ও স্ত্রীর উপমা সংস্কৃত কাব্যে প্রসিদ্ধ। ইহাতে শকুন্তলার লতাসাদৃশ্য ধ্বনিত হইয়াছে। প্রিয়ম্বদা আশ্রমবাসিনী হইলেও বয়োধর্মে তাঁহার মনে স্ত্রীপুরুষ-পতিপত্নীর মিলন বিষয়ক চিন্তা লক্ষণীয়। ক্রমে আমরা যৌনবিষয়ে এই তরুণীদের আগ্রহের আরও পরিচয় পাইব। প্রিয়ম্বদা নামের অর্থ প্রিয়বাক্যবাদিনী।

২৪. প্রিয়ম্বদার উক্তিতে শকুন্তলার প্রীত হইবার কারণ শুধু সুকুমারী লতার সঙ্গে সাদৃশ্যের জন্যই কি? না, শকুন্তলারও গূঢ়মনে পতিপত্নী-সংযোগকামনার চিন্তা ছিল? সখীদের অতঃপর আলাপে তাঁহাদের মনোভাব স্পষ্ট হইয়াছে।

২৫. কারণ সত্য যে সর্বদা প্রিয় হয়, তাহা নয়—"হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ"।

২৬. শ্লোকটির রবীন্দ্রনাথকৃত অনুবাদ—

অধর কিসলয়-রাঙিমা-আঁকা, যুগল বাহু যেন কোমল শাখা,
হৃদয়-লোভনীয় কুসুম হেন, তনুতে যৌবন ফুটেছে যেন।
—"শকুন্তলা". প্রাচীন সাহিত্য।

২৭. তুলনীয় মাইকেল—

স্বয়ম্বরবধূ-লতা বরে সাধে যথা রসালে, রসালে বরে তেমতি নন্দনে স্বয়ম্বরবধূ-লতা।
—"পুরুরবার প্রতি উর্বশী", বীরাঙ্গনা, ১০ সর্গ।

এবং—

বিশাল তরু, ব্রততীরমণ, মুঞ্জরিত ব্রততীর বাহুপাশে বাঁধা।
—তিলোত্তমাসম্ভব, ১ সর্গ।

তথা—

লতাবধূ-লালসা রসাল, রসের সাগর তরু। —ঐ, ঐ।

পুনরায়—

নব-লতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ তরু-সহ; চুম্বিতাম, মঞ্জরিত যবে দম্পতি, মঞ্জরীবৃন্দে,
আনন্দে সম্ভাষি নাতিনী বলিয়া সবে। গুঞ্জরিলে অলি, নাতিনী-জামাই বলি বরিতাম তারে।
—মেঘনাদবধ, ৪ সর্গ।

২৮. সখীদ্বয়ের উক্তিতে সর্বত্রই দেখা যায় প্রিয়ম্বদা কিছু reserved, পরিহাসপটু, স্থিরবুদ্ধি ও সাবধান, এবং অনসূয়া অপেক্ষাকৃত extrovert, forward, ভাবপ্রবণ ও sensitive। পরে রাজার উক্তিতে বুঝা যায়

সখীত্রয় প্রায় সমবয়স্কা কিন্তু প্রিয়ম্বদা বোধহয় কিছু জ্যেষ্ঠা, অনসূয়া মধ্যমা এবং শকুন্তলা কনিষ্ঠা ছিলেন।

২৯. রাজা তখনও শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত শুনেন নাই। তাঁহার মনে শকুন্তলার প্রতি প্রেমসঞ্চার হইয়া বিবাহের কথা উদয় হইয়াছে। শকুন্তলা যদি ব্রাহ্মণ কণ্বের ব্রাহ্মণী পত্নীজাতা হন তবে পিতৃমাতৃ-উভয়কুলে ব্রাহ্মণকন্যা ক্ষত্রিয় রাজার পক্ষে শাস্ত্রমতে অবিবাহ্যা। কিন্তু শকুন্তলা-জননী যদি অব্রাহ্মণী হন তবে শকুন্তলা রাজার বিবাহযোগ্যা—wishful thinking।

৩০. অর্থাৎ যাহা অন্যায় বা অবৈধ, সে বিষয়ে ইচ্ছা সৎ ব্যক্তির মনে কখনও উদয় হয় না; যদি কোনও বিষয়ে তাহার ইচ্ছা হয়, তবে বুঝিতে হইবে তাহা বৈধ।

৩১. টীকাকার মতে শকুন্তলার মুখ, চোখ কানের প্রতি মৌমাছির আগ্রহের কারণ মৌমাছি ঐ ঐ স্থানের আকার, বর্ণ ও সুগন্ধবশতঃ উহা পদ্মাদি বিবিধ ফুল এবং আন্দোলিত বাহুদ্বয়কে লতাশাখা মনে করিয়াছিল। ইহাতে শকুন্তলা-মুখের নানা-কুসুমরমণীয়ত্ব এবং দেহের লতাসৌকুমার্য ধ্বনিত হইয়াছে। রাজার উক্তিতে দেখা যায় শকুন্তলার প্রতি প্রেমসঞ্চারমাত্র তাঁহার মনে উপভোগবাসনা প্রবল হইয়াছে, তুলনীয় ১০ পৃ। শ্লোকটির সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত অনুবাদ—

তুমি বারবার পরশিছ তার ত্রস্ত চপল আঁখি, কি গোপন বাণী কহ গুন্‌গুনি কানের সমীপে থাকি
হস্তাতাড়না গ্রাহ্য কর না, চুরি কর চুম্বন, আমরা মূর্খ, ওগো মধুকর, তুমি সে রসিক জন।

—"ভ্রমরের প্রতি", তীর্থসলিল।

"রতিসর্বস্ব অধর পান"—মেঘদূতের একটি শ্লোকে নায়িকাধরপানকে নায়কের প্রেম-চরিতার্থতার "পূর্ণফল লাভ" বলা হইয়াছে এবং ব্যাখ্যায় টীকাকার মল্লিনাথ বলিয়াছেন "কামিনীগণের অধরাস্বাদন সুরত অপেক্ষাও অধিক (সুখকর)"।

৩২. প্রথম সাক্ষাতে সর্বদা সর্বপ্রথমে কুশল প্রশ্ন বিধেয়। তপোবনবাসী তপস্বীদের তপস্যাবিষয়ক কুশলই জিজ্ঞাসা করিতে হয়। এখানে অবশ্য তপস্যার অর্থ ঘোর জপতপ-উপবাস বা কৃচ্ছ্রাদি অভ্যাস নয়। আশ্রমবাসী তিনজন তপস্বীকে আমরা সমিধ্‌-সংগ্রহে যাইতে দেখিয়াছি এবং তিনজন তরুণী তপস্বীকন্যাকে গাছে জল দিতেও দেখিয়াছি। ইহার অতিরিক্ত আর কোনও কর্মের কথা নাটকের আশ্রমবর্ণনায় নাই—পরে অবশ্য

হোমযজ্ঞাদির এবং তাহার আয়োজনে তরুণীদের সহায়তার উল্লেখ আছে। এই তরুণীরা যে লেখাপড়া, চিত্রাঙ্কণ, কবিতারচনা প্রভৃতি ভালই জানিতেন, তাহার পরিচয় আমরা পরে পাইব। কিন্তু বেদপাঠ, শাস্ত্রচর্চা প্রভৃতির কোনও উল্লেখ পুরুষ আশ্রমবাসীদের সম্পর্কেও করা হয় নাই—কুলপতি অনুপস্থিত ছিলেন বলিয়া কি? তাঁহার তপশ্চর্যা ও তাহার ফলে শারীরিক দৌর্বল্যের কথা ৪ অঙ্কে উল্লেখ আছে কিন্তু বিশেষ বিবরণ কিছু নাই। তবে বুঝা যায় বয়ঃপ্রাপ্ত তপস্বীদের (মুনি বা ঋষি) এবং তপস্বীকন্যাদের বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না; কিন্তু শকুন্তলা ছাড়া আর কোনও আশ্রমবাসীর মাতৃপিতৃত্বের বা পতিপত্নীত্বের পরিচয় নাটকে নাই এবং সে সম্বন্ধে অনুমানও কিছু করা যায় না। ভাসের প্রতিমা নাটক, ৫ অঙ্কে সীতাকে গাছে জল দেওয়ার শ্রমে ক্লান্ত দেখিয়া রাম কৌতুক করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "তপো বর্ধতে?"

৩৩. ইহা শকুন্তলাকে জিজ্ঞাসিত রাজার প্রশ্নের উত্তর। অতিথিসৎকার আশ্রমধর্মপালন বা তপস্যার অঙ্গ, বিশিষ্ট অতিথি লাভ অতএব তপস্যায় কুশল বা উন্নতির ফলেই হয়। কণ্ব শকুন্তলার উপর অতিথি সৎকারের ভার দিয়া গিয়াছিলেন, এখন বিশিষ্ট একজন অতিথিলাভ শকুন্তলার পক্ষে তপস্যায় কুশলের পরিচায়ক, ইহাই অনসূয়ার কথার অর্থ।

৩৪. ভাসের স্বপ্নবাসবদত্তা নাটক, ১ অঙ্কে এক আশ্রমবাসিনী তাপসী পদ্মাবতী ও বাসবদত্তাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলে তাঁহারা তাপসীকে মিষ্ট বাক্যের জন্য ধন্যবাদ দিয়াছিলেন। অন্তঃপুরে বা প্রমোদ উদ্যানে sophisticated পুরনারীদের দর্শন ও সঙ্গলাভে অভ্যস্ত রাজা তপোবনের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে সরলা সুরূপা তরুণীদের দেখিবামাত্র মুগ্ধ হইয়াছিলেন, নগরজীবনে অনভ্যস্তা তরুণীরাও সুপুরুষ সুবেশ যুবক রাজাকে দেখিয়া এবং বিশেষতঃ তাঁহার নম্র মার্জিত ও urbane ভদ্র ব্যবহারে মুগ্ধা হইয়াছিলেন। পুরুষের নম্রভদ্র-শোভন ব্যবহারে স্ত্রীলোকরা প্রীতিলাভ করে, যেমন পুরুষের চক্ষুতে লজ্জাই নারীর ভূষণ। ইহা সুজ্ঞাত যে কিছু exotic ভাব যৌনাকর্ষণবর্ধক হয়। রাজার পরিবর্তে একজন যুবাতপস্বী অতিথি আসিলে তরুণীরা কি তাঁহার সঙ্গলাভে এত প্রীত হইতেন?

৩৫. লক্ষ্যের বিষয় সরলা ও impulsive অনসূয়াই অপরিচিত আগন্তুকের সঙ্গে চট্ করিয়া কথাবার্তা আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিছু অপেক্ষার পর

পরিস্থিতি বুঝিয়া লইয়া এখন সাবধানা ও স্থিরপ্রকৃতি প্রিয়ম্বদা মুখ খুলিয়া ক্রমে অনেক কথা বলার অবকাশ পাইবেন।

৩৬. শকুন্তলা "মুগ্ধা" (প্রণয়ে অনভ্যস্তা) ছিলেন বলিয়া প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই যে ইহা ছিল dawning of love, তাহাও আবার at first sight. বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বিশেষতঃ তরুণীদের পক্ষে বিবাহের পূর্বে মনে শৃঙ্গার রসের আবির্ভাব বিষয়ে passive ও neutral থাকাই অবশ্য আমাদের দেশের শিক্ষা এবং (খুবই অস্বাভাবিক হইলেও) আশ্রমধর্মেও উহা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু কবি ঠিকই দেখাইয়াছেন যে, প্রকৃতির ধর্মকে মানুষ নিজের বিধানে বাঁধিতে চেষ্টা করিলে তাহা ব্যর্থই হয়। সংস্কৃত কবিরা প্রেমের দশটি দশা বা stage-এর কথা বলেন, এগুলির বিস্তৃত বর্ণনা তাঁহাদের প্রিয়, যথা—(১) নয়নপ্রীতি, (২) চিত্তের আসক্তি, (৩) লাভের ইচ্ছা, প্রভৃতি—বাকিগুলির কথা আমরা ক্রমে বলিব। রাজার মনে তৃতীয় দশা পর্যন্ত আমরা দেখিয়াছি, শকুন্তলাতে এখন দ্বিতীয়ের প্রারম্ভ। পৌরাণিক সকল আখ্যানে দেখা যায় সে যুগের নরনারী অনঙ্গবিষয়ে বেশ uninhibited হইতেন। এখানেও "আশ্রমবিরুদ্ধ" হইলেও প্রকৃতিই বলবতী হইল।

৩৭. সংস্কৃত নাটকে ইহার অর্থ পাত্রদের কয়েকজনের মধ্যে, সকলের নয়, আলাপ। এখানে প্রিয়ম্বদার উক্তি এমনভাবে বলা হইয়াছিল যে শকুন্তলা হয়তো তাহা শুনিতে পাইলেও রাজা অবশ্যই যেন তাহা শুনিতে না পান। এইরূপ "জনান্তিকে" উক্তি কাহাকে বলা হইয়াছিল, অনেক সময়ে তাহার নাম থাকে না, কিন্তু যে তাহার উত্তর দেয়, বুঝিতে হয় তাহাকেই উদ্দেশ করিয়া বলা হইযাছিল।

৩৮. অর্থাৎ সকলে শুনিতে পায় এমনভাবে। সাবধানী প্রিয়ম্বদার পরিবর্তে extrovert অনসূয়াই রাজাকে প্রশ্নে অগ্রসর হইলেন।

৩৯. অনসূয়ার দ্বিতীয় প্রশ্নের সরল অর্থ "আপনি কোন্ দেশের রাজা?" —রাজার অনুপস্থিতিতে প্রজাদের দুঃখবোধ করা রাজার লোক-প্রিয়ত্বের পরিচায়ক, অতএব গৌরবাত্মক। মূলে অনেক ক্ষেত্রে রাজাকে বা কোনও ঋষিকে "রাজর্ষি" বলা হইয়াছে; রাজার পক্ষে ইহাতে ঋষিতুল্য ধার্মিকতা বুঝায়। কৌটিল্যেও এই অর্থে শব্দটির প্রয়োগ আছে।

৪০. শকুন্তলা পূর্বোক্ত প্রণয়দশাগুলির তৃতীয়ে প্রবিষ্টপ্রায়া।

৪১. রাজা মিথ্যা কথা নয়, ইচ্ছাপূর্বক দ্ব্যর্থাত্মক কথা বলিতেছেন,

যাহাতে তরুণীরা তাঁহার ঠিক পরিচয় না বুঝিতে পারে, তাঁহারও পক্ষে সত্য-গোপন করা (মিথ্যার নামান্তর) না হয়। "রাজা পৌরব"—দুষ্মন্তও হইতে পারেন, তাঁহার পুরুবংশীয় পিতাও হইতে পারেন; পুরুবংশীয় পিতার উত্তরাধিকারীরূপে তিনি সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু আশা করিয়াছিলেন তরুণীরা যেন তাঁহাকে দুষ্মন্ত-নিযুক্ত রাজপুরুষ মনে করে। "ধর্মাধিকার", —(১) ধর্মসংক্রান্ত বিষয়, (২) রাজ-ধর্ম বা বিচারকার্য, তুলনীয় 'ধর্মাধিকরণ, যে সভায় রাজার দ্বারা বিচার কার্য সম্পাদিত হয়; রাজার আশা ছিল তরুণীরা প্রথম অর্থ গ্রহণ করে।

৪২. অনসূয়া-উক্ত "সনাথ" শব্দের অর্থ ছিল রক্ষাকর্তা বা পালনকর্তা, অভিভাবক, কিন্তু "নাথ" শব্দে দুষ্মন্তের প্রতি নিজ মনোগত স্বামী- ভাবাত্মক চিন্তার ইঙ্গিত পাইয়া শকুন্তলা blush করিলেন, কারণ তাহাতে তাঁহার subconscious মনের ইচ্ছা অপর মুখের উক্তিতে প্রকাশ হইয়া পড়িল। ভাসের স্বপ্নবাসবদত্তা, ২ অঙ্কে মগধরাজকন্যা পদ্মাবতীর বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে ছদ্মবেশিনী বাসবদত্তার আলাপের কথা আছে।

৪৩. তরুণীপ্রকৃতি-সুলভ এইসব অনাসক্তি, বিরক্তি ও অস্বীকৃতি জ্ঞাপন দ্বারা শকুন্তলার মনোভাব ক্রমে ক্রমে আরও প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে!

৪৪. বিশ্বামিত্র। তাঁহার তপঃপ্রভাবখ্যাতি সুপ্রসিদ্ধ।

৪৫. এই আদিরসাত্মক বিষয়ের বর্ণনায় অনসূয়ার সঙ্কোচ স্বাভাবিক। তাহাতে রাজার প্রশ্নসঙ্কোচও সুরুচি ও ভব্যতার পরিচায়ক, এবং ইহাতে কবিরও সংযম ও রুচিজ্ঞান বুঝা যায়, কারণ অন্য অনেকে এরূপ ক্ষেত্রে সুদীর্ঘ বাচালতা করিতেন। সদ্যোজাতা কন্যাকে মাঠের উপর পরিত্যাগ করিয়া মেনকা স্বর্গে চলিয়া গেলে কণ্ব শিশুটিকে পাখিদের (শকুন্ত) দ্বারা পরিবৃত দেখেন। সেই জন্য শকুন্তলা নাম হয়।

৪৬. আকাশ হইতেই বিদ্যুল্লেখা ভূমি স্পর্শ করে।

৪৭. কারণ শকুন্তলা ব্রাহ্মণী মাতার সন্তান নহেন জানা গেল। টি ২৯।

৪৮. অনসূয়ার পর এইবার প্রিয়ম্বদা আরম্ভ করিয়া ক্রমে in good form হইবেন!

৪৯. রাজার এই ঘোরাও প্রশ্নের সরল অর্থ এই—তপোবনের বাহিরের জগতের কাহারও (অর্থাৎ তাঁহার নিজের) সঙ্গে বিবাহিতা হইয়া শকুন্তলা কি সংসারসুখ ভোগ করিতে পারিবেন, না কোনও তপস্বী যুবকের

সঙ্গে তাঁহার বিবাহ স্থির হইয়া আছে এবং বিবাহের পরও তিনি আশ্রমজীবনই যাপন করিবেন? প্রিয়ম্বদার উত্তর হইতে বুঝা যায় তিনি অতি সহজেই রাজার জিজ্ঞাস্য কি ছিল ধরিতে পারিয়াছিলেন, যদিও আজকাল আমাদের পক্ষে ইহা কিছু কষ্টসাধ্য! এ সম্পর্কে উল্লেখ্য যে, টীকাকারদের কেহ (রাঘব ভট্ট নয়) রাজার প্রশ্নের শেষাংশের অর্থ করিয়াছেন 'শকুন্তলা কি চিরকুমারী-রূপে সারাজীবন তপোবনেই বাস করিবেন?' এই অর্থ সমীচীন নয়, কারণ (১) বনজ্যোৎস্না ও আমগাছের সঙ্গম উপলক্ষে প্রিয়ম্বদা শকুন্তলাকে যে পরিহাস করিয়াছিলেন, তাহাতে বুঝা যায় তাঁহারা সকলেই জানিতেন শকুন্তলা বিবাহিতাই হইবেন, কারণ চিরকুমারী-ব্রত-অভিলাষিণীর পক্ষে পতিলাভ চিন্তা অকল্পনীয়, (২) অতঃপর শকুন্তলার পতিগৃহ-গমনকালে কণ্বের নানা উক্তি হইতে কোনও সন্দেহ থাকে না যে তাঁহার (এবং অনসূয়া-প্রিয়ম্বদারও) বিবাহই তাঁহার চিরোদ্দিষ্ট ছিল, (৩) সেযুগের হিন্দুসমাজে নারীর চিরকুমারীত্ব মাতাপিতা বা অন্য কাহারও কদাপি বাঞ্ছিত হইতে পারে না, এবং (৪) কবিকল্পিত তপোবনে তপস্বীদের সস্ত্রীক বাস করিয়া সন্তানোৎপাদন প্রভৃতি যে তপশ্চর্যার পরিপন্থী মনে করা হইত না, তাহা পৌরাণিক আখ্যানে ও এই নাটকেও স্পষ্ট (এ সম্পর্কে ৭ অঙ্কের বিবরণ উল্লেখযোগ্য)।

৫০. অর্থাৎ শকুন্তলা নিজে কাহাকেও পতি নির্বাচন করে নাই, তাহার কোনও বর নির্দিষ্টও নাই, এবং আশ্রমবাসী হউক বা সংসারধর্মী হউক, যে কেহই উপযুক্ত মনে হয়, তাহার সঙ্গে শকুন্তলার বিবাহ দানই কণ্বের অভীপ্সিত।

৫১. বৃদ্ধা আশ্রমবাসিনী তপস্বিনী। কেহ মনে করেন ইনি কণ্বের ভগিনী।

৫২. ইহাতে বুঝা যায় কবিকল্পিতা আশ্রমকন্যারা বেশ লেখাপড়া শিখিতেন।

৫৩. অর্থাৎ রাজা দুষ্যন্ত, কারণ আংটিতে তাঁহারই নাম লেখা ছিল।

৫৪. ইহাও দ্ব্যর্থক—রাজকর্মচারী বা রাজারূপী ব্যক্তি।

৫৫. সখীদ্বয় স্বাভাবিক স্ত্রীবুদ্ধিতে অতিথির যথার্থ পরিচয় অবশ্যই বুঝিয়াছিলেন 'কিন্তু প্রিয়ম্বদাও ইচ্ছাপূর্বক দ্ব্যর্থক কথা বলিলেন, কারণ রাজপুরুষরা যাহা করেন তাহা রাজারই প্রতিভূস্বরূপে!

৫৬. শকুন্তলা এই সময়ের মধ্যে নিজের অবস্থাটা বুঝিতে পারিয়াছেন! বাস্তবে তাঁহার রাজাকে ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছে না।

৫৭. শ্লোকটির সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত অনুবাদ—

নীরব যদিও রহে বালা আলাপনে, আমি যবে কহি শোনে অবহিত মনে;
যদিও সাহসে চাহে না সে মুখপানে, দৃষ্টি তবুও তিষ্ঠে না কোনোখানে।
—"পূর্বরাগ", তীর্থসলিল।

৫৮. তপস্বীদের স্নানের পর।

৫৯. প্রাচীনকালে মৃগয়ায় বাহির হওয়া রাজাদের একটি বিলাস ছিল, পৌরাণিক বহু কাহিনীতে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। ঐতিহাসিক যুগে মেগাস্থেনেসের বিবরণে মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের মহা সমারোহে বহু লোকজনসহ মৃগয়ায় বাহির হওয়ার বর্ণনা আছে। অশোকের ৮ শিলানুশাসনেও উক্ত হইয়াছে—"অতীতকালে রাজারা বিহারযাত্রায় বাহির হইতেন, তাহাতে মৃগয়া ও তাদৃশ আমোদপ্রমোদ করা হইত"।

৬০. বল্কল সম্বন্ধে ১২৪ পৃ, টি ২০ দ্রষ্টব্য। কুরবককে অনেকে বকফুলগাছ মনে করেন, কিন্তু এই গাছ অনেক ছোট=ঝিন্টিকা, ঝিন্টি, ঝাঁটি, কুরণ্ট, কুরণ্টক, এক শ্রেণীর amaranth বা Barleria—ইহাতে লাল নীল ও পীত রঙের ফুল হয়, গাছ ২-৩ ফুট উঁচু হয়, ইহাতে বাগানের বেড়া হয়, আরও বেশি বাড়িতে দিলে কোমলতাবশতঃ নুইয়া পড়ে, নীল ছাড়া অন্য রঙের ফুলের গাছের ডালে কাঁটা হয়, তাহাতে কাঁচুলি নয়, নিম্নাঙ্গের ঘাগ্‌রা বা শাড়ী জাতীয় পরিচ্ছদ আটকাইয়া যাওয়া সম্ভবপর; শ্রমকর্মরতা শকুন্তলার নিশ্চয়ই উত্তরীয় জাতীয় কোনও বস্ত্র ঊর্ধ্বাঙ্গে ছিল না। অজন্তা ও বাঘ গুহার চিত্রে নারীদের কবরীতে যে রঙিন পুষ্পগুচ্ছ দেখা যায়, তাহা মনে হয় এই কুরবক। মেঘদূতে নারীকেশ ("চূড়াপাশে নবকুরবকং") এবং বেড়া, ("কুরবকবৃতে র্মাধবীমণ্ডপস্য") দুইই উল্লিখিত।

৬১. তুলনীয় রবীন্দ্রনাথ—

কোনো পুরনারী তরু-আলবালে জল সেচিবার ভানে
ছল করে শাখে আঁচল বাধায়ে ফিরে চায় পিছু পানে।—"প্রকাশ", কল্পনা।

এবং—

ছল করে তার বাধত আঁচল সহকারের ডালে। —"সেকাল", ক্ষণিকা।

৬২. শ্লোকটির রবীন্দ্রনাথকৃত অনুবাদ—

শরীর সে ধীরে ধীরে যাইতেছে আগে, অধীর হৃদয় কিন্তু যায় পিছু-বাগে—
ধ্বজা লয়ে গেলে যথা প্রতিকূল বাতে, পতাকা তাহার মুখ ফিরায়ে পশ্চাতে।
—রূপান্তর, ৭২ পৃ।

২ অঙ্ক

১. সংস্কৃত নাটকে বিদূষককে এইভাবে চিত্রিত করার বিধি—বিকলাঙ্গ, বেশভূষা ও কথাবার্তা হাস্যোদ্দীপক; পেটুক ব্রাহ্মণ; কিছু অল্পবুদ্ধি; রাজার অন্তরঙ্গ, বিশ্বাসভাজন ও হিতৈষী অবসরসঙ্গী। ইঁহার একটি বিশেষ কাজ ছিল রাজার নূতন নূতন প্রণয়ব্যাপারে সহায়তা করা; এই কারণে ইনি রানীদের বিশেষ অপ্রীতিভাজন ছিলেন এবং তাঁহাদের দ্বারা লাঞ্ছিতও হইতেন।

২. মূলে "দাসীর পুত্র"=ঝির ছেলে, বাঁদীর পো, বেজম্মা প্রভৃতি অর্থদ্যোতক slang কটূক্তি।

৩. ইহাতে বুঝা যায় এই অঙ্কে বর্ণিত ঘটনাবলী রাজার আশ্রমদর্শনের পরের দিন ঘটে। প্রথমদিন মধ্যাহ্নে তিনি শিবিরে ফিরিয়া আসেন; বৈকাল বা সন্ধ্যায় অবকাশকালে তিনি বিদূষককে শকুন্তলার সঙ্গে সাক্ষাতের কথা বলেন, নতুবা বিদূষকের তাহা জানিবার উপায় ছিল না, কারণ শকুন্তলা-দর্শনের সময়ে রাজার সঙ্গে কেহ ছিল না, সারথিও দূরে রথরক্ষা করিতে-ছিলেন। শকুন্তলা সম্বন্ধীয় কথা অপরকে বলিতে এই অঙ্কের শেষে বর্ণিত বিদূষককে রাজার নিষেধ তখনও অকথিত, সুতরাং মুখখোলা বিদূষক নিশ্চয়ই শিবিরের সেনাপতি প্রভৃতি প্রধান ব্যক্তিদের কাছে রাজার নূতন প্রণয়ের গল্প করিয়াছিলেন এবং তাহাতে সকলেই উহা জানিয়াছিলেন—রাজপ্রণয় গোপন থাকে না।

৪. এই নারীরা ভারতের পশ্চিমস্থ কোনও দেশের অধিবাসিনী ছিল এবং সেখান হইতে ক্রীত হইয়া আনীত হইত। ১-২ শতকের একজন গ্রীক নাবিক ও বণিক রচিত বিখ্যাত Periplus of the Erythrean Sea নামক বিবরণে রোমান ও গ্রীকদের সঙ্গে সেযুগে ভারতীয়দের বাণিজ্য বিষয়ক বহু মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য জানা যায়। ইহাতে বর্ণিত আছে সেযুগে পশ্চিমভারতের সাগরতীরে বহির্বাণিজ্যের বৃহৎ কেন্দ্র ছিল Barygaza—আধুনিক ভরোচ বা Broach, নর্মদা নদীর মোহনায় Gulf of Cambay-র তটে অবস্থিত, সংস্কৃতে ভৃগুকচ্ছ, পালিতে ভরুকচ্ছ, পালি জাতকের গল্পেও দেখা যায় ইহা ভারতীয় সামুদ্রিক বহির্বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। Periplus-এ বর্ণিত আছে গ্রীক বণিকরা পশ্চিমদেশ হইতে যে স্ত্রীলোকদের বিক্রয়ের জন্য

লইয়া আসিত, Barygaza-র ভারতীয় ব্যবসায়ীরা রাজাদের অন্তঃপুরে নিয়োগের জন্য তাহাদের ক্রয় করিত এবং প্রায় ২০০ মাইল উত্তরপশ্চিমস্থ উজ্জয়িনীর (পরে গুপ্তসাম্রাজ্যের রাজধানী) যাবতীয় আমদানি-রপ্তানি Barygaza হইয়া যাতায়াত করিত। মেগাস্থেনেসের ও কৌটিল্য-অর্থশাস্ত্রের বিবরণেও দেখা যায় রাজার অন্তঃপুর-কর্মচারিণী এবং শরীররক্ষিণীরূপে স্ত্রীলোকেরা নিযুক্ত হইত. এলাহাবাদের অশোক-স্তম্ভে উৎকীর্ণ সমুদ্রগুপ্তের (কুমারগুপ্তের পিতামহ) বিখ্যাত লিপিতে উক্ত আছে তিনি "দৈবপুত্র শাহী-শাহানুশাহীর" (কুষাণবংশীয় রাজাদের উপাধি) নিকট হইতে "যবনী" রমণীদের উপহার পাইয়াছিলেন। কৌটিল্য-অর্থশাস্ত্রে আছে রাজা প্রাতে শয্যাত্যাগের পর ধনুর্ধারিণী স্ত্রীলোকগণদ্বারা পরিবৃত হইবেন।

৫. মনে প্রণয়সঞ্চার হইলে নারীরা প্রণয়ীর উদ্দেশ্যে যে ভাবভঙ্গি দেখাইয়া নিজের অজ্ঞাতসারে অভিলাষ প্রকাশ করে। টীকাকার পণ্ডিতরা সময়ে সময়ে সরল অর্থ ছাড়িয়া অনর্থক যে সব pedantic কষ্টকল্পনা আশ্রয় করেন, তাহার সামান্য একটি দৃষ্টান্ত এই—শ্লোকে 'নিতম্বের ভার' কথায় মূলে 'নিতম্বয়োঃ' (দ্বিবচন) আছে; সকল জীবেরই হাতপা, চোখকান, স্তন ও কাঁধের মতো নিতম্বও দুইটিই থাকে, ইহাই সরল ও স্বাভাবিক অর্থ, কিন্তু রাঘবভট্ট এখানে বুঝাইয়াছেন যে দ্বিবচনপ্রয়োগে নিতম্বের মধ্য ও নিম্ন, এই দুই অংশের ভারবৃদ্ধিতে "যৌবনোজ্জৃম্ভণ" সূচিত হইয়াছে।

৬. বিদূষক মনে করিয়াছিলেন রাজা মৃগয়া বন্ধের কথা বুঝি বলিলেন। বিদূষক যে বেতগাছের উপমা দিয়াছিলেন, তাহার অর্থ বেতগাছ জলে বাস করে ও বাড়ে বটে কিন্তু অত্যধিক জলবেগে যেমন স্থৈর্যভ্রষ্ট হয়, তেমনি বিদূষক রাজার আশ্রিত ও অনুগ্রহপুষ্ট হইলেও রাজার মৃগয়া-উৎসাহের আধিক্যে বিকলাঙ্গ হইয়াছেন।

৭. দ্বাররক্ষী।

৮. দ্বাররক্ষীর নাম।

৯. বিদূষকের নাম। মাইকেলের শর্মিষ্ঠা নাটকেও বিদূষকের এই নাম।

১০. গোপনে বিদূষককে। সেনাপতিও মৃগয়াধাবনে ক্লান্তবোধ করিতেছিলেন!

১১. সংস্কৃতে "বনগ্রাহী", যাহারা দল বাঁধিয়া চীৎকার ও নানারূপ শব্দাদি করিয়া জঙ্গল ঘেরাও করিয়া জন্তুদের একটা বিশিষ্ট জায়গার মধ্যে তাড়াইয়া আনিয়া শিকারীদের গোচর করে, jungle-beaters।

১২. সূর্যকান্ত মণির উপর সূর্যের রশ্মি পড়িলে অগ্নি নির্গত হয়, এরূপ প্রসিদ্ধি। ভাসের স্বপ্নবাসবদত্তা, ১ অঙ্কে কঞ্চুকীর মুখে আশ্রমে উপদ্রব নিষেধক রাজাজ্ঞা সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। আশ্রমে উপদ্রব নিষেধ রাজার পক্ষে অবশ্যই খুবই প্রশংসনীয় কিন্তু তিনি যে কেন মৃগয়া বন্ধ করিয়া দিলেন এবং আশ্রমের নির্জনতা রক্ষায় এত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, তাহার প্রকৃত কারণ শিবিরের সকলেই অবশ্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন!

১৩. শরীররক্ষিণী যবনীদের প্রতি।

১৪. সং "নির্মক্ষিক", যেখানে একটা মাছিও নাই। শকুন্তলাকে লাভের উপায় সম্বন্ধে বিদূষকের সঙ্গে নির্জনে পরামর্শ করিবার জন্য রাজা পরিচারকদের বিদায় করিয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর রাজা ও বিদূষকের আলাপ সম্পর্কে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে সেই বহুপত্নীত্বের যুগে বহুকামিনী উপভোগ দূষণীয় নয়, বরং কাম্যই মনে করা হইত। ধর্মপত্নী ব্যতীত উপপত্নী বা নায়িকা সম্ভোগও সুপ্রচলিত ছিল। বহুকামিনী ভোগ লজ্জার নয়, গৌরবের বিষয়ই ছিল। বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন ধর্মবিরুদ্ধ না হইলে এবং কৌটিল্য বলিয়াছেন ধর্ম ও অর্থ-বিরুদ্ধ না হইলে সর্ববিধ কামভোগে দোষ নাই।

১৫. নবমালিকা লতা = মেনকা; ঐ ফুল = শকুন্তলা; বন্যৌষধি আকন্দ = পালকপিতা তপস্বী কণ্ব; দুর্গন্ধ ও কর্কশদর্শন ওষধি যেমন দেহরোগনাশক তেমনি তপস্যারত মুনিঋষিরা লোকের ভবদুঃখনাশক।

১৬. এখানে সম্ভবতঃ শতরূপার, ১২১ পৃ, টি ৩ (২), সম্বন্ধে ইঙ্গিত হইয়াছে, টীকাকারদের "অপরা স্ত্রীরত্ন" = তিলোত্তমা, বা লক্ষ্মী তত সঙ্গত নয়।

১৭. হিন্দুধর্মে বিশ্বাস করা হয় যে, মানুষ পুণ্যের ফলে স্বর্গে সুখভোগ করে, পুণ্যফলভোগ শেষ হইলে আবার মর্তে জন্মগ্রহণ করে; এখানে শকুন্তলার রূপ-উপভোগ যেন কাহারও কৃত পুণ্যের সম্পূর্ণ ফল লাভের মতো, যে পুণ্যের কোনও অংশই যেন পূর্বে ভুক্ত হয় নাই।

১৮. ১২৩ পৃ, টি ১৩। বিদূষকের কথার উত্তরে বিবাহ (অর্থাৎ প্রেম-প্রণয়াদি) বিষয়ে শকুন্তলার স্বাধীনতার অভাব সম্বন্ধে রাজা যাহা বলিলেন, তাহাতে কি কালিদাস স্বাধীনার সঙ্গে কুমারগুপ্তের গোপন প্রণয় white-wash করার চেষ্টা করিয়াছেন?

১৯. মূলে "গৃহীত-পাথেয় হন"। পাথেয় = যাত্রাকালের জন্য আহারাদি

যাহা সঙ্গে লওয়া হয়, অর্থাৎ কোনও কর্মে প্রবৃত্ত হইবার উদ্যোগ। উপবন—প্রমোদ-উদ্যান।

২০. উৎপন্ন শস্যের এক-অষ্টম বা এক-ষষ্ঠ প্রভৃতি অংশ রাজস্বরূপে দেয়, এইরূপ বিধান শাস্ত্রে আছে বটে কিন্তু বাস্তবে ভূস্বামীরা মনে হয় যত পারিতেন তত আদায় করিতেন। লুম্বিনীর স্তম্ভলিপিতে অশোক বলিয়াছেন লুম্বিনীতে "ভগবান বুদ্ধের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া" সেখানকার গ্রামবাসীদের দেয় রাজস্ব কমাইয়া এক-অষ্টমাংশ করা হইয়াছিল। নীবার অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর ধান, যাহা পশুপক্ষীকে খাওয়ান হয়; বুঝিতে হইবে আশ্রমবাসীরাও এই চালের অন্ন খাইতেন।

২১. গৃহীদের দানাদি সহায়তায়ই ব্রহ্মচারী ও তপস্বীদের ভরণপোষণ, রক্ষাবিধান প্রভৃতি নির্বাহ হয়।

২২. রাজার স্তুতিগায়ক বৈতালিক, ইহারা দুইজন একত্র থাকিত।

২৩. মূলে 'নগর-পরিঘ-প্রাংশু-বাহুঃ'; নগরপরিঘ—নগরের সুবৃহৎ প্রবেশদ্বার বন্ধ করিবার দীর্ঘ ও দৃঢ় কাঠের অর্গল বা খিল, দ্বার খোলা থাকিলে একপ্রান্ত চৌকাঠে আঁটা থাকিয়া ইহা বাহুবৎ লম্বভাবে ঝুলিত।

২৪. রাজা, দেবতা ও গুরু, ইঁহাদের কাছে রিক্তহস্তে যাইতে নাই।

২৫. ইহা বিদূষকের রসিকতার উত্তরে তাঁহার প্রতি উদ্দিষ্ট।

২৬. তপস্বীদের প্রতি এবং আশ্রম ও মাতার সম্বন্ধে রাজার সসম্মান ব্যবহারে রাজার চরিত্রমাহাত্ম্য দেখান হইয়াছে। রাজা প্রভৃতি বড়লোকেরা প্রায়ই মাতার সম্বন্ধে উদাসীন থাকেন দেখা যায়।

২৭. এই উপবাসব্রত অবশ্যই পুত্রকল্যাণ-কামনায়। করভকের কথায় বুঝা যায় রাজধানী হইতে আশ্রমে আসা এবং আশ্রম হইতে রাজধানীতে যাওয়া, অবশ্যই রথে, অনায়াসে চারদিনের পথ ছিল। সুতরাং মোটামুটি বলা যায় আশ্রম হইতে রাজধানী পায়ে হাঁটিয়া তিন দিনের এবং রথে একদিনের পথ। এই দূরত্ব-বিষয়টি পরে আমাদের স্মরণ করিতে হইবে। ১২৩ পৃ, টি ১২ দ্রষ্টব্য।

২৮. রাজা ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গগমনের ইচ্ছায় বসিষ্ঠকে যজ্ঞ করিতে বলিলে বসিষ্ঠ ও তাঁহার পুত্রেরা কেহই সম্মত হইলেন না। তাহাতে ত্রিশঙ্কু তাঁহাদিগকে অপমান করিলে সেই পাপে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে বিশ্বামিত্রের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহাকে উহা করিতে বলায়

বিশ্বামিত্র নিজ তপোবলে ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে পাঠাইলে দেবতারা ত্রিশঙ্কুকে মাথা নীচের দিকে করিয়া স্বর্গ হইতে মর্ত্তে ক্ষেপণ করিলেন, কিন্তু বিশ্বামিত্র তপোবলে মধ্যপথে রোধ করায় দেবতাদের ব্যবস্থায় ত্রিশঙ্কু তদবস্থায় দক্ষিণ গোলার্ধের আকাশে নক্ষত্রমণ্ডলীরূপে (Southern Cross) শূন্যে ঝুলিয়া রহিলেন।

২৯. ইহাতে এবং রাজমাতার পুত্রতুল্যতা, রাজার হিতৈষী বন্ধু প্রভৃতিতে বুঝা যায় রাজান্তঃপুরে বিদূষকের অবাধগতি এবং যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু রাজা একটি বিষয়ে কিছু ভুল করিয়াছিলেন মনে হয়—তিনি ভালই জানিতেন তাঁহার প্রণয়ব্যাপারে সহায়তা করার জন্য বিদূষক রানীদের ক্রোধভাজন ছিলেন, সুতরাং এবিষয়ে বিদূষক আর যেখানেই গল্প করুন, না করুন, অন্ততঃ অন্তঃপুরে যে কিছু বলিবেন না, সে বিষয়ে তাঁহার নিশ্চিন্ত থাকিবার কথা। বাস্তবে রাজা এই অ-সাধারণ প্রণয়াভিযানে সম্পূর্ণ একাকী থাকিতে এবং আশ্রমকেও নিরুপদ্রব রাখিতে চাহিয়াছিলেন, তাই অনুচরবৃন্দ এবং বিদূষককেও রাজধানীতে ফেরৎ পাঠাইবার জন্য ছল বা কারণ আবিষ্কারে উৎসুক হইয়া তাঁহার মন বিদূষকের বাচালতা বিষয়ে তাঁহাকে self- deception করাইয়াছিল। আমরা পরে দেখিব বিদূষক প্রভৃতিদের কেহই অতঃপর আশ্রমে না থাকার দ্বারা একটি নাটকীয় প্রয়োজনীয়তা নিষ্পন্ন হইয়াছিল, যদিও রাজার সে ভবিষ্যৎ ঘটনা সম্বন্ধে তখন কোনও ধারণা ছিল না।

৩০. নির্বোধ সাজিয়া থাকিলেও বিদূষক বাস্তবে তাহা ছিলেন না; তিনি অবশ্যই রাজার ছলনা বুঝিতে পারিয়াছিলেন কিন্তু তিনি রাজার ইচ্ছানুসরণ করিবেন, ইহাই দেখাইতে চাহিয়াছিলেন। পরে আমরা দেখিব বিদূষক রাজার বিশ্বাস ভঙ্গ করেন নাই।

৩ অঙ্ক

১. বা বিষ্কম্ভ, ইহার অর্থ—যে অপ্রধান ঘটনাবলী পারিষদ্‌বর্গের সম্মুখে রঙ্গভূমিতে অভিনীত হয় নাই, অপ্রধান পাত্রদের এক বা কয়েকজনের কথায় সংক্ষেপে তাহার বিবরণ জ্ঞাপনদ্বারা অতীত ও বর্তমানে

সংযোগসাধন। ইহা যে কোনও অঙ্কের, এমন কি ১ অঙ্কেরও, প্রারম্ভে সন্নিবিষ্ট হইতে পারে।

২. ইহা নেপথ্য-বাক্যেরই মতো। এরূপস্থলে বক্তাকে দেখা যায় না, শুধু তাহার উক্তি শুনা যায়, কিন্তু 'আকাশ'-বাক্যে কখনকখনো রঙ্গভূমিতে উপস্থিত একজন পাত্র, যেমন এখানে, দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না এমন কাহারও সঙ্গে কথাবার্তা বলে এবং অপর পাত্রটির উক্তি পারিষদরা শুনিতে না পাইলেও রঙ্গভূমিস্থ পাত্র "কি বলিলে ?এই এই ?" প্রভৃতি বলিয়া তাহার পুনরুক্তি করিয়া পারিষদদের গোচর করে।

৩. শুধু কি কেবল সেই কারণেই শকুন্তলার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যুবক ঋষি-কুমারের এই আগ্রহ, না অন্য কারণও ছিল ? আমরা পূর্বে দেখিয়াছি তরুণীরা যৌনবিষয়ে কিরূপ জাগ্রত ছিলেন। আশ্রমের যুবাতপস্বীরা অতএব সে বিষয়ে কিরূপ সজাগ ছিলেন তাহা বলাই বাহুল্য। বাস্তবে এই যুবকদের গুপ্তমনে শকুন্তলার প্রতি (আশ্রমধর্ম-বিরুদ্ধ !) আকর্ষণ ছিল। পরে ইহার আরও লক্ষণ দেখা যাইবে। অনুচরদের রাজধানীতে পাঠাইয়া দিয়া আশ্রমে রাজার একাকী দিনকয়েক বাসের পরে এই অঙ্কে বর্ণিত ঘটনাবলী ঘটে। ইতিমধ্যে তিনি যজ্ঞরক্ষার্থে রাক্ষসবিতাড়নে ব্যস্ত থাকিয়া শকুন্তলাবিরহে দুঃখভোগ করিতেছিলেন।

৪. তিনি বলপূর্বক শকুন্তলালাভে প্রয়াসী হইলে তপস্বীদের তপঃশক্তিতে শাস্তি পাইবেন।

৫. প্রণয় ও চন্দ্রালোক, দুইয়েরই ফলে লোকে সুখই কামনা করে। যাহা সাধারণ অবস্থায় সুখদায়ক, বিরহ-দুঃখিত লোকের কাছে তাহাই, যেমন চন্দনলেপন, চন্দ্রকিরণ সেবন প্রভৃতি সুখের পরিবর্তে দুঃখবর্ধক হয়, কারণ তাহাতে মনের একটা প্রবল সুখেচ্ছা তৃপ্ত না হওয়ায় দুঃখই আরও প্রবল হয়।

৬. এই stage direction আধুনিকালে হাস্যকর মনে হইবে, কারণ আধুনিক stage-এ পাশের একটা পর্দা তুলিয়াই শয্যাশায়িতা শকুন্তলাকে সখীদ্বয়সহ দেখান হইত, revolving stage হইলে তো কথাই নাই। কিন্তু সেযুগে রাজার পাশে, stage-এর অপর প্রান্তে ধীরে ধীরে একস্থানে ফুল বিছান হইত, সখীদ্বয়সহ শকুন্তলা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া তাহার উপর শুইতেন, সখীদ্বয় পাশে বসিয়া, পরে বর্ণিত বেনামুলের প্রলেপ,

মৃণালবলয় প্রভৃতিতে তাঁহাকে সজ্জিত করিয়া পদ্মপত্রে বীজন করিতেন, ইত্যাদি, এবং পারিষদরা ইহাতে কিছুই incongruous না দেখিয়া ইহা উপভোগই করিতেন। অভিনয় না হইলে পাঠককে অবশ্য সবই কল্পনা করিয়া লইতে হইত।

৭. ইহা অর্ধচেতন অবস্থা সূচনা করে। প্রেমের দশ অবস্থার মধ্যে তিন অবস্থার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে (১২৮ পৃ, টি ৩৬)। প্রেম সফল অর্থাৎ মিলনাত্মক না হইয়া বিরহ বা বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গার হইলে বাকি অবস্থাগুলির উদয় হয়, যথা—(৪) অনিদ্রা, (৫) কৃশতা, (৬) চন্দ্র-কিরণাদি উপভোগ্য বিষয়ে অনাসক্তি, (৭) লজ্জাত্যাগ অর্থাৎ প্রকাশ্যে নিজের প্রেমকাতর অবস্থা জ্ঞাপন (ইহা অবশ্য বিশেষতঃ নারীর ক্ষেত্রেই বর্ণনীয়), (৮) উন্মাদ, (৯) মূর্ছা ও (১০) মৃত্যু। শুধু বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারেরই আবার দশ অবস্থাও বলা হয় চিন্তা, অনিদ্রা, কৃশতা, শরীরের প্রতি অমনোযোগহেতু মলিনতা, প্রলাপ, ব্যাধি,উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু। পূর্বে চন্দ্রকিরণ ও মদনের ফুলবাণের অগ্নিত্ব ও বজ্রত্ব বিষয়ে রাজার উক্তিতে ৬ষ্ঠ অবস্থার সূচনা হইয়াছে। শকুন্তলার বর্তমান উক্তি উন্মাদ ও মূর্ছাদ্যোতক; বিপ্রলম্ভেরই দশদশা ধরিলে ইহা প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ ও মোহজ্ঞাপক।

৮. এগুলি উপরোক্ত ৫ম মদনদশা কৃশতার বিবরণ।

৯. যদিও শকুন্তলা প্রীতির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন তথাপি এখন না জানি আবার কি বলেন, এই ভয়।

১০. ৭ম মদনদশা লজ্জাত্যাগ।

১১. মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধরূপে, কারণ রাজার প্রণয়লাভ না করিতে পারিলে অবশ্যই তাঁহার মৃত্যু হইবে—বিরহের শেষ দশা।

১২. মাধবীলতা খুব প্রকাণ্ড হয়।

১৩. বিশাখা দুইটি নিকটবর্তী নক্ষত্রের যুগ্মনাম, ইহা তুলারাশিতে অবস্থিত। এখানে শশাঙ্কলেখা = শকুন্তলা এবং বিশাখাদ্বয় = সখীদ্বয়। তাঁহারা যে শকুন্তলার ইচ্ছায় মত দিবেন, ইহা রাজার কাছে অতি স্বাভাবিক মনে হইল। এই উপমাটির আরও কিছু অর্থ আছে কিনা বুঝা যায় না।

১৪. বিরহের ৪র্থ ও ৫ম অবস্থা অনিদ্রা ও কৃশতা।

১৫. ঘুম না আসায় তিনি এত বারবার এপাশ-ওপাশ করিতেন যে বালিশে মাথা রাখা বৃথা হইত, তাই তাঁহাকে(দক্ষিণ) কনুইর উপর মাথা রাখিতে হইত। পুরুষরা হাতে মাথা রাখিয়া শুইতে হইলে ডান কাতেই

শোয় (বিপরীতে ৪ অঙ্কে বর্ণিত আছে শকুন্তলা বাঁ হাতের উপর মুখ রাখিয়া পতিচিন্তায় অন্যমনা ছিলেন) এবং ডান প্রকোষ্ঠেই পুরুষরা বালা পরিতেন। ইহাতে অনিদ্রা বুঝাইল। প্রকোষ্ঠে পরিহিত বালা খসিয়া কব্জির উপর আসার কারণ কৃশতা, তুলনীয় মেঘদূতে বিরহী যক্ষের বর্ণনা "কনক-বলয়-ভ্রংশ-রিক্ত-প্রকোষ্ঠঃ"। শকুন্তলা ও রাজার যে শারীরিক অবস্থা দেখা গেল তাহা দুই-চার দিনের বিরহকষ্টে ঘটিতে পারে না। সুতরাং বুঝিতে হইবে রাজা রাক্ষসবিতাড়নে নিযুক্ত হইয়া কিছুকাল (প্রায় এক পক্ষ ?) কাটাইয়াছিলেন এবং ইতিমধ্যে শকুন্তলাদের সঙ্গে তাঁহার দেখা হয় নাই।

১৬. মূল কবিতাটি প্রাকৃতে এবং অর্থও বেশ স্পষ্ট ; ব্যাখ্যায় রাঘবভট্টের কিছু কথা উদ্ধৃত করিব—"তোমাকে আলিঙ্গন আমার ভুজদ্বয়ের, তোমার কান্তি-নির্ঝর-প্রবাহপান আমার চক্ষুদ্বয়ের, তোমার বচনামৃতহ্রদে নিমজ্জন আমার কর্ণযুগলের, তোমার মুখসরোজশ্বাস-আঘ্রাণ আমার নাসিকার, তোমার শশাঙ্ককোমল অঙ্কে আরোহণ আমার নিতম্বের, তোমার করতল-মিলন আমার কুচদ্বয়ের মনোরথ, ইত্যাদি"। রাঘব আর অগ্রসর হন নাই, "ইত্যাদি" শব্দটি তাঁহারই। ফল দাঁড়াইল তবে বৈষ্ণব কবিতার শুধু "রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর" নয়, "প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর"ও। পুরুষের কামবাসনা যেরূপ স্পষ্ট থাকে, সে তুলনায় স্ত্রীলোকের বাসনা যে অনেক প্রচ্ছন্ন থাকে এবং অভ্যাস ও ব্যবহারে যে তাহা ক্রমে জাগ্রত ও মুখর হয়, ইহা কামশাস্ত্র তথা লোকাভিজ্ঞতায় সুবিদিত। প্রণয়-ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনভ্যস্তা, "মুগ্ধা" শকুন্তলার মনে এত বাসনা এবং বাক্যে তাহার এত প্রকট অভিব্যক্তি সম্ভবপর কিনা সেকথা ভিন্ন, কিন্তু কবি যে তাঁহাকে সেরূপই বলাইতে চাহিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই—"মম উণ কামো তবই বলীঅং তুই বুত্তমণোরহাইঁ অঙ্গাইঁ"—সংস্কৃতে "মম পুনঃ কামঃ তপতি বলীয়ঃ ত্বয়ি বৃত্ত-মনোরথানি অঙ্গানি"। আমরা উচিত-অনুচিত বা ন্যায়-অন্যায় অথবা সঙ্গত-অসঙ্গতের কথা বলিতেছি না ; আমাদের বক্তব্য এই যে, আদিরস-বিষয়ে কালিদাসের মতো সুরুচিসম্পন্ন কবির পক্ষে মুগ্ধালেখনীতে "ধ্বনি" বা ইঙ্গিতেও (suggestion, allusion) ইহার অভিব্যক্তিতে সে যুগের প্রেমচিন্তার sensuous ইন্দ্রিয়প্রবণতা সম্বন্ধে ১০ পৃ যাহা বলা হইয়াছে, তাহার সমর্থন হয়। ঠিক পরেই রাজার উক্তিতেও ইহা স্পষ্ট ; চন্দ্র = রাজা, কুমুদিনী = শকুন্তলা, সূর্য = মদন। তবে ইহাও বলা উচিত যে, "প্রতি অঙ্গ লাগি" প্রতি

অঙ্গের ক্রন্দনে পদকর্তা বোধহয় সাধারণভাবে দেহের প্রতি দেহের (বক্ষ-বক্ষ, অধর-অধর, চক্ষু-চক্ষু) স্বাভাবিক আকাংক্ষাই বুঝিয়াছিলেন; ইহার বাকি conclusion গুলি টানিয়া বাহির করিতেন ব্যাখ্যাতারাই কি?

১৭. সব অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে (যেমন গাছে জল দেওয়ার সময়ে হঠাৎ রাজার উপস্থিতিতে) অনসূয়ারই তৎক্ষণাৎ বাক্স্ফূর্তি লক্ষণীয়: প্রিয়সখীর প্রণয়ী এবং ভাবীপতি বলিয়া রাজা এখন "আর্য" স্থানে "বন্ধু" সম্বোধিত হইয়া সেইরূপেই গৃহীত হইলেন।

১৮. রাজা কিন্তু নারীজাতির প্রতি ভদ্রতা এবং রাজোচিত dignity বশতঃ এখনও এই সসম্মান সম্বোধন ছাড়িয়া familiarityর পরিচয় দিলেন না। প্রেমিকযুগল পরস্পরের বাসনা জানিলে উভয়ের মিলন স্বতঃসিদ্ধ, তবু প্রিয়ম্বদার উক্তিতে কবির এই অভিপ্রেত যে রাজা ও শকুন্তলা স্বেচ্ছাচার-সম্বন্ধ নয়, নিকটতম বন্ধুব্যক্তিগণ দ্বারা অভ্যর্থিত এবং অনুরুদ্ধ হইয়া ধর্ম ও সমাজসম্মত দাম্পত্য সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছেন। ইহাতে কুমারগুপ্তের প্রণয়ব্যাপার whitewash করিবার কোনও চেষ্টা আছে কি?

১৯. এইরূপ শ্লেষোক্তি শুধু সেই প্রণয়িনীরাই করিয়া থাকে যাহারা নিজেরা অনুরক্তা, এবং ভালই জানে প্রণয়ীও তাহার প্রতি অনুরক্ত; কিন্তু তবু ইহা বলিবার কারণ সম্ভবতঃ গূঢ় মনের এই ইচ্ছা যে প্রণয়ী যেন আরও প্রবল একনিষ্ঠতা প্রকাশ করে।

২০. শকুন্তলা যেন উপেক্ষিতা বা পরিত্যক্তা বা বহু পত্নীর মধ্যে একজন-মাত্র না হয়। শকুন্তলার ভবিষ্যৎ সুখ সম্বন্ধে সখীদ্বয়ের আগ্রহ বড়ই সুন্দর-ভাবে দেখান হইয়াছে, ক্রমে আমরা তাহাদের স্নেহপূর্ণ হৃদয়ের আরও পরিচয় পাইব। কবি কি ইহাও জানাইতে চাহিয়াছিলেন যে স্কন্দগুপ্তের মাতাকে কুমারগুপ্তের প্রথমাবধি পট্টমহিষী করিবার ইচ্ছা ছিল (২৫ পৃ)?

২১. সমুদ্রবসনা পৃথিবী = সাগরাম্বরা পৃথিবীর উপর রাজত্ব। রাজারা হয়তো অনেক প্রেয়সীকে লাভ করার জন্য এইরূপ প্রতিশ্রুতিই দিতেন, যদিও তাহা সবক্ষেত্রে রক্ষিত হইত না! এক্ষেত্রে অবশ্য রাজা বাগ্-ভ্রষ্ট হন নাই, কারণ তাঁহাকে অত্যন্ত অধর্মভীরু এবং ধর্মপালনে যত্নবানরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। প্রকারান্তরে রাজা এখানে এরূপ প্রতিশ্রুতি দিলেন যে শকুন্তলা তাঁহার উপপত্নী বা একজন রানীমাত্র নয়, প্রধানা মহিষী হইবেন এবং যেহেতু রাজা তখনও অপুত্রক ছিলেন,

ইহার অপর অর্থ শকুন্তলার গর্ভজাত পুত্রই রাজা হইবে। মহাভারতের আখ্যানে (১৮ পৃ) যে সর্ত শকুন্তলা নিজমুখেই প্রথমে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, এখানে রাজা অযাচিতভাবে এবং স্বতঃপ্রণোদিত হইয়াই তাহার ইঙ্গিত দিলেন। ইহাতে অবশ্য তাঁহার মহত্ত্ব এবং honourable intention দেখান হইয়াছে। হয়তো ইহাতে কুমারগুপ্তের গোপন প্রণয়জাত পুত্রের সিংহাসনপ্রাপ্তি যে প্রথমাবধি কুমারগুপ্তের honourable intentionই ছিল, ইহাও দেখাইবার চেষ্টা থাকিতে পারে।

২২. সংসারানভিজ্ঞা আশ্রমকন্যারা রাজার কথা বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস তো করিবেনই কিন্তু শুনা যায় নারীজাতি নাকি লাম্পট্যে খ্যাতিমান পুরুষেরও সাগ্রহে ও সবিনয়ে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিতে, তাহা অবশ্য ভঙ্গ হইবে ভালরূপে জানিয়াও বিশ্বাস করে!

২৩. প্রণয়িযুগলকে নির্জনে থাকিবার সুযোগ দিবার সুন্দর ছল। পুরুষেরা প্রণয়িমিলনে বাধা দিয়া আনন্দ পায় (sexual jealousy?) কিন্তু নারীরা তাহাতে সুখী হয় (vicarious gratification?)।

২৪. একথা বোধহয় প্রথমপ্রণয়-ভীতাদের আচরণে সুপরিচিত প্রণয়ী-নিবারণের ছল মাত্র—প্রণয়ীর আবেগবধন হইয়া অবশ্য ইহাতে প্রকৃতির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। পরে শকুন্তলা সত্যই গান্ধর্ববিবাহ বিষয়ে সখীদের জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি? বুঝা যায় না। করিলে এবিষয়ে পূর্বসম্মতি থাকিলেও সখীরা হয়তো গৌতমীকে জিজ্ঞাসা করিতেন। প্রেমবিষয়ে সহায়তা অপেক্ষা বিবাহে সহায়তা অনেক গুরুতর বিষয় কিন্তু পরের বিবরণে বুঝা যায় গৌতমীকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। বিবাহের পর অবশ্যই গৌতমীপ্রভৃতি সকল আশ্রমবাসী তাহা জানিয়াছিলেন। গান্ধর্ববিবাহের সংজ্ঞাই অবশ্য হইতেছে গুরুজনকে না জিজ্ঞাসা করিয়া বিবাহ।

২৫. এই সঙ্কেত নিশ্চয় চতুরা প্রিয়ম্বদার দত্ত। "উপস্থিতা রজনী"তে স্ত্রীত্ব ও বার্ধক্য সূচিত হইয়াছে। মর্মজ্ঞ নারীজাতির সঙ্কেত দান (এবিষয়ে সংস্কৃত কাব্যে বহু নিদর্শন আছে) এবং সঙ্কেত বুঝা (যেমন এখানে শকুন্তলা চট করিয়া বুঝিলেন), দুই বিষয়েই বৈদগ্ধ্যের খ্যাতি শুনা যায়। চক্রবাকদম্পতি সারাদিন একত্র থাকে, পুরুষের সামান্যকাল অদর্শনেও স্ত্রীপাখিটি অস্থির হইয়া উঠে, সন্ধ্যার পর তাহারা কোনও জলাশয়ের দুই তটে বসিয়া সারারাত পরস্পরকে ডাকাডাকি করে, এরূপ প্রসিদ্ধি। সংস্কৃতসাহিত্যে

চক্রবাকমিথুন দাম্পত্যনিষ্ঠার দৃষ্টান্তরূপে প্রায়ই প্রযুক্ত হয়। এই সঙ্কেতদানে প্রণয়িযুগলকে সাবধান এবং দর্শকদের tantalize করা ছাড়া সংস্কৃতনাট্য-বিধির একটি নিয়মও পালন করা হইল—আলিঙ্গনচুম্বন রঙ্গভূমিতে নিষিদ্ধ।

২৬. এরূপ ক্ষেত্রে প্রণয়িনীকে রক্ষা করার যে চেষ্টা পুরুষেরা করে, তাহা অপেক্ষা প্রণয়ীকে রক্ষা করার চেষ্টা স্ত্রীলোক অনেক বেশি করে; অবশ্য ইহাতে প্রণয়ীকে লুকাইয়া প্রণয়িনীর নিজ লজ্জারক্ষার চেষ্টাও থাকে; কিন্তু মাত্র লজ্জারক্ষা নয়, প্রাণরক্ষার ক্ষেত্রেও দেখা যায় প্রণয়ীর প্রাণরক্ষায় প্রণয়িনী নিজপ্রাণও বিপন্ন করে—প্রাণের জন্মদান ও প্রাণপালন যাহাদের প্রকৃতিদত্ত ধর্ম, তাহাদের পক্ষে ইহাই বোধহয় স্বাভাবিক; কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে পুরুষ অন্যের প্রাণ, এমন কি পত্নীর প্রাণও বিসর্জন দিয়া নিজপ্রাণ বাঁচায়—"আত্মানং সততং রক্ষেৎ প্রাণৈরপি (বা ধনৈরপি) দারৈরপি"!

২৭. 'নিষ্ক্রান্ত' হইতে ইহা ভিন্ন, ইহার অর্থ নিষ্ক্রমণ আরম্ভ করা, চলিয়া যাইতে প্রবৃত্ত হওয়া।

২৮. ইহা পুনর্মিলনের জন্য প্রদত্ত সঙ্কেত। মুগ্ধাকেও এরূপ মুখরভাবে প্রণয়ীমিলনের ইচ্ছা প্রকাশ করাইয়া কবি সেযুগের নারীপ্রকৃতিতে শৃঙ্গাররস বিষয়ে বেশ স্বাভাবিক লজ্জামুক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

২৯. তুলনীয় মাইকেল—

কাঁদিয়া প্রবেশি, প্রভু, সে লতামণ্ডপে, যথায়, ভাবিয়া দেখ, পড়ে যদি মনে,
নরেন্দ্র; যথায় বসি, প্রেমকুতূহলে, নিখিল কমলদলে গীতিকা অভাগী,
যথায় সহসা তুমি প্রবেশি জুড়ালে বিষম বিরহ জ্বালা!

—"দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা", বীরাঙ্গনাকাব্য, ১ সর্গ।

৩০. ১৩৭ পৃ, টি ২।

৪ অঙ্ক

১. ১৩৬ পৃ, টি ১।

২. ইহা অবশ্যই ৩ অঙ্কের শেষে বর্ণিত ঘটনার সামান্য কয়েকদিন পরে ঘটে। সেই অনুষ্ঠানে আশ্রমবাসীদের কে কে উপস্থিত ছিলেন জানা যায় না, গান্ধর্ববিবাহ সাধারণতঃ গোপনে বরকন্যার নিজেদের দ্বারাই সম্পন্ন হইত।

সখীদ্বয় ইহা জানিতেন দেখা গেল, অপর আশ্রমবাসীরাও এ বিষয়ে অবশ্যই শুনিয়া থাকিবেন, কারণ রাক্ষসবিতাড়নে নিযুক্ত রাজা, যেমন পরের বিবরণে বুঝা যাইবে, প্রায়ই, হয়তো প্রত্যহই, শকুন্তলার সঙ্গে নিভৃতে দিনের বেলায়ই (এবং রাত্রেও) মিলিত হইতেন। ৩ অঙ্কের শেষের ঘটনার পর আশ্রমে রাজা ও শকুন্তলার মিলন নাটকে আদৌ বর্ণিত হয় নাই, পরে কয়েকস্থানে এ বিষয়ে সামান্য সামান্য ইঙ্গিত যাহা আছে তাহা হইতে বিষয়টির আভাস পাওয়া যায়—ইহাতে রচনাশৈলীর কৌশল সূচিত হইয়াছে।

৩. গান্ধর্ববিবাহের পর রাজা কিছুদিন আশ্রমে বা সন্নিকটে বাস করিয়াছিলেন কিন্তু কতদিন কোথাও বলা হয় নাই, যদিও ইহার ফল ক্রমে বর্ণিত ঘটনাবলী হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। বোধহয় দিন পনরোর বেশি রাজধানী ছাড়িয়া আশ্রমে থাকা খুব শোভন বিবেচিত হইত না।

৪. ইহা অশুভ লক্ষণ। ইহাতে দুর্বাসাশাপ অপ্রত্যাগার এবং ভবিষ্যতে শকুন্তলার ভাগ্যে অশুভের সূচনা দেওয়া হইয়াছে।

৫. ইহার উল্লেখে flattered হইয়াই এই মহাতপা মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক শাপ কিঞ্চিৎ mitigate করিলেন!

৬. ইহা আংটিটি শকুন্তলার কাছে আসিবার সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত নয়। আমরা পরে দেখিব শুধু স্মরণচিহ্নরূপে নয়, অন্য এক উদ্দেশ্যেও রাজা আংটিটি শকুন্তলার হাতে পরাইয়া দিয়াছিলেন।

৭. ১২২ পৃ, টি ১২। আশ্রম হইতে সোমনাথ মরুভূমির উপর দিয়া কাকগতিমার্গে প্রায় ১০০০ মাইল। ঘুরিয়া পায়ে হাঁটার পথে—কণ্ব অবশ্যই যানবাহনে যান নাই—প্রায় ১২০০ মাইল যদি ধরা যায় তবে যাতায়াতে ২৪০০ মাইল। দিনে প্রায় ১৫ মাইলও যদি হাঁটা যায় তবে অন্ততঃ মাস পাঁচেকের পথ। পূর্বের বিবরণে আমরা জানি রাজা গ্রীষ্মকালে আশ্রমে আসিয়াছিলেন, সুতরাং এখন শরৎকাল।

৮. সূর্য ও চন্দ্রের সমকালীন উদয় ও অস্ত ঘটে কৃষ্ণপ্রতিপদে এবং ইহা সর্বোত্তম দৃষ্ট হয় autumnal equinox, সেপ্টেম্বরের শেষ, সৌর আশ্বিনের আরম্ভ অর্থাৎ যখন পূর্ণ শরৎকাল এবং দিন ও রাত্রি সমদীর্ঘ।

৯. মানুষের জীবনে সুখও চিরস্থায়ী হয় না, দুঃখও না; দুয়েরই শেষ আছে। অতএব সুখে গর্বিত বা দুঃখে ম্রিয়মাণ হওয়া উচিত নয়, এই মর্মে সংস্কৃতে বহু সদুক্তি আছে। চন্দ্র-সূর্যের মতো প্রভাবান শক্তিরও

যদি অস্তগমন হইতে পারে, তবে সামান্য মানুষের সৌভাগ্যেরও তো তাহা হইবেই; এবং চন্দ্র-সূর্য যদি অস্তগত হইয়া আবার উদিত হয় তবে দুর্দশায় পড়িলে মানুষের আবার সু-অবস্থা হইতে পারে; এই মনে করিয়া ধৈর্য ধারণ করা উচিত—শ্লোকটির অর্থ এই।

১০. উষালোকে সরোবরের কুমুদের উপর দৃষ্টি পড়ায় শিষ্য এই উক্তি করিলেন। ইহাতে পারিষদবর্গকে শকুন্তলার বিরহ-কষ্টের ইঙ্গিত দেওয়া হইল। চন্দ্র = দুষ্যন্ত; কুমুদিনী = শকুন্তলা। শিষ্যের উক্তিতে বুঝা যায় আশ্রমের সকলে শকুন্তলার বিবাহবিষয়ে জানিত। শকুন্তলার রূপবিষয়ে শিষ্যটি যে বেশ জাগ্রত ছিলেন তাহাও লক্ষণীয়, শকুন্তলার দুঃখে তাঁহার সমবেদনা বোধহয় সম্পূর্ণ impersonal ছিল না।

১১. সংস্কৃত নাটকে এরূপে প্রবেশ করাকে "অপটীক্ষেপণে" বলা হয়, অর্থাৎ যবনিকা ধাক্কা দিয়া সরাইয়া, অপটী = যবনিকা (১৬ পৃ)। পাত্রগণের নেপথ্যগৃহ হইতে রঙ্গভূমিতে প্রবেশের সময়ে দুইজন সুরূপা নারী যবনিকার সংযোগস্থলের দুই প্রান্ত তুলিত, ইহাতে পারিষদদের পাত্রপ্রবেশ বিষয়ে প্রস্তুত রাখা হইত কিন্তু কোনও পাত্র সে অপেক্ষায় না থাকিয়া হঠাৎ নিজে যবনিকা ঠেলিয়া রঙ্গভূমিতে অপ্রত্যাশিত প্রবেশের আকস্মিকতায় পারিষদগণের মনে তাহার উত্তেজনা, ব্যস্ততা, ব্যগ্রতা প্রভৃতি সূচিত হইত।

১২. শিষ্যটি অবশ্যই প্রাতঃকৃত্য হোমের ঠিক সময় নিরূপণ করিয়া গুরুকে জানাইবার জন্যই সুপ্তোত্থিত হইয়া নিজকুটীর হইতে বাহিরে আসিয়াছিলেন এবং অনসূয়ার মেয়েলি উত্তেজনা বা রাজার আচরণ সম্বন্ধে আলোচনায় যোগ দিয়া সময় নষ্ট করার অবকাশ তাঁহার ছিল না বুঝিলাম, কিন্তু নিজকর্তব্যের মধ্যে শকুন্তলা সম্বন্ধে তাঁহার musings-এ হঠাৎ বাধা পড়ায় বোধহয় তিনি স্বকর্তব্য বিষয়ে অতিমাত্র সজাগ হইয়া উঠিলেন, নতুবা তিনি অনসূয়ার কাছে ধরা পড়িয়া যাইতেন!

১৩. সরলা কুমারীদের অপাত্রে প্রীতিসঞ্চার করাইয়া প্রবঞ্চিত করা কামদেবের অভ্যাস, এরূপ কবিপ্রসিদ্ধি।

১৪. বাহ্য আচরণে তরুণীদের সম্বন্ধে আশ্রমের যুবা তপস্বীদের এই বিশাল অনাগ্রহ বেশ significant! ইহা কি repression-প্রসূত?

১৫. হোমমুহূর্ত-নির্ণয়ী শিষ্যের এবং অনসূয়ার কথা হইতে বুঝা যায় কণ্ব মাত্র পূর্বরাত্রে আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন।

১৬. অতএব বুঝা গেল গান্ধর্ববিবাহের পর রাজা কিছুদিন শকুন্তলাসংসর্গ করিয়াছিলেন। শকুন্তলার গর্ভসঞ্চার কত দিনের তাহাও ক্রমে অনুমান করা সম্ভবপর হইবে। গান্ধর্ববিবাহের কথা গৌতমীকে জিজ্ঞাসা করা না হইলেও বিবাহের পর তাহা এবং ক্রমে গর্ভসঞ্চারের কথা তিনি এবং অন্য সব আশ্রমনারীরাও নিশ্চয় জানিতেন।

১৭. ইহাতে বুঝা যায় তরুণীরা বিভিন্ন কুটীরে থাকিতেন।

১৮. আহুতি অগ্নিতেই উদ্দিষ্ট হয়, অন্যত্র পড়িলে ব্যর্থ হয়। এখানে যজমান = কণ্ব ; আহুতি = শকুন্তলা ; অগ্নি = দুষ্যন্ত ; ধূমাচ্ছন্ন চক্ষু = নিজ তপস্যাদিতে ব্যাপৃত থাকিয়া কণ্বের এ যাবৎ শকুন্তলার বিবাহ বিষয়ে চেষ্টার অভাব।

১৯. প্রত্যেক গৃহস্থ গৃহের একটি স্থান বা কুঠুরিতে—সমৃদ্ধ ব্যক্তি হইলে পৃথক বাড়ীতে—অগ্নিহোত্রের জন্য অগ্নি রক্ষা করিতেন। এই অগ্নি সাধারণতঃ তিনটি হইত—গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ।

২০. ১৩৩ পৃ, টি ১৯। এই কাঠ ঘষিলে সহজেই আগুন বাহির হইত বলিয়া ইহার অগ্নি-গর্ভতা বিষয়ে বিবিধ উপাখ্যান রচিত হইয়াছিল। তুলনীয় মাইকেল—"শমীর হৃদয়ে অগ্নি জ্বলে"—"পৃথিবী", ব্রজাঙ্গনাকাব্য।

২১. গোরোচনার মতো ইহাকেও হরিণ বা গরুর পিত্ত শুকাইয়া প্রস্তুত হলুদ রং মনে করা হয় কিন্তু বাস্তবে কি ইহা ধাতুবিশেষ? গিরিমাটিও (মূলে "তীর্থমৃত্তিকা") বিভিন্ন রঙের পার্বত্য মাটি বা নরম পাথর।

২২. ইহা কণ্বের উক্তি।

২৩. এইরূপেই শুভানুষ্ঠানিক স্নান বিহিত। ২৪. ১৩৭ পৃ, টি ৬।

২৫. প্রধানা বা পট্টমহিষী। 'দেবী' শব্দ রাজপত্নী, রাজমাতা প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইত।

২৬. এরূপ মঙ্গলানুষ্ঠানে আশ্রমের সকল স্ত্রী-পুরুষের উপস্থিতি প্রত্যাশা করা যায় কিন্তু কণ্ব ছাড়া আর কোনও বর্ষীয়ানের এবং গৌতমী ও এই তিনজন বর্ষীয়সী (তাঁহারা যে সম্বোধনে ও বাক্যে শকুন্তলাকে আশীর্বাদ করিলেন তাহাতে তাঁহাদের যুবতী বা তরুণী মনে হয় না) ছাড়া আর কোনও নারীর অনুল্লেখে মনে হয় আশ্রমে অপর কেহ বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন না।

এই তিনজন তপস্বিনীর স্বামী হইবার উপযুক্ত বয়সেরও কাহাকেও দেখা যায় না। ইঁহারা কি প্রিয়ম্বদা, অনসূয়া এবং অল্পপরেই উল্লিখিত বালকদ্বয়ের মাতা? প্রিয়ম্বদারা কি তবে পিতৃহীন ছিলেন? কিছু বুঝা যায় না। অন্য তপস্বীদের মধ্যে এ পর্যন্ত আমরা যাহাদের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি (সমিধ আহরণকারী তিনজন; রাজাকে রাক্ষসবিতাড়নে নিমন্ত্রণকারী দুইজন—ইহারা "ঋষিকুমার" অর্থাৎ যুবাবয়সী ছিল; ৩ অঙ্কের আরম্ভে যজ্ঞার্থে কুশহস্তে একজন এবং ৪ অঙ্কের প্রারম্ভে সময়নির্ধারক একজন)—তাহারা সকলেই বালক বা যুবক মনে হয়। শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত অবশ্যই অবিবাহিত যুবক—রাজার এবং শকুন্তলার প্রতি তাহাদের ব্যবহারে ইহা স্পষ্ট হয়। আশ্রমে যদি অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠ কোনও তপস্বী থাকিতেন তবে পতিপরিত্যক্তা শকুন্তলাকে পতিসকাশে লইয়া যাইবার ভার অবশ্যই তাঁহাদের উপর পড়িত। সুতরাং কবিকল্পিত কথাশ্রমের অধিবাসী এই ১৯ জন ছাড়া আর কেহ ছিল না। অতএব 'কুলপতি'=যিনি দশ সহস্র শিষ্যকে অন্ন ও শিক্ষা দান করেন, এই ব্যাখ্যা অত্যুক্তি। ১২২ পৃ, টি ১০।

২৭. ইহারা সংস্কৃতভাষী।

২৮. বোধহয় পৌরাণিক দেবতাদের প্রতিকৃতি আশ্রমে থাকিত, অথবা ৫৪ পৃ অনসূয়াদের যেসব গল্প জানিবার উল্লেখ আছে, তাহার পুঁথিতে চিত্র থাকিত। কালিদাসের যুগে চিত্রচর্চা অবশ্য খুবই ছিল। মূলে প্রিয়ম্বদার উক্তি সংস্কৃতে হয় "চিত্রকর্মপরিচয়েনাঙ্গেষু তে আভরণবিনিয়োগং কুর্বঃ" এখানে "চিত্রকর্ম-পরিচয়"এর কেহ অর্থ করেন "ছবিতে আমরা যেমন এঁকে থাকি"; যে কখনও অলঙ্কার পরে বা দেখে নাই, তাহার পক্ষে তাহা আঁকা কি সম্ভবপর?

২৯. বোধহয় একখানি পরিধেয়, অপরখানি উত্তরীয়। উপরে কণ্বের উক্তিতে "কণ্ঠঃ স্তম্ভিতবাষ্পবৃত্তিকলুষঃ" ভাসের প্রতিমা নাটক, ২ অঙ্কের "বাষ্পস্তম্ভিতকণ্ঠত্বাৎ" স্মরণ করায়।

৩০. উপস্থিতদের মধ্যে তখন কোনও পুরুষ ছিলেন না বলিয়া ইহাতে শকুন্তলার সঙ্কোচের কারণ হয় নাই।

৩১. ১২২ পৃ, টি ৯। শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী যযাতির পত্নী ছিলেন। দানব-রাজকন্যা শর্মিষ্ঠা দেবযানীর দাসীরূপে যযাতির গৃহে আসিয়াছিলেন। শর্মিষ্ঠার রূপগুণে মুগ্ধ হইয়া দানবরাজের অনুমতি বিনাই যযাতি তাঁহাকে

বিবাহ করেন এবং শর্মিষ্ঠা যযাতির প্রিয়তমা পত্নী হন ; শর্মিষ্ঠার গর্ভে পুরুর জন্ম হয়।

৩২. আশীর্বাদ শুভেচ্ছাজ্ঞাপন মাত্র, তাহা সফল হইতেও পারে, নাও হইতে পারে, কারণ তাহার ফলপ্রাপ্তি শুভেচ্ছুর নিজকর্তৃত্বাধীন নয়, কিন্তু বরদান অবশ্যই ফলবান হয়। ৩৩. ১৪৫ পৃ, টি ১১।

৩৪. বেদির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দক্ষিণাগ্নির, পশ্চিম দিকের মধ্যস্থানে গার্হপত্যাগ্নির এবং পূর্বদিকের প্রান্তে আহবনীয়াগ্নির স্থান।

৩৫. শ্লোকটির রবীন্দ্রনাথ কৃত অনুবাদ—

তোমাদের জল না করি' দান, যে আগে জল না করিত পান,
সাধ ছিল যার সাজিতে তবু, স্নেহে পাতাটি না ছিঁড়িত কভু ;
তোমাদের ফুল ফুটিত যবে, যে জন মাতিত মহোৎসবে ;
পতিগৃহে সেই বালিকা যায়, তোমরা সকলে দেহ বিদায়।

—"শকুন্তলা", প্রাচীন সাহিত্য।

এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত অনুবাদ—

আগে তোমাদের করি জলদান তবে যে গ্রহণ করিত জল,—
ফুলভূষা ভালবাসিত, তবু যে মমতা মানিয়া ছেঁড়ে নি দল ;—
ওগো তরুলতা ! তোমাদের নব পুষ্পবিকাশে হত যে খুসি,—
সে আজ চলেছে পতিগৃহে, সবে দাও গো বিদায় আশিষে তুষি।

—"বিদায় ক্ষণে", মণি-মঞ্জুষা।

৩৬. শ্লোকটির রবীন্দ্রনাথ কৃত অনুবাদ—

মাঝে মাঝে পদ্মবনে পথ তব হোক মনোহর।
ছায়াস্নিগ্ধ তরুরাজি ঢেকে দিক তীব্র দিবাকর।
হোক তব পথধূলি অতি মৃদু পুষ্পধূলি নিভ।
হোক বায়ু অনুকূল শান্তিময়, পন্থা হোক শিব।

—রূপান্তর, ৭৩ পৃ।

এই শ্লোকে প্রস্ফুটিত পদ্মের প্রাচুর্যে বুঝা যায় তখন পূর্ণ শরৎকাল। মেঘদূতের "শাপান্তো মে ভুজগশয়নাদুত্থিতে শার্ঙ্গপাণৌ...পরিণতশরচ্চন্দ্রিকাসু ক্ষপাসু" হইতে বুঝা যায় উত্তরভারতে সৌর কার্তিকের প্রায় মাঝামাঝি উত্থান একাদশী পর্যন্তও শেষশরৎ মনে করা হইত। উপরে টি ৭-৮। সেকালে লোক বর্ষাকালে পথযাত্রায় বাহির হইত না, এবং আমরা দেখিয়াছি কণ্ব মাত্র পূর্বরাত্রে তীর্থ হইতে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন। তিনি বর্ষাশেষে সোমতীর্থ হইতে যাত্রা করিলে শরতের প্রায় শেষের আগে আশ্রমে পৌঁছিতে

পারিতেন না। ইহাতে কাল নির্ণয় হয়। অন্তঃসত্ত্বা শকুন্তলাকে অবশ্যই বর্ষাকালে পদব্রজে পতিগৃহে যাত্রা করান হইত না, তাহাতেও বর্ষাশেষের পরের সময় সূচিত হয়। তখন সূর্যের কিরণ প্রখর ছিল, ইহার উল্লেখে বুঝা যায় তখন হেমন্ত বা শীতকাল ছিল না। রাজা গ্রীষ্মে তপোবনে আসিয়া শকুন্তলাকে বিবাহের পর নিশ্চয় বর্ষার পূর্বেই ফিরিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং রাজার আশ্রমত্যাগের মাস চার-পাঁচ পরে শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছেন। ইহাতে তাঁহার গর্ভকালেরও অনুমান হয়।

৩৭. শ্লোকটির রবীন্দ্রনাথকৃত অনুবাদ—

মৃগের গলি' পড়ে মুখের তৃণ, ময়ূর নাচে না আর,
খসিয়া পড়ে পাতা লতিকা হতে যেন সে আঁখিজলধার।

—"শকুন্তলা", প্রাচীন সাহিত্য।

৩৮. শ্লোকটির সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত অনুবাদ—

জন্ম অবধি কল্পনা ছিল তোমারে সঁপিব যোগ্য বরে;
মনের কামনা পূর্ণ হয়েছে সুকৃতির গুণে, বিধির বরে।
নবমল্লিকা আশ্রয় আজি লভিয়াছে মধু ফলের গাছে;
ভাবনা মুক্ত হৃদয় আমার, ইহার অধিক কি আর আছে।

—"সম্প্রদান", মণি-মঞ্জুষা।

"নবমল্লিকা"—মূলেও সমগ্র গ্রন্থে অনেক পুঁথিতে "নবমালিকার" পরিবর্তে এই পাঠান্তর দেখা যায়।

৩৯. শ্লোকটির রবীন্দ্রনাথকৃত অনুবাদ—

ইঙ্গুদীর তৈল দিতে স্নেহ-সহকারে, কুশক্ষত হলে মুখ যার,
শ্যামাধান্যমুষ্টি দিয়ে পালিয়াছ যারে, এই মৃগ পুত্র সে তোমার।

—"শকুন্তলা", প্রাচীন সাহিত্য।

ভাসের প্রতিমা নাটক, ৫ অঙ্কে বর্ণিত আছে রাম সীতাকে তাঁহার পোষ্যপুত্রতুল্য ("পুত্রকৃতক") হরিণ ও গাছগুলির এবং বিন্ধ্যপর্বতের ও প্রিয়-সখী লতাবলীর কাছে বিদায় লইতে বলিতেছেন। ঐ, ৭ অঙ্কেও রাম গাছগুলিকে সীতার "পুত্রকৃতকা বৃক্ষাঃ" বলিয়াছেন। কালিদাসও "পুত্রকৃতক" কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন।

৪০. এই কথাগুলি একটি শ্লোকে বলা হইয়াছে, কিন্তু কপালকুণ্ডলা (প্রথম প্রকাশ ১৮৬৬ খ্রী), ১ খণ্ড, ৯ পরিচ্ছেদের ("দেব-নিকেতন") শিরোভাগে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা গদ্যে—"কণ্ব। অলং

রুদিতেন; স্থিরা ভব, ইতঃ পন্থানমালোকয়”। ইহা বঙ্গীয় ধারা হইতে গৃহীত। ৪১. ১৪১ পৃ, টি ২৫।

৪২. দুঃখপ্রাপ্তি সত্ত্বেও ইহাতে শকুন্তলার ভবিষ্যৎ সুখের কামনা করা হইল।

৪৩. শ্লোকটির রবীন্দ্রনাথ কৃত অনুবাদ—

সেবা কোরো গুরুজনে, সপত্নীরে জেনো সখীসম,
অপরাধী পতি-'পরে রোষভরে হোয়ো না নির্মম।
পরিজনে দয়া রেখো, সৌভাগ্যে হোয়ো না আত্মহারা—
গৃহিণীর এই ধর্ম; কুলনাশি অন্যরূপ যারা।

—রূপান্তর, ৭৫ পৃ।

এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত অনুবাদ—

সেবাপরায়ণা হয়ো গুরুজনে,—সখী হয়ো পুরনারী সবার;
পুরুষ রুষিলে তুমি রোষবশে প্রতিকূলে যেন যেও না তার।
ভাগ্য উদয়ে গর্ব করো না, দয়া রেখো পরিজনের পরে,
এই রীতে নারী হয় সুগৃহিণী, বিপরীতে গৃহ মলিন করে।

—“উপদেশ”, মণি-মঞ্জুষা।

৪৪. ১২৯ পৃ, টি ৪৯ (২)।

৪৫. ইহাতে বুঝা যায় শকুন্তলার গর্ভসঞ্চার খুব তরুণ ছিল না।

৪৬. এই সমগ্র বিদায়দৃশ্য বোধহয় শার্ঙ্গরবের তেমন ভাল লাগিতেছিল না, তিনি এতক্ষণ ধৈর্য ধারণ করিয়া ছিলেন, এবার মেয়েলিকাণ্ড আরম্ভ হওয়ায় তাঁহার ধৈর্যভঙ্গ হইল! পরে দেখিব তিনি শকুন্তলার প্রতি বিশেষ প্রীত ছিলেন না।

৪৭. পৃথিবী অর্থাৎ নিজরাজ্য রাজার পক্ষে স্ত্রীতুল্য পালনীয়া ও রক্ষণীয়া অন্যতমা পত্নীস্বরূপা।

৪৮. তুলনীয় রবীন্দ্রনাথ—

যবে শকুন্তলা বিদায় লইতেছিল স্বজনবৎসলা
জন্মতপোবন হতে,—সখা সহকার, লতাভগ্নী মাধবিকা, পশু-পরিবার,
মাতৃহারা মৃগশিশু, মৃগী গর্ভবতী দাঁড়াইল চারিদিকে—স্নেহের মিনতি
গুঞ্জরি উঠিল কাঁদি পল্লব-মর্মরে, ছলছল মালিনীর জলকলস্বরে,—
ধ্বনিল তাহারি মাঝে বৃদ্ধ তপস্বীর মঙ্গল বিদায়মন্ত্র গদ্‌গদ্ গম্ভীর।
তরুলতা পশুপক্ষী নদ নদী-বন নরনারী সবে মিলি করুণ মিলন।

—“মিলনদৃশ্য”, চৈতালি।

আশ্রম হইতে শকুন্তলার বিদায়গ্রহণের কালিদাসচিত্রিত এই করুণ দৃশ্যের মর্মস্পর্শিত্বখ্যাতি সুবিদিত—"কালিদাসস্য সর্বস্বমভিজ্ঞান-শকুন্তলং, তত্রাপি চ চতুর্থাঙ্কো যত্র যাতি শকুন্তলা"। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃপায় বাঙালীরা আকৈশোর ইহার সঙ্গে পরিচিত হইতেন। সকলের এত মঙ্গলকামনা লইয়া গৃহ হইতে মনে এত আশা লইয়া যাত্রা করিয়া পরের অঙ্কে শকুন্তলার ভাগ্যে যে শোচনীয় দুর্দশা ঘটিল, সে contrastও ইহাদ্বারা উজ্জ্বল হইয়াছে। আশ্রমের দৃশ্য এই নাটকে আর আমরা দেখিব না (৭ অঙ্কের মারীচাশ্রম অন্য রকমের)। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠায় কোনও পৌরাণিক বর্ণনা হইতে তত নয়, যত অনুপ্রাণনা পাইয়াছিলেন কালিদাসকল্পিত এই তপোবন-আশ্রম হইতে।

৪৯. প্রিয়ম্বদা অপেক্ষা অধিক কোমল, ভাবকাতর ও বয়সেও কিছু কম ছিলেন বলিয়াই বোধহয় অনসূয়াকেই কণ্ব এই সান্ত্বনাবাক্য বলিলেন।

৫০. ১২৯ পৃ, টি ৪৯ (২)।

৫ অঙ্ক

১. ৪ অঙ্কে বর্ণিত ঘটনাবলী যে দিনের পূর্বাহ্নে ঘটে, তাহার প্রায় এক সপ্তাহ পরে—কারণ আশ্রম হইতে হস্তিনাপুর পায়ে হাঁটা পথে যদি তিনদিন হয় (১৩৫ পৃ, টি ২৭), তবে গর্ভবতী শকুন্তলা ও বৃদ্ধা গৌতমীর তাহা সপ্তাহখানেকের পথ ধরিতে হইবে—বৈকালে এই অঙ্কে বর্ণিত দৃশ্য রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরে সংঘটিত হইতেছে। ১৩৭ পৃ, টি ৬।

২. ইনি রাজার একজন পূর্বপ্রণয়িনী পত্নী। ৩. ১৩৭ পৃ, টি ২।

৪. এই গীতটি প্রাকৃতে। অনুবাদটি শ্রীননীগোপাল রায় কৃত। রবীন্দ্রনাথ কৃত অনুবাদ এইরূপ—

নব মধুলোভী ওগো মধুকর, চূতমঞ্জরী চুমি',
কমল-নিবাসে যে প্রীতি পেয়েছ কেমনে ভুলিলে তুমি ?

—"শকুন্তলা", প্রাচীন সাহিত্য।

ইহাতে একটু ত্রুটি ঘটিয়াছে—শেষ দুই লাইনে মনে হয় যেন যে প্রীতি ভুলিয়া যাওয়ার কথা বলা হইতেছে তাহা কমলনিবাসেই প্রাপ্ত ছিল।

কিন্তু গীতের বক্তব্য তাহা নয় ; তাহা এই—"চূত-মঞ্জরীকে অত নিবিড়চুম্বন করিবার পর এখন কমলের মধ্যে শুধু বাসস্থানমাত্র লাভ করিয়া এত সুখ পাইলে যে সেই চূতমঞ্জরীকে ভুলিয়া গেলে !"

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত অনুবাদ—

নূতন মধুর লালসা-লোলুপ অলি হে ! আম্র-মুকুলে গিয়েছিলে তুমি চুমিয়ে !
আজি কমলের দুয়ারে মাত্র বুলিয়ে, একেবারে তারে গেলে কি ভ্রমর ভুলিয়ে।
—"গান", তীর্থসলিল।

এখানেও "তারে"র অর্থ অনিশ্চিত ।

৫. রাজার বর্তমান মহিষী ও প্রেয়সী। রাজা ইঁহার সঙ্গে সময় কাটাইয়া হংসপদিকাকে উপেক্ষা করার জন্য এই তিরস্কার।

৬. বিদূষক রাজার নবনব প্রণয়ব্যাপারে সহায়তা করিতেন বলিয়া রানীদের চক্ষুঃশূল ছিলেন। সুন্দরীলুব্ধ হইয়া সন্ন্যাসীদের হাস্যকর দুর্গতি বিষয়ক ভাস্কর্য উড়িষ্যামন্দিরে দেখা যায়।

৭. মূলে "নাগরিকবৃত্তি অনুযায়ী" অর্থাৎ গ্রাম্যসাধারণভাবে নয়, মার্জিত-বাক্ নাগরিকের মতো।

৮. এই অঙ্কের ঘটনাবলীতে বিদূষক আর ফিরেন নাই। হংসপদিকার হাতে তাঁহার কি অবস্থা হইয়াছিল বা না হইয়াছিল জানা নাই। কিন্তু তাঁহার অনুপস্থিতি দ্বারা একটি নাটকীয় প্রয়োজন সমাধা হইয়াছে—অতঃপর যাহা ঘটিল তাহা বিদূষক রাজার কাছে উপস্থিত থাকিলে ঘটিতে পারিত না, কারণ বিদূষক রাজাকে শকুন্তলাঘটিত বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতে পারিতেন। ১৩৬ পৃ, টি ২৯।

৯. দুর্বাসাশাপে রাজা শকুন্তলাকে বিস্মৃত হইয়াছেন, কিন্তু সেই প্রেম এত গভীর ছিল যে তবু তাঁহার প্রচ্ছন্ন মনে তাহার অস্পষ্ট স্মৃতি রহিয়াছে। ইহাতে এই অঙ্কে বর্ণিত বিষয়ের পূর্বাভাস দেওয়া হইল।

১০. ইনি অন্তঃপুর-রক্ষক। সংস্কৃতনাটক-রীতিতে ইঁহাকে রাজকর্মে বৃদ্ধ, কর্তব্যনিষ্ঠ, সচ্চরিত্র, সত্যবাদী সংস্কৃতভাষীরূপে উপস্থাপিত করা হয়। কঞ্চুক (লম্বা আলখাল্লার মতো একটা জামা—পারসিক, কুষাণ বা রোমকদের অনুকরণে ?) পরিতেন বলিয়া ইঁহার এই নাম হয়। কৌটিল্যে রাজার পরিধেয়রূপেও কঞ্চুকের উল্লেখ আছে। কঞ্চুকীর হাতে একটা দণ্ড থাকিত। প্রথমপ্রবেশে বার্ধক্যজনিত অক্ষমতার জন্য ইঁহার খেদোক্তিও নাটকীয় রীতি।

১১. সেকালে রাজারা পূর্বাহ্ণে রাজাসনে বসিয়া রাজকর্ম সমাধা করিতেন। এখন রাজা রাজকার্য সমাধা করিয়া অন্তঃপুরে আসিয়া স্নানাহারাদির পর বিদূষকের সঙ্গে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন।

১২. ইহাতে হস্তিনাপুর হইতে কণ্বাশ্রমের দিক ও দূরত্ব অনুমান করা যায় —উত্তর-পূর্বদিকে শিবালিক গিরিমালার পাদদেশে, মীরাট হইতে প্রায় ১০০ মাইল (১৩৫ পৃ, টি ২৭)। ১৩. ইনি রাজপুরোহিত।

১৪. অন্তঃপুরে রাজার পরিচারিকা প্রতীহারীর নাম। অগ্নিশালা, ১৪৫ পৃ, টি ১৯। কাহাকেও কোনও স্থানের পথ দেখাইতে বলার অর্থ অহঙ্কার নয়—ইহার অর্থ সঙ্গীকে সহযোগিত্বে আহ্বান দ্বারা importance দান।

১৫. সেকালে রাজা বা ধনীদের ব্যবহৃত ছাতা প্রকাণ্ড ও ভারি হইত, পরিচারক তাহা বহন করিয়া তাঁহাদের মাথায় ধরিত।

১৬. ইহারা সংস্কৃতভাষী। উভয়োক্ত শ্লোকদ্বয়ের পদ্যানুবাদ ডাক্তার শ্রীবিমলচন্দ্র সেন কৃত। বৈতালিকদের কর্তব্য ছিল নির্দিষ্ট প্রহরে শ্লোকপাঠ করিয়া রাজাকে সময়জ্ঞাপন এবং নানা উপলক্ষ্যে রাজার স্তুতিগান।

১৭. ইহার কারণ শারীরিক অসামর্থ্য নয়, মানসিক অনিশ্চয়তা।

১৮. শাস্ত্রমতে দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, শস্যনাশ, মহামারি প্রভৃতি অমঙ্গল রাজার পাপফলে ঘটে।

১৯. যুবা তপস্বীদ্বয়ের এই উৎকট self-righteousness-এর প্রকৃত কারণ বোধহয় হীনম্মন্যতা বা inferiority complex. ইঁহারা একে লোকালয়ে, তাহাতে রাজধানীতে, তাহাতে রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরে, তাহাতে আবার কঞ্চুকী, পুরোহিত, প্রতীহারী প্রভৃতি পরিবৃত রাজার সম্মুখে আসিয়া ঘাবড়াইয়া গিয়া "the grapes are sour" মনোভাব দেখাইতেছেন। ৪৯ পৃ যে ঋষিকুমারদ্বয় আশ্রমসন্নিহিত মৃগয়াশিবিরে রাজার কাছে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মনোভাব কত অন্যরকম এবং স্বাভাবিক ছিল— আশ্রমের অতিসান্নিধ্যে থাকায় তাঁহারা ঘাবড়ান নাই, fish out of water বোধ করেন নাই। এই শার্ঙ্গরব ও শারদ্বতের বয়সী যুবকদের পক্ষে (যত বড় তপস্বীই তাঁহারা হউন না কেন) এত ঘোর সংসারবিরক্তি স্বাভাবিক ও সম্ভবপর নয়, বরং তাঁহাদের মনে এরূপ ক্ষেত্রে বিস্ময়ময় আগ্রহেরই সঞ্চার প্রত্যাশা করা উচিত। কিন্তু চারিদিকে এত সুখ, এত বৈভব—যাহা না কামনা করে কে? অথচ ইহাতে তাঁহাদের কোনও স্থান নাই—ইহাই বোধহয়

ছিল তাঁহাদের বৈরূপ্য ও অসহিষ্ণুতার প্রকৃত কারণ। দ্বিতীয়তঃ, রাজা যে মাস পাঁচেক অন্তঃসত্ত্বা শকুন্তলার সংবাদ লন নাই, ইহাও তাঁহারা জানিতেন। যদিও বিদায়কালে কণ্ব এবিষয়ক একটি কথাও উচ্চারণ করেন নাই এবং রাজার মনোভাব সম্বন্ধে কোনও দুশ্চিন্তা প্রকাশ না করিয়া তাঁহার বার্তায় ধরিয়া লইয়াছেন শকুন্তলাকে গ্রহণ সম্বন্ধে রাজার নিশ্চয়ই কোনও আপত্তি হইবে না, তবু রাজা এখন কি বলেন, সে বিষয়ে ইঁহাদের মনে হয়তো কিছু ভয় ছিল—পাছে তাঁহাদের অপ্রিয়াকে ঘাড়ে করিয়া ফেরৎ লইয়া যাইতে হয়। ২০. ১২৩ পৃ, টি ১৪।

২১. ইহা শ্লেষাত্মক ; ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, মাংস প্রভৃতি শব্দ 'মহা' সংযোগে নিন্দার্থক হয়। শার্ঙ্গরব চটিয়াই আছেন! তিনি অতঃপর যে জ্ঞানবাক্য উচ্চারণ করিলেন, অতিসত্য হইলেও তাহা আহত আত্মাভিমান, হীনম্মন্যতা, ঈর্ষা প্রভৃতির সুবিদিত লক্ষণ—আমরা এগুলি ইংরেজিতে দিতেছি italicsগুলি সুপ্রকাশ করিবার জন্য—"I am *not impressed* !", "*You* need not tell *me* all that !", "*I* know all that *better* than *you* do !" প্রভৃতি। বেশি বড়াইও মনে ভয় হওয়ার লক্ষণ। হীনম্মন্যতা ও ঈর্ষার অপর কয়েকটি অতিসাধারণ লক্ষণ হইতেছে সোজা কথা বাঁকাভাবে লওয়া ; অকারণে আত্মরক্ষাপ্রবণতা ; শ্রেষ্ঠব্যক্তিকে আততায়ীর মতো দেখা, সে পাছে পদদলিত করে এই ভয়ে সর্বদা তাহাকে প্রতিরোধ-চেষ্টা। যাহা হউক, ফলবান গাছের নম্রতাপ্রভৃতি উপমা রঘুবংশে কালিদাসের বিনয় (১২ পৃ) সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক।

২২. ইহাতে বুঝা যায় কালিদাসের যুগে উজ্জয়িনী অঞ্চলের ভদ্রনারীরা প্রকাশ্যস্থানে যাইতে হইলে শাড়ীর প্রান্ত দ্বারা হউক, ওড়না দ্বারা হউক, ঘোমটার মত মুখ ঢাকিয়া রাখিতেন।

২৩. আবার হামবড়াই! রাজার কাছে ইনি ছোট হইবেন না, তাই গুরুর গৌরব করিয়া নিজের মর্যাদা বাড়াইতেছেন।

২৪. লক্ষ্যের বিষয়, ২ অঙ্কে ঋষিকুমারেরা সম্মুখে আসিবামাত্র রাজা তাঁহাদের প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন (৫০ পৃ), কিন্তু তখন আশ্রমসান্নিধ্যে এবং এখন রাজসভায় থাকার জন্য শুধু নয়, সস্ত্রীক আগন্তুকদের কি কাজ থাকিতে পারে, সে সম্বন্ধে অনিশ্চিতমনা থাকায় রাজা কিছু বিব্রত বোধ করিতেছিলেন, সেইজন্য এতক্ষণ সে সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করেন

নাই। অধীনস্থ বা অপরিচিত প্রার্থী স্বমুখে নিজপ্রার্থনা না জানাইলে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা, এমন কি খানিকটা বুঝিতে পারিলেও, সে সম্বন্ধে সাধারণতঃ নিজে প্রথমে জিজ্ঞাসা করেন না।

২৫. সাংসারিক অভিজ্ঞতায় দেখা যায় সকল দম্পতিই অবশেষে মতের অমিল প্রভৃতি নানা কারণে কলহ-পরায়ণ হইয়া পরস্পরবিদ্বেষী হয়। অতএব সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, যিনি নরনারীর বিবাহদ্বারা প্রজাবৃদ্ধিরূপ কর্ম সাধন করেন, সর্বদাই পরস্পর-অসমান স্ত্রীপুরুষের মিলন ঘটাইবার দোষে অভিযুক্ত হন কিন্তু এক্ষেত্রে পতিপত্নী এত তুল্যগুণ যে, কেহ তাঁহাকে দোষ দিতে পারিবে না।

২৬. কণ্ব এরূপ কোনও কথা বলেন নাই (৭২ পৃ)। ইহা শার্ঙ্গরবের নিজমনের কথা, যাহাতে বুঝা যায় তাঁহার 'প্রধান দুর্ভাবনা ছিল রাজা শকুন্তলাকে পত্নী বলিয়া আদৌ স্বীকার করিবেন কি না—যে চিন্তা কণ্বের মনে উদয় হয় নাই। গান্ধর্ববিবাহও শার্ঙ্গরবের (এবংগৌতমীরও) অমনঃপূত ছিল মনে হয়। পাঠক স্মরণ করিবেন অনসূয়া যখন মনে করিয়াছিলেন গান্ধর্ববিবাহে কাহারও আপত্তি হইবে না, তখন বুদ্ধিমতী প্রিয়ম্বদা সে চিন্তায় সায় না দিয়া নিরুত্তর ছিলেন (৬২ পৃ)। তিনি অনুভব করিয়াছিলেন হয়তো ইহা সকলের মনপূঃত নাও হইতে পারে। গৌতমী এখন যাহা বলিলেন তাহাতে বেশ বুঝা যায় এবিবাহ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত এবং শকুন্তলা এবিষয়ে তাঁহার অভিমত জিজ্ঞাসা করেন নাই; ১৪১ পৃ, টি ২৪।

২৭. ইহাতে বুঝা যায় ঘোমটায় কপাল নয়, সমগ্র মুখই আবৃত হইত।

২৮. ইহাতে বুঝা যায় শকুন্তলার গর্ভ অন্ততঃ পাঁচ মাস হইয়াছিল।

২৯. যাহার পত্নীপ্রসূত সন্তান অন্যপুরুষের ঔরসজাত।

৩০. গান্ধর্ববিবাহ দ্বারা।

৩১. মূলে "শক্রাবতারাভ্যন্তরে শচীতীর্থসলিলে", ইহা হস্তিনাপুরের খুব কাছাকাছি কোনও স্থান হইবে। তুলনীয় মাইকেলের পদ্মাবতী নাটকের ৫ অঙ্ক, ১ গর্ভাঙ্কে স্থানপরিচয় "শক্রাবতারাভ্যন্তরে শচীতীর্থ"। মৃগয়াবলিষ্ঠ যুবা রাজার আঙুলের আংটি তরুণী তন্বীর আঙুলে অবশ্যই ঢিলা হইত।

৩২. শকুন্তলা ধীরে ধীরে, থামিয়া থামিয়া, ছোট ছোট বাক্যে কি সুন্দর সুকুমার ছবিটি আঁকিলেন! ইহাতে তাঁহার নিজের চিত্তসৌকুমার্য, স্বভাবসরলতা ও প্রকৃতিমাধুর্য সুন্দর ফুটিয়াছে। এই ঘটনা অবশ্যই

ঘটিয়াছিল গান্ধর্ববিবাহের পর যখন তাঁহারা মিলিত হইতেন। গান্ধর্ববিবাহের পর রাজা যে কয়দিন আশ্রমে ছিলেন, তাহার কোনও বর্ণনা নাটকে নাই। এ বিবরণে সে সময়ে উভয়ের মিলনকাহিনীর উপর সুন্দর একটু রশ্মিপাত হইয়াছে। ইহা তাঁহারা দুজন ছাড়া আর কেহ জানিত না; সরলা আশা করিয়াছিলেন এই কমনীয় অভিজ্ঞানে রাজার মন ভিজিবে। বাস্তবিকই ইহাতে সকলের কিরূপ মর্মস্পর্শ করে, তাহা রাজার উত্তরেই বুঝা যায়। ভাসের প্রতিমা-নাটক, ৭ অঙ্কে বর্ণিত আছে রাম সীতাকে স্মরণ করাইতেছেন যে জনস্থানের বনে হরিণরা শুক্রবাসপরিহিত অপরিচিত ভরতকে দেখিয়া ভয়ে পলাইয়াছিল।

৩৩. 'হে বৃদ্ধা তাপসি'র পরিবর্তে এই সম্বোধন ব্যঙ্গাত্মক, অর্থাৎ "আপনি তপস্যায় বৃদ্ধা হইয়া গেলেন, ইহা তো নিশ্চয়ই জানেন"।

৩৪. শকুন্তলা এত অপমান সত্ত্বেও এতক্ষণ ধৈর্যধারণ করিয়া ছিলেন, কিন্তু রাজার এই উক্তিতে তিনি যে জ্বলিয়া উঠিলেন, তাহার কারণ এই—রাজার ব্যবহৃত কতকগুলি কথা এক (সাধারণ) অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছিল কিন্তু শকুন্তলা তাহাতে অন্য অর্থ বুঝিয়াছিলেন যথা—(১) "মানুষ ছাড়া অন্যজাতীয়া স্ত্রীপ্রাণী", রাজার ব্যবহৃত শব্দ ছিল "অমানুষী", শকুন্তলা ইহাতে অপ্সরাজাতীয়া নিজমাতা মেনকার প্রতি ইঙ্গিত বুঝিয়াছিলেন, (২) "স্ত্রীকোকিল", রাজার ব্যবহৃত শব্দ "পরভৃতা", শকুন্তলা অর্থ বুঝিয়াছিলেন "দেবতাদের দ্বারা নিযুক্তা মেনকা", (৩) "আকাশে উড়িয়া যাওয়া"—শকুন্তলাকে প্রসবের পর মেনকার স্বর্গে চলিয়া যাওয়া, (৪) "অন্য পাখিদের দ্বারা",রাজার ব্যবহৃত শব্দ ছিল "অন্য দ্বিজগণ দ্বারা", দ্বিজ—পাখি বা ব্রাহ্মণ (কণ্ব), শকুন্তলা দ্বিতীয় অর্থে বুঝিয়াছিলেন। যে মাতা প্রসবান্তে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন এবং যাঁহাকে তিনি কখনও দেখেন নাই, তাঁহার প্রতি নিষ্ঠায় শকুন্তলার চিত্তসৌকুমার্য সূচিত হয়।

৩৫. অন্য কাজ উপলক্ষ্যে বিদূষকের এখানে না থাকার নাটকীয় প্রয়োজনীয়তা পাঠক এখন বুঝিতে পারিবেন। রাজার মৃগয়াসঙ্গীদের কেহই এই সভায় উপস্থিত ছিলেন না। বিদূষক থাকিলে তিনি গান্ধর্ববিবাহ না হউক, শকুন্তলার সঙ্গে রাজার সাক্ষাৎ এবং শকুন্তলার প্রতি রাজার প্রীতি তাঁহাকে স্মরণ করাইতে পারিতেন। এই অনুপস্থিতি দ্বারা শকুন্তলার অসহায় অবস্থার চিত্র উজ্জ্বলতর করা হইয়াছে।

৩৬. ৮ পৃ, মাইকেলের "শকুন্তলা" শীর্ষক যে চতুর্দশপদী কবিতাটির প্রথম বারো লাইন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার বাকি দুই লাইন এইরূপ—

কিন্তু ও মৃগাক্ষি হ'তে যবে গলি, ঝরে
অশ্রুধারা, ধৈর্য্য ধরে কে মর্ত্ত্যে আকাশে ?

খুবই সত্য কথা। শকুন্তলার দুঃখের, তথা এই নাটকের pathos এইখানে চরমে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। মহাভারতের আখ্যানে শকুন্তলা বহু কটূক্তির পর রাজাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। সে তুলনায় কালিদাসের চিত্রিত চরিত্র কত বিভিন্ন।

৩৭. "কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা" দিয়া জ্ঞানীপ্রবর ভাল সময়েই শকুন্তলার উপর ঝাল ঝাড়িলেন! শকুন্তলার গান্ধর্ববিবাহে ইঁহার অনুমোদন ছিল না কেন ? তাঁহার মতো সুপাত্রের হাত হইতে ফসকাইয়া গেল বলিয়া অথবা তাঁহার সঙ্গে বিবাহের অপেক্ষা না করার জন্য নয়তো! ৪৮ পৃ বিদূষকের উক্তি হইতে বুঝা যায় আশ্রমকন্যাদের বিবাহ হইত যুবাতপস্বীদেরই সঙ্গে। যতদিন তাহা না হইত ততদিন শকুন্তলা আশ্রমে থাকিলেও অন্ততঃ তাঁহাকে রোজ দেখিয়াও যে তৃপ্তি পাওয়া যাইত, তাহাও গান্ধর্ববিবাহের ফলে বন্ধ হইল! যদিবা বিবাহ হইলই, তাহা হইল যুবাতপস্বীদের মুখে চুনকালি দিয়া রাজার সঙ্গে। সে যাহাই হউক, এই পাগলের মুখে কবি হয়তো নিজেরই মত ও চিন্তা প্রকাশ করিয়াছেন—শুধু পরস্পর-দর্শনজাত আকর্ষণ-মূলক বিবাহে বিবাহের পূর্ণ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, কারণ সে আকর্ষণ ইন্দ্রিয়ের; উহাকে মনের বা প্রাণের আকর্ষণ শত মনে করিলেও তাহাতে জ্ঞানবুদ্ধির ক্ষেত্র থাকে না। অপরের কোনও দোষত্রুটিতে, বিশেষতঃ যদি তাহা যৌনাদি নৈতিকধর্ম সম্বন্ধীয় হয়, অতিক্রোধপূর্বক অপরাধীকে শাস্তিদানের ইচ্ছা, নিজেকে সদা শুচিবোধের প্রচেষ্টা এবং ধর্মধ্বজিত্ব ও ধার্মিকম্মন্যতা, এগুলি মনস্তাত্ত্বিকদৃষ্টিতে অতৃপ্তবাসনা, বিশেযতঃ repression-জাত বিকার বলিয়া গণ্য হয়। তুলনীয় গীতা— "কামাৎ ক্রোধো' ভিজায়তে", ২. ৬২। ইঁহারা কি conflict-জাত guilty conscienceএ ভুগিতেছিলেন ?

৩৮. মূলে "শ্রুতং ভবদ্ভিরধরোত্তরম্", ইহার অর্থ বিভিন্ন রূপ করা হয়। লক্ষ্যের বিষয় তাঁহার অশেষ রাজভক্তি সত্ত্বেও কালিদাস—যদিও পাগলের মুখে—রাজনীতি (কূটনীতি, চাণক্যনীতি) সম্বন্ধে একটু কটাক্ষ করিয়াছেন!

৩৯. লক্ষ্যের বিষয় অত্যন্ত embarassing এবং বিরক্তিকর অবস্থার মধ্যে

পড়িয়াও এবং নানা কটূক্তি শুনিয়াও রাজা ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিলেও ক্রুদ্ধ না হইয়া সর্বদা রাজোচিত dignity রক্ষা করিয়াছেন। এখনও তিনি "নীচ যদি উচ্চে ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে" করিলেন।

৪০. যদি রাজা গ্রহণ না করিয়া ত্যাগ করেন তবে বেচারি শকুন্তলার কি গতি হইবে, সেকথা ইঁহার একবার চিন্তায়ও আসিল না। ৪১. ১৪২ পৃ, টি ২৭।

৪২. গান্ধর্ববিবাহ ব্যাপারে শকুন্তলার প্রতি তাঁহার moral sympathy না থাকিলেও গৌতমীর নারীচিত্তে এই human thought-টুকুর জন্য কৃতজ্ঞতা বোধ হয়।

৪৩. পতি গ্রহণ করিবেন বা না, সে বিচারের অধিকার তো কণ্বের। শার্ঙ্গরবকে সে ভার কে দিয়াছিল? "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা" দিয়া বীরপুরুষ ধর্মনাদ করিয়া শকুন্তলাকে ফেলিয়া রাখিয়া গিয়া জব্দ করিলেন। আশ্রমে ফিরিলে কণ্ব তাঁহার আচরণ শুনিয়া কি বলিয়াছিলেন জানিলে আমরা সুখী হইতাম। কবি এই pathological চরিত্রদুটি আঁকিয়াছিলেন এবং গৌতমীরও নির্লিপ্ততা দেখাইয়াছিলেন শকুন্তলার দুঃখদৃশ্য ভরপুর করিবার উদ্দেশ্যে।

৪৪. এই আশা যে পতিগৃহে দাসীভাবে থাকিতে থাকিতে শকুন্তলার রূপের মোহে রাজা তাঁহাকে উপপত্নীরূপে গ্রহণ করিবেন। শকুন্তলার যে রূপ তিনি উপভোগ করিতে পারিলেন না এবং শকুন্তলা যাহা অন্যকে নিবেদন করিয়াছিলেন, সেই রূপের জন্য শকুন্তলাকে ইহাতে অপমানজনকভাবে খোঁটা দেওয়া হইল।

৪৫. ইহা পুরোহিতকে উক্ত। রাজার প্রশ্নে মনে হয়, যে চিন্তা ধর্মবীরদ্বয়ের আদৌ মনে হয় নাই এবং যাহা গৌতমীর মাতৃতুল্য হৃদয়ে কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছিল মাত্র, ধর্মপরায়ণ রাজার মনে সেই চিন্তাই উঁকি দিতেছে, অর্থাৎ পিতৃ-পরিজনেরা তো ছাড়িয়া গেল, এখন নিরাশ্রয়া শকুন্তলার উপায় কি হইবে? পুরোহিতের উত্তরে মনে হয় তিনিও শকুন্তলার নিরাশ্রয় অবস্থা নিবারণের চিন্তা করিতেছিলেন। রাজার উক্তির পূর্বে "জনান্তিকে" বা "পুরোহিতের প্রতি" এইরূপ কোনও stage direction ইচ্ছাপূর্বক না দিয়া কবি রাজার agitation ও উদ্বিগ্ন অবস্থা প্রকাশ করিয়াছেন।

৪৬. ধর্মজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ রাজপুরোহিতের যদি শকুন্তলাকে পিতৃসকাশে প্রেরণ অচিন্তনীয় মনে না হইয়াছিল, তবে শার্ঙ্গরবদের তাহা অসম্ভব বলা কি

অত্যধিক ও দুঃসহ ঔদ্ধত্য নয়? অপর লক্ষ্যের বিষয়—(১) রাজার ভাবী পুত্রের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ এবং সে সম্বন্ধে মহাজন-বাক্য—এ সম্পর্কে স্কন্দগুপ্তের কথা মনে পড়ে। (২) পুরোহিত কি বিদূষকের কাছে না হউক, সেনাপতি বা সারথি প্রভৃতি রাজার মৃগয়াসঙ্গীদের কাছে রাজার কিছুকাল আশ্রমে যাপন, গান্ধর্ববিবাহ না হউক শকুন্তলা-প্রীতি প্রভৃতির কথা কিছু শুনিয়াছিলেন, যাহার ফলে তাঁহার মনে হইয়াছিল তপস্বীদের কথা হয়তো সত্যও হইতে পারে? শকুন্তলার নিদারুণ দুঃখ প্রায় অসহ্য অবস্থায় পৌঁছিয়াছিল এবং তাহাতে সকলের মনে যে গভীর বেদনা বোধ হয় তাহাও দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছিল; এরূপ অবস্থা অস্বাভাবিক ও চিত্তবিভ্রান্তিকারক, তাহাতে মানুষের মনঃস্থৈর্য নাশ হয়, জগৎসংসার যেন উল্টাপাল্টা হইয়া যায়। একটা সীমার পর tension বাড়াইলে সকল বাঁধন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কিবা কাব্য-নাটকে কিবা বাস্তব-জীবনে এরূপ অবস্থা মানুষ বাঞ্ছনা করে না। শতদুঃখেও মানুষের মন আশার বাণী শুনিতে চায়। তাই কবিরা দুঃসহ অবস্থাকে ক্রমে de-tension করিয়া সাম্য অবস্থা ফিরাইয়া আনিয়া পাঠকের বা শ্রোতার মনে স্থৈর্য-বিধান করেন। পাঠকের মনে শার্ঙ্গরবদের নৃশংস আচরণজনিত যে দারুণ ক্লেশ জন্মিয়াছিল, শকুন্তলা পুরোহিতগৃহে আশ্রয় পাওয়ায় তাহা সাম্যভাব পাইতে আরম্ভ করিল। এই detension প্রক্রিয়া আমরা উত্তরোত্তর আরও দেখিব।

৪৭. গৌতমীই বা কোন্ প্রাণে শকুন্তলাকে এইভাবে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়। রাজপুরোহিত ধর্মপরায়ণ, সম্ভ্রান্ত, রাজমান্য ও সম্পন্ন অবস্থার উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার গৃহে স্থানাভাব ছিল না; তপস্বী হইলেও আশ্রম হইতে যাতায়াতের পথে গৌতমীদের নিশ্চয়ই গাছতলায় নয়, গৃহস্থ-গৃহে বিশ্রাম, আহার, রাত্রিযাপন করিতে হইয়াছিল। গৌতমীর কি উচিত ছিল না পুরোহিতকে অনুরোধ করা যে, শকুন্তলাকে সান্ত্বনা দিবার এবং স্থানস্থিত দেখিয়া যাইবার জন্য তিনিও দিনকতক পুরোহিতের গৃহে থাকিয়া যাইতে চান? পুরোহিত ইহাতে অবশ্যই তৎক্ষণাৎ সাহ্লাদে সম্মতি দিতেন! গৌতমীর সঙ্গী জোড়া-বলদ ইচ্ছা করিলে নাও থাকিতে পারিতেন, পুরোহিত যথাকালে, প্রয়োজন হইলে পায়ে না হাঁটাইয়া রাজার রথেই গৌতমীকে আশ্রমে পৌঁছাইয়া দিতেন। গৌতমীর

এই মাতৃহৃদয় তথা নারীচিত্ত-অসুলভ বিবেচনাহীনতা দ্বারা কবি শকুন্তলার সহায়হীন দুঃখাবস্থা তীক্ষ্ণতর করিয়া দেখাইয়াছেন।

৪৮. হায় হায়, বিশ্বাসময়ী সরলার ভাগ্যে এত কষ্টই লেখা ছিল। তাঁহার এই অবস্থা দেখিলে সত্যই "ধৈর্য্য ধরে কে মর্ত্ত্যে আকাশে?" মর্ত্তে তখন উপস্থিত কাহারও ধৈর্যভঙ্গ না হইলেও সৌভাগ্যের বিষম্ন আকাশে কাহারও (কাহার তাহা পরে বুঝা যাইবে) তাহা হইয়াছিল। পুরোহিত যে আশ্চর্য ঘটনা জানাইলেন তাহাতে শকুন্তলার অলৌকিক সহানুভূতি এবং আশ্রয়প্রাপ্তি জানিয়া পাঠকের ক্লিষ্টমন আবার কিছু স্বস্তি পাইল (de-tension)।

৪৯. বৈকালে রাজার বিশ্রামের সময়ে এই শকুন্তলা-সাক্ষাৎকারের ঘটনা ঘটিয়া শেষশরতের প্রায় সন্ধ্যায় ক্লান্ত হইয়া রাজা শয্যাগ্রহণ করিলেন।

৫০. শাপের ফলে স্মৃতিরোধ হইলেও ধর্মপরায়ণ রাজার অন্তশ্চিত্তে যে গভীর এবং আন্তরিক শকুন্তলাপ্রেম জাগ্রত ছিল, ইহাতে তাহাই সূচিত হইয়াছে। কি দারুণ contrast হইয়াছে ৪ অঙ্কে আশ্রম হইতে শকুন্তলার বিদায়যাত্রার করুণ দৃশ্যের সঙ্গে এই অঙ্কের নিদারুণ নিষ্করুণ দৃশ্যের! সেখানে চারিদিকে "তরুলতা পশুপক্ষী নদনদীবন, নরনারী" সকলের "স্নেহের মিনতি" ও "করুণ মিলনে" কি মৈত্রী, আর এখানে অসহায়া একাকিনীর চারিদিকে কি ধর্মধ্বজী কঠোরতা, নিরনুকম্পা, তিরস্কার, অবমাননা ও লাঞ্ছনা! সেখানে বিদায়াশ্রুর দুঃখ হ্রাস হয় অচিরে যে সুখ-সৌভাগ্যলাভ হইবে তাহার আশায়, আর এখানে গভীর নৈরাশ্যময় সে অশ্রু, সে বিলাপ কি মর্মন্তুদ! পৌরাণিক বা কাব্য-বর্ণিত অপর কয়েকটি নারীদুঃখের চিত্রে পাঠকের মন যাহাতে সামান্য কিঞ্চিৎ relief পায়, এখানে তাহারও অভাব—সীতাহরণে ও লঙ্কার অশোকবনে গুণ্ডা রাবণ সীতার কোনও শারীরিক অবমাননা করিতেছে না দেখিয়া আমরা সীতা-বিলাপে ধৈর্যধারণ করিয়া থাকি এবং ইহাও জানি যে সীতার বিষ্ণু-অবতার স্বামী এবং তাঁহার সহায়করা যথাকালে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া রাবণকে শাস্তি দিবেন। পূর্ণগর্ভা সীতার নির্বাসনে আমরা রামচন্দ্রের প্রজারঞ্জক রাজবুদ্ধিকে এবং ভ্রাতৃভক্তিতে ক্লৈব্যঙ্গত লক্ষ্মণকে ধিক্কার করিয়া দুঃখ উপশম করি। রাজসভায় "রজস্বলা একবস্ত্রা" দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ চেষ্টায় মনে মনে দুর্যোধনের মুখে পদাঘাত ও উপস্থিত নির্বাক জ্ঞানী, বীর ও বয়োবৃদ্ধদের কেশাকর্ষণপূর্বক গণ্ডদ্বয়ে চপেটাঘাত দ্বারা আমরা মনের উষ্মার catharsis করি—একথাও আমরা

জানি যে দ্রৌপদীর শ্রীকৃষ্ণসহায় পঞ্চপতি যথাকালে দুর্যোধন, দুঃশাসন ও কীচকের সুব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু এখানে নিঃসহায়া শকুন্তলার দুঃখের কোনও ভবিষ্যৎ প্রতিকারক নাই, সে দুঃখে কোনও relieving বা compensating feature বা silver lining নাই; পাগল দুর্বাসার কথা মনেই পড়ে না; শাপনষ্টস্মৃতি রাজার আচরণ সম্পূর্ণ ধর্মসম্মত ও honourable; ধর্মবৃষদ্বয় ঘৃণার ও জরদ্গবী গৌতমী কৃপার ভাজন। চক্ষুর সম্মুখে একমাত্র ভাসে সরলা প্রেমময়ী বিশ্বাসপরায়ণা, প্রথমান্তঃসত্ত্বা শকুন্তলার সহসা নিদারুণ ও অপ্রত্যাশিত আশাভঙ্গ, তদুপরি অবিশ্বাস, অপমান, মিথ্যা কুৎসারোপ, বিদ্রূপ, প্রতিহিংসাময় অভদ্র তিরস্কার-ভৎর্সনা, সাশ্রু ভাগ্যনিন্দা ও বিলাপ, নির্লজ্জ সঙ্গীদের দ্বারা পরিত্যাগ এবং মর্মদাহী অসহায় বাহু-উৎক্ষেপণপূর্বক ক্রন্দন। হায় হায়, নিরপরাধার কি দুঃখ! সংস্কৃত নাটকের উদ্দেশ্য আনন্দ দান। ৪ অঙ্কে আশ্রম হইতে শকুন্তলার বিদায়দৃশ্য করুণ হইলেও আনন্দ-মিশ্রিত, তাই উহার এত খ্যাতি। কিন্তু এই অঙ্কটির হৃদয়বিদারক অবিমিশ্র দুঃখময়তাবশতঃ ইহার উল্লেখ কেহই করেন না। এরূপ lively এবং poignant scene সংস্কৃত সাহিত্যে অন্যত্র দুর্লভ।

৬ অঙ্ক

১. ইহাও বিষ্কম্ভকের মতো অতীত ও ভবিষ্যৎ ঘটনার সংযোগকারক এবং অপ্রধান পাত্রগণ দ্বারা অভিনেতব্য কিন্তু ইহা ১ অঙ্কের প্রারম্ভে স্থাপিত হইতে পারে না। ১৩৬ পৃ, টি ১! এই প্রবেশকে সকল পাত্রই প্রাকৃতভাষী, এমনকি রাজার শ্যালক নগররক্ষকও; ইনি Chief of the City Police রূপে প্রায়ই সংস্কৃতনাটকে চিত্রিত হন। ৫ অঙ্কের মর্মন্তুদ ঘটনার পর এই প্রবেশক comic interlude এর মত হইয়া de-tension-কারক। শকুন্তলাপ্রত্যাখ্যানের কতদিন পরে এই অঙ্কে বর্ণিত ঘটনাবলীর কাল, তাহা বলা যায় না তবে ক্রমে কিছু ধারণা হইবে।

২. একজন রক্ষীর নাম—যে অপরের দুষ্টতা ধরাইয়া দেয়; এই অর্থে কৌটিল্যও শব্দটি প্রয়োগ করিয়াছেন। অপর রক্ষীর নাম জানুক—যে দুষ্টদের এবং তাহাদের ক্রিয়াকলাপ জানে।

৩. মূল প্রাকৃতের সংস্কৃত "সহজং কিল যদ্ বিনিন্দিতং, ন খলু তৎ কর্ম বিবর্জনীয়ম্"। তুলনীয় গীতা, "শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ…স্বভাবনিয়তং কর্ম… নাপ্নোতি কিল্বিষম্। সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ" (১৮. ৪৭-৪৮)। সনাতনপন্থীরা গতানুগতিককে চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় দেখাইবার জন্য যে আধিক্য করেন, তাহাতে আমাদের দেশের নৈতিক বিষয়ক উন্নতির বাধা হইয়াছে।

৪. বৌধায়ন-গৃহ্যসূত্রের "শূলগব-প্রকরণ"এ বর্ণিত গোমাংসভোজী "আর্য ঋষিদের" যজ্ঞীয় পশুবধের রীতি ছিল কোপ দিয়া গলা কাটিয়া নয়, গলা টিপিয়া ধরিয়া মুখ চাপিয়া, নাক ও কানে তুলা দিয়া নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া, মাথায় আঘাত দিয়া, মলদ্বারে শূল প্রবেশ করাইয়া প্রাণনাশ করা। এ সম্পর্কে স্মরণীয় মৎস্যভোজীরা জীবন্তমাছকে কতকষ্ট দিয়া ধরিয়া ও কাটিয়া আনন্দ পান এবং তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখবোধ করেন না। ৫. ১৯ পৃ।

৬. সকালে মাছ ধরিয়া কাটাকুটি করিয়া আংটি লইয়া লোককে দেখাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে সম্ভবতঃ বেলা এগারোটা আন্দাজ হইয়া থাকিবে। রাজা তখনও রাজসভায় বিচারাসনে উপবিষ্ট ছিলেন।

৭. লোককে উৎপীড়নে সদা উৎসুক typical Indian Police। সেকালে প্রথা ছিল কাহারও মৃত্যুদণ্ড হইলে তাহার গলায় লালফুলের মালা পরাইয়া নগরের মধ্য দিয়া বধভূমিতে লইয়া যাওয়া হইত।

৮. শূলে দণ্ডিতের মৃত্যুর পূর্বেই শকুনরা আসিয়া খাইতে আরম্ভ করিত। অন্য এক প্রকার শাস্তিপ্রথায় দণ্ডিতকে কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুতিয়া কুকুর লাগাই দেওয়া হইত (মুসলিমযুগের ডালকুত্তা দ্বারা খাওয়ান)।

৯. সারা সকালটা মাছ ধরাবেচা হয় নাই, এখন আংটিও হাতছাড়া হইয়া গেল; লোকটি কিছু পারিতোষিক-প্রার্থী। ১০. ইহা উচ্চসম্মানচিহ্ন।

১১. ইহা শ্যালককে সম্বোধন করিয়া উক্ত। লোকটি অবশ্যই বুঝিয়াছিল অস্মদ্দেশীয় চিরাভ্যস্ত প্রথানুসারে এখনই তাহাকে লাভের ভাগ দিতে বলা হইবে, তাই সে নিজেই প্রস্তাবটি করিল। প্রণামী—মূলের সংস্কৃতে 'সুমনো-মূল্যং', ফুলের দাম = সামান্য পুষ্পোপহার। ১২. অবশ্যই!

১৩. ইহাতে বুঝা যায় সেযুগে মদ্যপান কত সাধারণ অভ্যাস ছিল। কৌটিল্যে এ বিষয়ে বিস্তৃত ব্যবস্থা এবং বহু কামরাযুক্ত, শয্যা ও আসনাদি সমন্বিত, গন্ধদ্রব্য মাল্য ও ভোজ্যাদি শোভিত পানাগারের উল্লেখ আছে।

১৪. বাংলাদেশের পুঁথিতে এই অপ্সরার নাম মিশ্রকেশী। সানুমতী নিজেকে অদৃশ্য রাখার যে শক্তির কথা বলিয়াছেন তাহাকে সংস্কৃতে তিরস্করিণী বলা হয় অর্থাৎ যাহার দ্বারা কিছুকে দূরীভূত বা আবৃত রাখা হয়, ইহা যবনিকারও একটি নাম (১৬ পৃ)। স্বর্গবাসীদের এই শক্তি থাকে। ১০৩ পৃ রাজা মাতলিকে এই শক্তিতে গর্বিত বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন।

১৫. ইহার অর্থ কোকিল। অপরা চেটীর নামের অর্থ মৌমাছি, উভয়ই বসন্তসহচর।

১৬. ১৪৪ পৃ, টি ১১। মধুকরিকার স্বামী বা প্রণয়ী কেহ ছিল কিনা জানা নাই, কিন্তু নিভৃতে তাহার এই মদন আরাধনা বেশ অর্থময়!

১৭. ১৩৮ পৃ, টি ৭। ১৮. অলঙ্কারাদি বিরহিত।

১৯. পুরুষদের দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে বলয় ধারণের রীতি কিন্তু বিরহদুঃখে রাজার কৃশতা বশতঃ তাহা এত ঢিলা হইয়া গিয়াছে (৫৬ পৃ) যে সম্পূর্ণ খসিয়া পড়ে; দুঃখের অন্যমনস্কতায় রাজা ভুল করিয়া তাহা বাম প্রকোষ্ঠে পরিয়াছেন। মনোদুঃখহেতু বিভ্রান্ত রাজার আরও অনেক বিষয়ে ভুলের কথা এই অঙ্কে বর্ণিত।

২০. কোথাও গুপ্তশত্রু প্রভৃতি কেহ আছে কিনা জানার জন্য। এ বিষয়ে কত বিপদের সম্ভাবনা থাকিত এবং সেজন্য রাজার বহু সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন-বিষয়ে কৌটিল্য বর্ণনা করিয়াছেন।

২১. অতএব বুঝা যায় এখনকার ঘটনাগুলি পূর্বাহ্ণে ঘটে। রাজার শয্যাত্যাগে বিলম্বের কারণ রাত্রে অনিদ্রা। "পিশুন"—প্রকাশক, জ্ঞাপক। কৌটিল্যে এই নামে একজন রাজনীতি-বিশারদ আচার্যের উল্লেখ আছে।

২২. কঞ্চুকীর নাম, অর্থ "যাহার দ্বারা (অন্তঃপুরে) বায়ু, আলোক প্রভৃতি (সকলই) প্রবেশ করে।"

২৩. ইহা অন্তঃপুরসন্নিহিত উপবন। ইহারই অনুকরণে মাইকেলের পদ্মাবতী নাটকের ২ অঙ্ক, ১ গর্ভাঙ্কের স্থান "মাহেশ্বরীপুরী—রাজশুদ্ধান্ত-সংক্রান্ত উদ্যান" (রাজার অন্তঃপুরকে শুদ্ধান্তও বলা হইত); ৩ অঙ্ক, ১ গর্ভাঙ্কের স্থান "রাজনিকেতন-সন্নিধানে মদনোদ্যান"; এবং শর্মিষ্ঠানাটকের ৩ অঙ্ক, ৩ গর্ভাঙ্কের স্থান "প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজ-অন্তঃপুরসংক্রান্ত উদ্যান।"

২৪. তুলনীয় "ছিদ্রেষ্বনর্থা বহুলীভবন্তি।"

২৫. ইহাতে বুঝা যায় আংটি পুনঃপ্রাপ্তির (সময় অজ্ঞাত, উপরে টি ১)

ঠিক পরেরই বসন্তকাল এখন। কিন্তু শকুন্তলা-প্রত্যাখ্যানের কতদিন পরে আংটি পুনঃপ্রাপ্তিতে রাজা দুর্বাসাশাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন অর্থাৎ কতদিন তিনি শাপগ্রস্ত হইয়া, না শকুন্তলাবিবাহ স্মরণ, না প্রত্যাখ্যান জনিত অনুতাপে কাটাইয়াছিলেন তাহা বুঝা যায় না।

২৬. ১৫১ পৃ, টি ৮। ২৭. ৫২ পৃ। ২৮. ১৩৬ পৃ, টি ৩০।

২৯. তুলনীয় মাইকেল—

অভ্রভেদী চূড়া যদি যায় গুঁড়া হয়ে বজ্রাঘাতে, কভু নহে ভূধর অধীর সে পীড়নে।

—মেঘনাদবধ, ১ সর্গ।

৩০. শকুন্তলাপ্রত্যাখ্যানজনিত রাজার সকল খেদাক্ষেপোক্তির মধ্যে এইটিই সর্বাপেক্ষা মর্মভেদী। ৮৪ পৃ এই ঘটনা বর্ণনাকালে অসহায়া, অতি বিপন্না শকুন্তলার ভয়ে কম্পমানা হওয়ার কথা বলা হইলেও সকলকে যিনি রক্ষা করেন এবং যাঁহাকে পতিতগতপ্রাণা মনে মনে স্বামী বলিয়া জানিতেন, সহায় প্রার্থনায় সেই রাজার দিকে তাঁহার instinctive দৃষ্টিপাতের কথা না বলিয়া এখানে বলায় ইহা অনেক বেশি effective এবং poignant হইয়াছে। অগ্নিশালার সেই পীড়াদায়ক ঘটনাবলীতে নিতান্ত বিব্রত বোধ করিলেও তাঁহার প্রতি শকুন্তলার এই কাতর দৃষ্টিপাত রাজার observant চক্ষু এড়ায় নাই। তখন তাহা রাজার মনকে স্পর্শ করিলেও তিনি তাহাতে অভিভূত না হওয়ায় উহার কথা তখন বলিলে তাহা তত effective হইত না, আমরাও তখন তাহার poignancy সম্পূর্ণ অনুভব করিতাম না। প্রসঙ্গতঃ ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, রাজার এই উক্তিতে বুঝা যায় এমনকি তখনকার বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতেও ধর্মপাষণ্ডের উচ্চ শৃঙ্গধ্বনি-চীৎকার তাঁহার কাছে অশোভন মনে হইয়াছিল। কিন্তু রাজার প্রতি শকুন্তলার সে অসহায় দৃষ্টি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নাই। তাহারই ফলে শকুন্তলার নিঃসহায়াবস্থায় বিচলিত হইয়া রাজা পুরোহিতকে হঠাৎ ব্যবস্থাপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

৩১. সানুমতীর কর্তব্য ছিল শকুন্তলার জন্য রাজা কত দুঃখ করিতেছেন তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া শকুন্তলাকে বলা; রাজার দুঃখ যত বেশি হইবে, শকুন্তলাকে তাহা জানাইয়া তিনি তত তৃপ্তি পাইবেন।

৩২. ইহা অত্যন্ত অনুতাপক্লিষ্ট রাজার মনকে একটু divert করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত।

৩৩. ৩৮ পৃ। শকুন্তলাকে অপ্সরা ঘাট হইতে কে বা কাহারা তুলিয়া লইয়া গিয়াছিল, ইহাতে আমাদের পক্ষে সে সম্বন্ধে একটু অনুমান করা সম্ভবপর হয়। পরে এবিষয় আরও স্পষ্ট হইবে। সানুমতীর মন্তব্যে বুঝা যায় রাজার ধারণা খুব ভুল ছিল না, সেইজন্যই সানুমতীর আশ্চর্য বোধ হইতেছে যে, জাগ্রত অবস্থায় যিনি এত সুবিবেচনার পরিচয় দিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে মোহগ্রস্ত হইয়া সবকথা ভুলিয়া যাওয়া কিপ্রকারে সম্ভব হয়। সেযুগে পুরুষরা বন্ধু-সম্পর্কীয় পুরুষের কাছে নিজপত্নীকে বন্ধুর সখী বলিয়া উল্লেখ করিত। ৩৪. ১৩৪ পৃ, টি ১৭।

৩৫. পাঠক অবশ্যই ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, অল্পে অল্পে আগামী বিষয়ের অর্থাৎ শকুন্তলার সঙ্গে রাজার পুনর্মিলনের আভাস দান দ্বারা পাঠকের মনকে সেই ঘটনার জন্য প্রস্তুত রাখা হইতেছে এবং ইহাতে de-tensionও হইতেছে।

৩৬. আংটিতে লিখিত রাজার নামে (যে বানানই ধরা যাক, ১২০ পৃ, টি ১৩) তিনটি মাত্র 'অক্ষর' (syllable) ছিল, অর্থাৎ দু (বা দুঃ)—ষ্য (বা ষ বা ষ্ম)—স্ত। বড়জোর একদিন করিয়া লাগিবে (১) আশ্রম হইতে রথে রাজার রাজধানী পৌঁছিতে, (২) নূতন রানীকে রাজপ্রাসাদে আনিবার ব্যবস্থা-আয়োজনাদি করিতে, এবং (৩) শকুন্তলাকে লইয়া যাইবার জন্য রাজধানী হইতে রথ আশ্রমে পৌঁছিতে (১৩৫ পৃ, টি ২৭ এবং ১৪৩ পৃ, টি ৬)।

৩৭. এসকল বিষয় যতটা সম্ভব শকুন্তলার কাছেই সানুমতীর শুনিয়া থাকিবার কথা কিন্তু হয়তো শোকমগ্না শকুন্তলা এসব বিষয়ে কিছু বলেন নাই, সানুমতীও বেদনাস্মারক কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই।

৩৮. রাজার অবস্থায় প্রেমস্বীকারে লজ্জাত্যাগ, মোহ, প্রলাপ ও উন্মাদ প্রভৃতি বিরহের বিবিধ দশা সূচিত হইয়াছে। অচেতনকে সচেতনবৎ জ্ঞান করা প্রেমোন্মাদের একটি লক্ষণ, যেমন মেঘদূতে আছে "কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু"; বিরহী যক্ষ অচেতন মেঘকে নিজ বার্তাবহনের ভার দিয়াছিল। ভাগবতেও বর্ণিত আছে কৃষ্ণবিরহিণী গোপীরা গাছপালাকে কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ভাসের স্বপ্নবাসবদত্তা, ৬ অঙ্কে উদয়নও তাঁহার প্রেয়সীর ঘোষবতী নামক বীণাকে প্রেয়সীর ক্রোড়ভ্রষ্ট হইয়া হারাইয়া যাওয়ার জন্য ভর্ৎসনা করিয়াছেন। বিদূষক matter

of fact লোক, তাঁহার এসব sentimental ব্যাপার ভাল না লাগায় তিনি ক্রমে বিরক্ত হইয়া উঠিতেছেন।

৩৯. যেন রাজার প্রার্থনাপূরণেই হঠাৎ তাহার আবির্ভাব। প্রেয়সীর চিত্রাঙ্কণদ্বারা বিরহীদের শোক উপশম হয়, ইহা সংস্কৃতকাব্যে প্রসিদ্ধ।

৪০. প্রাকৃতের সংস্কৃত "মধুরাবস্থানদর্শনীয়ো ভাবানুপ্রবেশঃ"। টীকাকারদের কৃত অর্থ বিবিধ। বিদূষকের উক্তিতে বুঝা যায় তিনি আদিরসাত্মক দৃষ্টিতে এই কথা বলিয়াছিলেন।

৪১. চতুরিকা এতক্ষণ উহা নিজহাতে ধরিয়া ছিল।

৪২. ১৫২ পৃ, টি ১২। "পাদাঃ প্রত্যন্তপর্বতাঃ", রাঘবভট্ট ;=foot-hills.

৪৩. "অত্র কণ্ডূয়নং শৃঙ্গারানুভাবসূচকং ধর্ষণমাত্রম্"—রাঘব ; ইনি এই শ্লোকে হংসমিথুন, হিমালয়পাদে উপবিষ্ট হরিণ, সকলই কামোদ্দীপনাত্মক বুঝিয়াছেন। ৪৪. ১৩২ পৃ, টি ২।

৪৫. সেই ছবিতে আঁকা। সুতরাং তাহার উড়িয়া অন্যত্র যাওয়া অসম্ভব। অতিকঠিন শাস্তিদান শাস্ত্রনিষিদ্ধ, কারণ তাহাতে লোকে রাজাকে ভয়, ঘৃণা ও হিংসাদৃষ্টিতে দেখে।

৪৬. প্রাকৃতের সংস্কৃত "পূর্বাপরবিরোধ্যপূর্ব এষ বিরহমার্গঃ"। আমরা রাঘবভট্টের ব্যাখ্যামত অর্থ করিলাম—তিনি বলিয়াছেন "প্রথমে চিত্রকে চিত্ররূপেই জ্ঞান, পুনরায় উন্মাদাবস্থায় তাহাকে সত্য বলিয়া জ্ঞান, আবার পরে চিত্র বলিয়া জ্ঞান, ইহাই পূর্বাপর-বিরোধ"। উন্মাদাবস্থায় বিরহীদের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক, সানুমতীর কাছে তাহা বিস্ময়কর মনে হইতেছে, কারণ তিনি এই অবস্থার সঙ্গে অপরিচিত ছিলেন।

৪৭. বিরহীরা স্বপ্নে প্রিয়মিলনাকাঙ্ক্ষা করে, ইহ সংস্কৃত কাব্যে প্রসিদ্ধ। চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হওয়ায় চিত্রেও প্রেয়সীকে দর্শনের তৃপ্তি না হওয়া মেঘদূতেও বর্ণিত আছে।

৪৮. খুব সত্য কথা। পাঠক নিজের অনুভূতির প্রতি দৃষ্টি করিলেই স্বীকার করিবেন যে, রাজার সমুদায় অনুতাপ-পরিতাপ-বিলাপে আমরা তাঁহার দুঃখে সামান্যই দুঃখবোধ করি ; তাঁহার দুঃখে আমাদের মনে যে ক্রিয়া হয় তাহা এই ভাবিয়া যে, সে দুঃখ দ্বারা আমাদের চিত্তে শকুন্তলার দুঃখাবমাননা জনিত গ্লানি যেন হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। ৪৯. ১৫১ পৃ, টি ৫।

৫০. প্রমোদ উদ্যানে শকুন্তলা সম্বন্ধীয় কিছু একটা ব্যাপার চলিতেছে

বুঝিতে পারিয়া ঈর্ষাতুরা মহিষী সেখানে আসিতেছিলেন। বিদূষক, পরিচারিকা প্রভৃতি সকল সম্পৃক্তজনদের তাঁহার কোপভাজন হইয়া নিগ্রহের সম্ভাবনা ছিল। মালবিকাগ্নিমিত্রে বড়রানী ধারিণী ও ছোটরানী ইরাবতীর পরস্পর-ঈর্ষা বর্ণিত আছে। বিক্রমোর্বশীতে রাজার দৃষ্টি এক বিদ্যাধরীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় উর্বশী ঈর্ষারুষ্ট হইয়াছিলেন। মালবিকাগ্নিমিত্রে মালবিকার প্রতি রাজা অগ্নিমিত্রের প্রণয়হেতু ছোটরানী ইরাবতী দারুণ ঈর্ষায় বিদূষককে কটূক্তি, রাজাকে বিদ্রূপ এবং কটিস্খলিত রশনা (চন্দ্রহার) দ্বারা রাজাকে আঘাতের উদ্যোগ করিয়াছিলেন।

৫১. রাজার হাতে শকুন্তলার ছবি দেখিলে মহিষী হয়তো রাজাকে লাঞ্ছনা করিবেন, এই ভয়ে। রাজা বলিয়াছিলেন "ভবান্ ইমাং প্রতিকৃতিং রক্ষতু"; বিদূষক নিজের সম্বন্ধে "রক্ষতু" শব্দটি "রক্ষা কর, বাঁচাও" অর্থে প্রয়োগ করিলেন।

৫২. প্রতিচ্ছন্দ = প্রতিরূপ। বোধহয় প্রাসাদটি খুব উঁচু ছিল বলিয়া এই নাম হইয়াছিল। বিদূষক রানীর হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সেখানে পলাইয়া লুকাইয়া রহিলেন।

৫৩. রাজা পূর্বপ্রণয়িনীর প্রতি তাচ্ছিল্য দেখাইলেন না, ইহাতে তাঁহার যে সৌজন্য ও বিবেচনা সূচিত হয় তাহার প্রশংসা করা হইল।

৫৪. ইহাতে মহিষীর সুখ্যাতি করা হইল। নারীগণের ঈর্ষারোষ সংস্কৃত কবিদের প্রিয় বর্ণনাবিষয়, পুরুষদেরও উপভোগ্য। এখানে সংক্ষেপে উহার অবতারণা ও নিষ্পত্তি করিয়া কবি সুন্দর মাত্রাজ্ঞানের এবং নাটকশৈলী-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, নতুবা যে রসস্রোত চলিতেছে তাহাতে বাধা হইত।

৫৫. রাজস্ব, কর, উপঢৌকন প্রভৃতিরূপে রাজভাণ্ডারে প্রাপ্ত। এই হিসাবগুলি বিশেষ সাবধানে রাখা সম্বন্ধে কৌটিল্য-অর্থশাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে। এই কাজে মন্ত্রীর অতিব্যস্ততা দ্বারা রাজকোষের প্রাচুর্য দেখান হইয়াছে।

৫৬. ২০ পৃ। প্রাচীন প্রথায় উত্তরাধিকারীহীন মৃতের সম্পত্তি রাজার প্রাপ্য ছিল। বাংলাদেশ ছাড়া উত্তরভারতের প্রায় সর্বত্র প্রচলিত মিতাক্ষরা বিধি অনুসারে গর্ভস্থ পুত্র পিতৃধনে অধিকারী হয়। বাংলাদেশের দায়ভাগ বিধিতে পুত্রের জন্মের পর সেই অধিকার জন্মে কিন্তু পিতা পুত্রকে ত্যাজ্য করিয়া তাঁহার ধনের উত্তরাধিকার হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিতও করিতে পারিতেন; মিতাক্ষরায় পিতার সে অধিকার নাই। গর্ভসঞ্চারের ৩য়-৪র্থ

মাসে পুংসবন কর্ম করা হয়, ইহার উদ্দেশ্য ছিল পুত্রসন্তানের জন্ম। মৃতবণিকের সম্পত্তির কোনও উত্তরাধিকারী মিলে কিনা খোঁজ করিতে বলায় রাজার নির্লোভতা দেখান হইয়াছে। হয়তো এই ঘটনায় কালিদাসের সমসাময়িক যুগের কোনও নিঃসন্তান ধনী ব্যবসায়ীর মৃত্যুস্মৃতি থাকিতে পারে। মৃত ব্যক্তির কোনও পত্নী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন কিনা তাহা অমাত্যেরই খোঁজ করার কথা, রাজার নয়। সে খোঁজ না করিয়া সম্পত্তি রাজার প্রাপ্য, বলায় পরধন হস্তগত করার বাসনা বুঝা যায়। ৫৭. ১৪২ পৃ, টি ২৭।

৫৮. শকুন্তলাজনিত তথা নিজের সন্তানহীনতা, এই দুই কারণেই কাতর রাজার মন এইভাবে উদারতা প্রকাশ করিল। কৌটিল্য বলিয়াছেন অনাথ, বৃদ্ধ, আতুর, নাবালক প্রভৃতির অভিভাবক না থাকিলে তাহারা রাজার প্রতিপালনীয়। ৫৯. কৃষিকার্যের পক্ষে।

৬০. সন্তানকে নিজের আত্মা বলিয়াই মনে করা হইত, "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ"।

৬১. ইহাতে শকুন্তলার পুত্রপ্রসবের ইঙ্গিত হইয়াছে, অতএব এই অঙ্কের ঘটনা শকুন্তলা-প্রত্যাখ্যানের অন্ততঃ মাস পাঁচেক পরের কথা। ঠিক কত পরের, তাহা ক্রমে আরও স্পষ্ট হইবে।

৬২. বিরহের দশ দশার নবম দশা মূর্চ্ছা। এখানে তাহার সঙ্গে সন্তানহীনতা জনিত দুঃখও রহিয়াছে—ইহাতে কিছু আধিক্য করা হইয়াছে মনে হয়, কারণ সন্তানাশা নাশ হইবার বয়স যুবক রাজার হয় নাই। ইহাতে স্কন্দগুপ্তের illegitimate জন্ম justify করিবার অভিপ্রায় আছে কি?

৬৩. দীপদূরে থাকার কথায় ইঙ্গিত হইল যে শকুন্তলার পুত্র রাজার নিকট হইতে অনেক দূরে রহিয়াছে। ইহাতে এবং পতিপত্নীর শীঘ্র মিলনের সম্ভাবনায় পরের অঙ্কের কাহিনীর সূচনা দেওয়া হইয়াছে। মহেন্দ্র-জননী—মারীচপত্নী এবং দেবমাতা অদিতি; ইঁহার শকুন্তলাকে সান্ত্বনা দেওয়ার উল্লেখে সূচিত হইল শকুন্তলা অদিতির সান্নিধ্যে আছেন (যাহা পরের অঙ্কে বর্ণিত)। উৎসবাদিতে অনুষ্ঠিত যজ্ঞে প্রদত্ত আহুতিভোগের লোভে দেবতারাই দুষ্যন্ত-শকুন্তলার পুনর্মিলনোৎসব ঘটাইবেন। এইসকল উক্তি de-tension প্রক্রিয়াও বটে। পুরুষের প্রেয়সীবিরহদুঃখে পুরুষ অপেক্ষা নারীচিত্তে এবং নারীর প্রণয়ীবিরহদুঃখে নারী অপেক্ষা পুরুষচিত্তে অধিক সমবেদনার উদ্রেক

হয়, যেমন মেঘদূতে বিরহীযক্ষের দুঃখে রামগিরির পুরুষ দেবতারা নয়, বনদেবীরা অশ্রুত্যাগ করিতেন এবং বিরহিণী যক্ষপত্নীর দুঃখে মেঘও (পুরুষ) অশ্রুপাত করিবেন, বলা হইয়াছে। এখানে কিন্তু লক্ষ্যের বিষয়, সানুমতী নারী হইয়াও রাজার দুঃখে তেমন বিশেষ অভিভূত হন নাই। তিনি যাহা দেখিলেন, তাঁহার কাছে তাহার মূল্য এই মাত্র যে তাহাতে শকুন্তলা সান্ত্বনা পাইবেন। পাঠক নিজের মন বিচার করিলে দেখিবেন একথা সকলের পক্ষে psychologically কত সত্য—রাজার অসীম দুঃখে আমাদের মনে যে প্রতিক্রিয়া হয় তাহা ঠিক সেই কারণেই; রাজার দুঃখের কথা অল্পই আমাদের মনে হয়; যেন ইহাতে শকুন্তলার গ্লানি হ্রাস হইতেছে, তাঁহার লাঞ্ছনা স্খালন হইতেছে, এই চিন্তা করিয়া আমাদেরও তজ্জনিত দুঃখ উপশমের de-tension হয়।

৬৪. ইহা আত্মগ্লানিজাত দুঃখোক্তি। ৬৫. ১৩২ পৃ, টি ৪।

৬৬. এই কণ্ঠস্বরটি সংস্কৃতভাষী। ৬৭. ইন্দ্রের সারথি। সংস্কৃতভাষী।

৬৮. ইন্দ্রের সঙ্গে কুমারগুপ্তের সমতা সম্বন্ধে ২৬ পৃ। রাজার এই সকল অতিপ্রশংসা সম্পর্কে ১২১ পৃ, টি ৩-৪ স্মরণীয়।

৬৯. রাজাকে দেবকার্যে নিয়োগ সত্বর হইবে বলিয়া বিদূষককে উৎপীড়ন করা হইয়াছিল, ইহা জানিয়া রাজার প্রতি loyal বিদূষক নিজদুঃখ ভুলিয়া গেলেন। অমাত্যের উপর রাজার নির্ভরতায় রাজকর্মচারীরা তুষ্ট হইয়াছিলেন নিশ্চয়। মনশ্চিকিৎসরাও বিষাদ-অবসাদ-মোহ-দুঃখাদি কারণে পীড়িতদের এই রীতিতে চিকিৎসা করেন। তুলনীয় মাইকেল—

> কাকোদর সদা নম্রশিরঃ, কিন্তু যদি প্রহারয়ে কেহ, উর্দ্ধফণা ফণী দংশে প্রহারকে ;
>
> —মেঘনাদবধকাব্য, ১ সর্গ।

৭০. আধুনিক দৃষ্টিতে এই অঙ্কের বিষয় অযথা দীর্ঘ মনে হয়; অনেক সংক্ষেপে এই সকল হয়তো বলা চলিত। কিন্তু সেযুগের রুচিতে ইহা নিশ্চয়ই উপভোগ্য ছিল, নতুবা কালিদাসের মতো মাত্রাজ্ঞ ইহাতে এতটা সময় ক্ষেপণ করিতেন না।

৭ অঙ্ক

১. ইন্দ্রের পুত্র।

২. দানবরাজ হিরণ্যকশিপু দেবতাদের স্বর্গভ্রষ্ট করায় তাঁহাদের প্রার্থনায় বিষ্ণু ৪র্থ অবতাররূপে নৃসিংহমূর্তি ধারণ করিয়া নখে হিরণ্যকশিপুকে ছিন্নভিন্ন করিয়া বধ করেন।

৩. মূলে "পূর্বেদ্যুঃ" = আগের দিন। অতএব রাজা মাত্র একদিন স্বর্গে অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকিয়া ফিরিতেছিলেন। ইন্দ্ররথে স্বর্গারোহণ-অবতরণ অবশ্য খুবই অল্প সময়ের মধ্যেই হয়।

৪. পুরাণমতে একই গঙ্গা স্বর্গে মন্দাকিনী, মর্ত্যে ভাগীরথী এবং পাতালে ভোগবতী নামে প্রবাহিতা।

৫. দৈত্যরাজ বলিকে দমনে বিষ্ণু ৫ম অবতার বামন রূপে একপাদে সমগ্রপৃথিবী, দ্বিতীয়পাদে সমগ্র অন্তরীক্ষ আবৃত করিয়া নাভিবহির্গত তৃতীয়পাদ বলির মস্তকে স্থাপন করিয়া পাতালে পাঠাইয়াছিলেন।

৬. পৌরাণিক মতে পৃথিবীর ক্রমোচ্চে সাত প্রকার বায়ু প্রবাহিত, যথা আবহ, প্রবহ, সংবহ, উদ্বহ, বিবহ, পরিবহ ও পরাবহ। কোন কোনও পুঁথিতে এখানে "পরিবহ" স্থলে "প্রবহ" আছে। অত্যুচ্চ পরিবহ আকাশগঙ্গা এবং গ্রহাদির সঞ্চরণক্ষেত্র কিন্তু আবহ পৃথিবীর ঠিক উপরেই (ইহাতেই মেঘসঞ্চরণ হয়) এবং তাহার উপরই প্রবহ। মেঘরাজ্যের উল্লেখে মনে হয় রথ প্রবহে ছিল কিন্তু তাহাতে আকাশগঙ্গাদির কথা উঠিতে পারে না। অতএব মনে হয় রথ পরিবহ হইতে অতিক্রান্ত আবহে নামিয়াছিল।

৭. পুরাণমতে পৃথিবী ক্রমোত্তরে নয়টি 'বর্ষে' বিভক্ত—ভারত, কিম্পুরুষ (বা কিন্নর), ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, হরি, ইলাবৃত, রম্যক, হিরণ্ময় এবং কুরু; প্রতি দুই বর্ষের মধ্যে বর্ষ-বিভাগকারী এক একটি বর্ষ-পর্বত। ভারত ও কিম্পুরুষ বর্ষের বিভাজক হিমালয় এবং কিম্পুরুষ ও ভদ্রাশ্বের বিভাজক হেমকূট পর্বত।

৮. ইনি মরীচির পুত্র মারীচ বা কশ্যপ। ১২৩ পৃ, টি ১৭। ইনি দক্ষের তেরোটি কন্যাকে বিবাহ করিয়া দেব-মানব-অসুর, সকলজীবের জন্মদাতা বলিয়া প্রজাপতিনামে আখ্যাত, যদিও মহাভারতাদিতে উক্ত প্রজাপতি-

বৃন্দের মধ্যে একজন নহেন। অদিতি ইঁহার প্রধানা পত্নী, ১৬৭ পৃ, টি ৬৩।

৯. ২৬ পৃ, কুমারগুপ্তের ইন্দ্রোপমত্ব স্মরণীয়।

১০. এই চিত্রটিতে মহীশূরের শ্রবণ-বেলগোলের জৈন গোমট্টেশ্বরের বৃহৎ মুর্তিটির কথা মনে পড়ে। ১১. ১৩৭ পৃ, টি ২।

১২. একজন প্রাচীন বৈদিকঋষির নাম। কল্পনা করা হইয়াছে তিনি এখন মারীচাশ্রমবাসী। দক্ষকন্যা অদিতির নাম দাক্ষায়ণী। ১৩. ১২৩ পৃ, টি ১৪। ১৪. প্রথমা তপস্বিনীর নাম। বালকটি প্রাকৃতভাষী। ১৫. সিংহশাবকেরই।

১৬. রাজার সম্মুখের বালকটি কিন্তু এই বর্ণনার এক বৎসর আন্দাজের শিশু অপেক্ষা অনেক বড় ছিল।

১৭. রাজা মনে করিয়াছিলেন তাঁহারই কোনও পূর্বপুরুষ হয়তো পরিণত বয়সে সংসার ছাড়িয়া মারীচের আশ্রমে বাস করিতেছেন এবং বালকটি তাঁহারই বংশজাত। ১৩০ পৃ, টি ৪৯ (৪) তুলনীয়।

১৮. অর্থাৎ "পাখীর রূপ" ; কথাটির প্রথম চারটি অক্ষরে "শকুন্তলা" হয়।

১৯. স্বামীপুত্রকল্যাণ ও পুনঃস্বামীমিলন কামনায়।

২০. বালকটির ক্রিয়াকলাপ কথাবার্তায় বয়স বৎসর পাঁচেক অনুমান হয়। অতএব শকুন্তলাপ্রত্যাখ্যানের প্রায় সাড়ে চার বৎসর পরে এই পুনর্মিলন ঘটে। সানুমতী যেদিন রাজাকে দেখিয়াছিলেন, ইহা তাহার পরের দিনের ঘটনা। সাড়ে চার বৎসরের মধ্যে কতদিন রাজার শকুন্তলাস্মৃতি সম্পূর্ণ নাশ হইয়া এবং কতদিন পুনর্জাগ্রত হইয়া কাটিয়াছিল তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

২১. বিরহিণীরা একবেণীতে কেশধারণ, অলঙ্কার আভরণ প্রসাধনাদি ত্যাগ ও মলিনবস্ত্র পরিধান করিতেন, এরূপ কবিপ্রসিদ্ধি। শকুন্তলা যে স্বামীর আগমন সংবাদ পাইয়াই স্বামী তাঁহার কাছে আসিবেন, সে প্রতীক্ষায় না থাকিয়া নিজেই অগ্রসরা হইয়া আসিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার পতিপ্রেম, নিরভিমানতা ও সরলতা সূচিত হয়।

২২. শকুন্তলা যখন রাজার কাছে আসিয়াছিলেন, রাজা তখন তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই, সুতরাং রাজা যখন শকুন্তলার কাছে আসিলেন তখন শকুন্তলারও, ক্রোধে বা অভিমানে তাঁহাকে চিনিতে না পারা উচিত ছিল কিন্তু বিপরীতে ফল রাজার অনুকূলেই ফলিল।

২৩. ২৭টি নক্ষত্রকে চন্দ্রের পত্নী এবং তাহাদের মধ্যে রোহিণী নক্ষত্রকে চন্দ্রের প্রিয়তমা বলা হয়। রোহিণী বৃষরাশিতে অবস্থিত, এই রাশি চন্দ্রের তুঙ্গক্ষেত্র অর্থাৎ এখানে চন্দ্র সর্বাধিক পরিতোষে থাকেন। চন্দ্রগ্রহণ পূর্ণিমায় ঘটে। বৃষরাশিতে পূর্ণচন্দ্র সৌর অগ্রহায়ণ মাসে হয়। ইহা কালিদাসের সমসাময়িক যুগে ঘটিয়া থাকিতে পারে। বিক্রমোর্বশী, ৩ অঙ্কেও রোহিণীর সঙ্গে চন্দ্রের সংযোগের উল্লেখ আছে। গ্রহণকলুষিত এবং গ্রহণমুক্ত পূর্ণ চন্দ্র—মোহগ্রস্ত এবং মোহমুক্ত রাজা।

২৪. রাজাকে কোনও দোষ না দিয়া শকুন্তলা নিজের দুঃখ নিজের কর্মফলই মনে করিলেন। ইহা উদারতা, ক্ষমাশীলতা, গভীর প্রেম ও সুকুমার চিত্তের পরিচায়ক, যদিও দুর্বাসার শাপ বিষয়ে তখনও তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ; এরূপ অবস্থায় সকলেরই একমাত্র রাজাকেই তাঁহার দুঃখের কারক মনে করা অতি স্বাভাবিক হইত। দৈব-নির্ভরতায় কর্মবিমুখতা জন্মে সত্য, ইহা কর্মশীল যৌবনের ধর্ম অবশ্যই হওয়া উচিত নয়, কিন্তু বোধহয় ইহা মনের শান্তিদায়ক।

২৫. ঋতু বিগত হইলে লতায় পুষ্প জন্মে না, যথাঋতু-সমাগমেই লতায় পুষ্প জন্মে; এখন তাঁহাদের সংযোগে যেন ঋতু (রাজা) ও লতার (শকুন্তলা) সমাগম হইয়াছে। পুষ্প লতারই নিজস্ব, ঋতু তাহার কারকমাত্র।

২৬. সে যুগের রীতিতে মান্যব্যক্তির (মাতলি) সম্মুখে পত্নীকে নাম ধরিয়া সম্বোধন করা নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু মনের উচ্ছ্বাসে রাজা সেকথা ভুলিয়া গিয়াছেন। স্বামীর সঙ্গে দৈহিক সম্বন্ধের কারণে পত্নীরা স্বামীর সঙ্গে গুরুজনের সম্মুখবর্তিনী হইতেন না। শকুন্তলা উত্তরে সেইজন্যই লজ্জাপ্রকাশ করিলেন। সেযুগে স্বামী ও স্ত্রী একত্র থাকিলে পত্নীর সখীগণ ছাড়া অন্য কাহারও সেখানে থাকার রীতি ছিল না।

২৭. ১৩৭ পৃ, টি ৬।

২৮. দ্বাদশ মাস হইতে সূর্যের দ্বাদশ মূর্তি কল্পিত হয়। আবার বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রভৃতি দ্বাদশ দেবতা হইতেও আদিত্যের দ্বাদশ রূপ বলা হয়, কিন্তু এখানে তাহা প্রযোজ্য নয়, কারণ বিষ্ণু ও ইন্দ্রকে এই শ্লোকেই পুনরায় পৃথক উল্লেখ করা হইয়াছে। কশ্যপ ও অদিতি দেবদানব-মানব প্রভৃতি সকল জীবের জন্মদাতা। পঞ্চম অবতারে বামনরূপী বিষ্ণু ইঁহাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। যেহেতু মারীচ ব্রহ্মার পৌত্র (১২৩ পৃ, টি ১৭), সেহেতু ব্রহ্মার সঙ্গে তাঁহার ব্যবধান মাত্র এক পুরুষের। মরীচির পুত্র মারীচ, দক্ষের কন্যা অদিতি (১৬৯ পৃ, টি ৮)।

২৯. ১৬৯ পৃ, টি ৮।

৩০. ১২৩ পৃ, টি ১৭। রাজা যে হাতির উপমাটি দিলেন, তাহার অনুবাদ আমরা রাঘবভট্টের ব্যাখ্যানুযায়ী দিয়াছি, কিন্তু অপরে উহার অন্যরূপ যে ব্যাখ্যা করেন তাহাও সঙ্গত। মূলশ্লোকটি এই—"যথা গজো নেতি সমক্ষরূপে তস্মিন্নপক্রামতি সংশয়ঃ স্যাৎ। পদানি দৃষ্ট্বা তু ভবেৎ প্রতীতিস্ তথাবিধো মে মনসো বিকারঃ॥" অর্থাৎ "হাতি যখন সশরীরে আমার সম্মুখে ছিল তখন মনে হইয়াছিল উহা হাতি নয়; তারপর যখন হাতিটা চলিয়া গেল তখন মনে সংশয় হইল (হয়তো সেটা হাতিই ছিল); তারপর পায়ের দাগ দেখিয়া মনে প্রতীতি জন্মিল যে সেটা সত্যই হাতি ছিল।" রাজা শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যানের পর ৫ অঙ্কের শেষে (৮৬ পৃ) যে উক্তি করিয়াছিলেন তাহাতে বুঝা যায় তাঁহার মন সংশয়ারূঢ় হইয়াছিল। সম্পূর্ণ দোষ নিজের উপর লইয়া এবং তাহা অকপটে স্বীকার করিয়া রাজা নিজ চরিত্রমাহাত্ম্যের পরিচয় দিয়াছেন। তিনিও দুর্বাসাশাপের কথা কিছুই জানিতেন না।

৩১. অতএব অবশেষে স্পষ্ট হইল কে শকুন্তলাকে আকাশে উঠাইয়া লইয়া আসিয়াছিল। ভাসের অবিমারক নাটকে চণ্ডভার্গবের শাপে অবিমারক এক বৎসর দুঃখদুর্গতি ভোগ করিয়াছিলেন।

৩২. ৬৪ পৃ। ৩৩. ৭৩ পৃ। ৩৪. ২৬ পৃ স্কন্দগুপ্ত সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য।

৩৫. সুতরাং শকুন্তলামাতাকে বিশেষ করিয়া জানাইবার আর প্রয়োজন নাই। যেমন রানী হংসপদিকাকে (৭৫ পৃ) এবং মহিষী বসুমতীকে (৯১ পৃ) কবি উল্লেখমাত্র করিয়াছিলেন, স্টেজে আনেন নাই, তেমনি এই রূপযৌবনখ্যাতা পরমাসুন্দরীকেও কবি উল্লেখমাত্রেই ত্যাগ করিয়া আমাদের মনে শকুন্তলার প্রভা ম্লান হইতে দিলেন না। এই আশ্রমের মতো স্থানে এই বহুপুরুষ-মোহিনীকে ঋষিসেবায় নিরত না দেখাইলে বড়ই বিসদৃশ হইত।

৩৬. ভাসের অবিমারক নাটকে নারদের আলয়ে প্রণয়িনীর সঙ্গে অবিমারকের পুনর্মিলন ঘটে এবং নারদ অবিমারককে চণ্ডভার্গবের শাপের কথা জ্ঞাপন করেন। তুলনীয়—মাইকেলের পদ্মাবতী নাটকের অন্তে তমসানদীতীরে মহর্ষি অঙ্গিরার আশ্রমে রাজা ও পদ্মাবতীর পুনর্মিলন ঘটিয়াছে এবং নারদের উক্তি ও উভয়কে আশীর্বাদবাক্য মারীচেরই অনুরূপ। মারীচের আশ্রমে দুষ্যন্তশকুন্তলার পুনর্মিলন, ঋষির আশীর্বাদ লাভ প্রভৃতিতে স্কন্দগুপ্তের জন্য sanctify করার চেষ্টা আছে কি?

৩৭. প্রাচীন বিশ্বাস ছিল যজ্ঞে তৃপ্ত হইয়া দেবগণ বৃষ্টিদান করেন। তুলনীয় গীতা, ৩. ১০-১৪—"সহযজ্ঞাঃ······দেবান্ ভাবয়তানেন······ইষ্টান্ ভোগান্·হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ······পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ, যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো"।

৩৮. নাটকারম্ভের নান্দীর মতো নাটকের শেষেও দেবতা-নমস্কার কর্তব্য। নাট্যশাস্ত্রকাররূপে খ্যাত ভরতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য এই নমস্ক্রিয়া ও মঙ্গলবাক্যকে 'ভরতবাক্য' বলা হয়। এখানেও কবি মহাদেবকে ভক্তি জানাইয়াছেন। পাত্রগণের মধ্যে যে কেহ একজন ভরতবাক্য আবৃত্তি করিতেন। মূল শ্লোকটির পদ্যানুবাদ করিয়াছেন শ্রীননীগোপাল রায়। আধুনিক দৃষ্টিতে মনে হয় এই অঙ্কে বর্ণিত ঘটনাবলীও অপেক্ষাকৃত সংক্ষেপে বর্ণিত হইতে পারিত।

হস্তিনাপুরের পথে রাজা যদি কণ্বাশ্রমে দেখা করিয়া যাইতেন তবে আমরা কণ্ব ও সখীদ্বয়ের আনন্দে আনন্দিত হইতাম; দুর্বাসাও আবার দৈবাৎ সেখানে উপস্থিত হইলে তাঁহার শাপের অমোঘত্বে নির্দোষা সরলার শোচনীয় দুঃখে হয়তো তাঁহার গর্ববোধ দেখিতে পাইতাম; এবং গৌতমীর মুখের ও উচ্চশৃঙ্গ-ধর্মবৃষদ্বয়ের মনের ভাবও উপভোগ করিতে পারিতাম!

গ্রন্থকার প্রণীত

কালিদাসের মেঘদূত

অভিনব নূতন পদ্ধতিতে বাংলা অক্ষরে লিখিত মূল শ্লোক ; সংস্কৃত গদ্যে অন্বয় ; বিশদ অর্থবোধক সরল ব্যাখ্যা। ফলে সামান্য সংস্কৃতজ্ঞরাও কাব্যের পূর্ণরস উপভোগ করিতে পারিবেন।—"পুলকিত হয়েছি। এমন একখানি বই-এর বিশেষ অভাব ছিল। বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হল। পাণ্ডিত্য আছে, অথচ জাহির করা হয়নি। বিশেষজ্ঞের লেখা, অথচ সাধারণের পক্ষে সুখপাঠ্য। সংস্কৃতকে বাংলা ভাষায় বোধগম্য করবার সার্থক প্রয়াস। আজ পর্যন্ত এ জাতীয় যত সংস্করণ বেরিয়েছে তার শীর্ষস্থানীয়। বাংলা-সংস্কৃত সাহিত্যের এই বিভাগের একটি অ-পূর্ব কীর্তি। বাঙালি পাঠকমাত্রই উপকৃত হবেন"—বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন। সুদৃশ সচিত্র মোটা বোর্ডবাঁধাই, মূল্য পাঁচ টাকা।

বুদ্ধকথা

"আমরা মাতৃভাষায় একটি অপূর্ব গ্রন্থ পাইয়াছি"—শনিবারের চিঠি। "Bids fair to retain a perennial charm as long as Bnddhism and the Bengali language will endure".—Hindus. Standard. বহুচিত্র শোভিত। মূল্য তিন টাকা।

রাজগৃহ ও নালন্দা

"The author has placed under contribution almost all the sources of information pnown so far"—ইতিহাসভাস্কর ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার। বহুচিত্র শোভিত ২য় সংস্করণ, মূল্য দুই টাকা।

অশোকলিপি

"বাংলাভাষায় অশোকলিপি সম্বন্ধে আধুনিকতম গবেষণালব্ধ তথ্যসম্বলিত বই এই প্রথম"—যুগান্তর। মূল্য চার টাকা। পরিবর্ধিত ও বহুচিত্রযুক্ত ইংরেজি সংস্করণ Asoka's Edicts, মূল্য বারো টাকা।

প্রাপ্তিস্থান

সারস্বত লাইব্রেরী

২০৬ বিধান সরণি, কলিকাতা-৬